www.abswer.com

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[১৮৬১ – ১৯৪১]

লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অতুলনীয়। তাঁর একক অবদানে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে তাঁর সমকালকে বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' (১৯০০–১৯৪০) বলে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোকচ্ছটা ও বিদ্যুৎস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা আজ সমৃদ্ধ। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান' তিনি সেই কবি।

জন্ম ও বংশ পরিচয়	উনিশ শতকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পরিবারেই বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ সালের ৭ মে) জন্মগ্রহণ করেন। জগদ্বিখ্যাত এ কবির পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী ও পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শিক্ষা ও কর্মজীবন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয়ের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন। অথচ জ্ঞানের বিচিত্রপথে তাঁর পদচারণা এক মহাবিস্ময়ের বিষয়। তিনি ছিলেন একাধারে যুগস্রষ্টা কবি, গীতিকবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, নাট্যকার, শিক্ষা সংগঠক, চিত্রশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং নৃত্য পরিকল্পনাকারী। সাত বছর বয়সে তাঁকে পারিবারিক স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অল্পকালেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তখন ঠাকুর পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী স্বগৃহেই শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৮৭৮ সালে তাঁর পিতা তাঁকে বিলাত পাঠান ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য, কিন্তু অভিভাবকদের এ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পরে পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৪ সাল থেকে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন।
সাহিত্য–প্রতিভা	রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক। শিশুকাল থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। এটি তাঁর পনেরো বছর বয়সের রচনা। ১৮৮৩ সালে তাঁর লেখা 'প্রভাত সংগীত' রচিত হবার পর থেকেই অমিয় ধারায় ও বিচিত্র গতিপথে তাঁর একের পর এক গল্প, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। গীতাঞ্জলির ইংরেজি ভাবানুবাদ ১৯১৩ সালে তাঁর জন্য এনে দেয় 'নোবেল পুরস্কার'। এ নোবেল পুরস্কার শুধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্বীকৃতিই নয়, বরং এর মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য সভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আসনও পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
রচনাবলি	রবীন্দ্রনাথ সবমিলিয়ে তিন–শরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : কাব্যগ্রন্থ : বনফুল, সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সংগীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, খেয়া, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিমালা, বলাকা ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ : গল্পগুচ্ছ (১ম–৪র্থ খণ্ড), গল্পসল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, কৈশোরক ইত্যাদি। উপন্যাস : চোখের বালি, রাজর্ষি, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে–বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা ইত্যাদি। নাটক : চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মালিনী, রক্তকরবী ইত্যাদি। প্রবন্ধ ও আলোচনা : গ্রন্থ সাহিত্য, লোকসাহিত্য, বাংলা ভাষা সাহিত্য, সভ্যতার সংকট, কালান্তর, পঞ্চভূত ইত্যাদি। জীবনী ও পত্রসাহিত্য : মহাত্মা গান্ধী, চারিত্র্যপূজ্য, রাশিয়ার চিঠি, ইউরোপবাসীর পত্র, ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলি ইত্যাদি। আত্মজীবনী : ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয় ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য এশীয়দের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৩ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ সালে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি লাভ করেন।
মৃত্যু	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পরলোকগমন করেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঠ পরিচিতি

'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'–এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

'অপরিচিতা' গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে–বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক।

'অপরিচিতা' উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা–সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাজার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত।

'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খলনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর [MCQ]

পাঠ্যবইয়ের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?
ক ডাক্তারি খ ওকালতি (খ)
গ মাস্টারি ঘ ব্যবসা

২. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার
ক প্রতিপত্তি খ প্রভাব (খ)
গ বিচক্ষণতা ঘ কূট বুদ্ধি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।
পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩. দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?
ক হরিশের খ মামার (খ)
গ শিক্ষকের ঘ বিনুর

৪. উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে–
i. দৌরাত্ম্য ii. হীনম্মন্যতা
iii. লোভ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii (ঘ)
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

লেখক–পরিচিতি

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৯]
ক ১৮৩৮ খ ১৮৪১ (গ)
গ ১৮৬১ ঘ ১৮৯৯

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
ক ১৯১২ সালে খ ১৯১৩ সালে (খ)
গ ১৯১৪ সালে ঘ ১৯১৫ সালে

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? [সিলেট বোর্ড–২০১৯]
ক ১৮৯১ খ ১৮৯৪ (গ)
গ ১৯৪১ ঘ ১৯৪৬

৮. রবীন্দ্রনাথের বিশ শতকে রচিত গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে– [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক গীতিময়তা খ বাস্তবতা (খ)
গ প্রকৃতি ঘ কল্পনা

www.abswer.com

www.abswer.com

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কোনটি? [মেহেরপুর সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক টেকচাঁদ ঠাকুর খ বীরবল (ঘ)
গ হুতোম পেঁচা ঘ ভানুসিংহ ঠাকুর

১০. বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের জনক কে? [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ (খ)
গ শরৎচন্দ্র ঘ বঙ্কিমচন্দ্র

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রক্তকরবী' কোন ধরনের রচনা? [শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর–২০১৮]
ক নাটক খ ছোটগল্প (ক)
গ কাব্যগ্রন্থ ঘ উপন্যাস

১২. শেষের কবিতা কী জাতীয় রচনা? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক উপন্যাস খ গল্পগ্রন্থ (ক)
গ কাব্যগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধগ্রন্থ

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' কী ধরনের রচনা? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম –২০১৭]
ক উপন্যাস খ নাট্যগ্রন্থ (খ)
গ প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ কাব্যগ্রন্থ

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোটগল্প কোনটি? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা–২০১৭; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম–২০১৭]
ক হৈমন্তী খ ভিখারিনী (খ)
গ অপরিচিতা ঘ ছুটি

১৫. 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়? [শেরপুর সরকারি কলেজ–২০১৭]
ক সবুজপত্র খ কল্লোল (ক)
গ শিখা ঘ বঙ্গদর্শন

১৬. 'গল্পগুচ্ছে' কয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ–২০১৭]
ক ৯১ খ ৯২ (ঘ)
গ ৯৪ ঘ ৯৫

১৭. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর কয় মাস আগে 'জন্মদিনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক ১ মাস খ ২ মাস (ঘ)
গ ৩ মাস ঘ ৪ মাস

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক কলকাতার জোড়াসাঁকোয়
খ পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে (ক)
গ চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়ায়
ঘ বর্ধমানের চুরুলিয়ায়

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক বনফুল খ মানসী (ক)
গ চিত্রা ঘ বলাকা

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম কাব্য বনফুল কত বছর বয়সে রচনা করেন?
ক পনেরো বছর খ ষোল বছর (ক)
গ সতেরো বছর ঘ আঠারো বছর

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক গীতালি খ গীতবিতান (গ)
গ গীতাঞ্জলি ঘ গীতি–কথা

২২. এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে?
ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ)
গ কাজী নজরুল ইসলাম ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩. 'অপরিচিতা' রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়?
ক গল্পগুচ্ছ খ গল্প সংকলন (গ)
গ গল্পসপ্তক ঘ গল্পসল্প

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম কী?
ক মুসলমানীর গল্প খ অপরিচিতা (ক)
গ হৈমন্তী ঘ ছুটি

▷ শব্দার্থ ও টীকা

২৫. 'গজানন' কাকে বলা হয়? [সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা– ২০১৮]
ক গণেশকে খ রাবণকে (ক)
গ হনুমানকে ঘ কার্তিককে

২৬. 'অপরিচিতা' গল্পে 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা– ২০১৮]
ক সকাল খ দুপুর (ঘ)
গ বিকাল ঘ সন্ধ্যা

২৭. 'অভ্র' শব্দটি 'অপরিচিতা' গল্পে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজ, নওগাঁ–২০১৮]
ক এক ধরনের খনিজ পদার্থ (ক)
খ এক ধরনের স্বর্ণ
গ এক ধরনের রৌপ্য
ঘ এক ধরনের লোহা

২৮. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম 'উমেদারি' বলতে কী বুঝিয়েছে? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল–২০১৯]
ক মোসাহেবি
খ চাকরির আশায় ঘোরাঘুরি (খ)
গ প্রত্যাশী
ঘ পাণিপ্রার্থী

২৯. 'মনু সংহিতা' গ্রন্থে কাদের আচরণবিধি সংবলিত হয়েছে?
ক মানুষের খ দেব–দেবীর (ক)
গ পশু–পাখির ঘ কীট–পতঙ্গের

৩০. 'গুড়গুড়ি' শব্দের অর্থ কী?
ক হুঁকা খ দীর্ঘ নল (গ)
গ ফরসি ঘ নারকেলের মালা

৩১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'দক্ষযজ্ঞ' শব্দটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক উল্লাস খ তাণ্ডব (ঘ)
গ বিরহ ঘ হট্টগোল

৩২. 'মহানির্বাণ' কী?
ক ক্ষুদ্র বন্ধন থেকে মুক্তি (ঘ)
খ বৃহৎ কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি
গ বিশেষ কোনো বন্ধন থেকে মুক্তি
ঘ সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি

৩৩. 'কলি' কী?
ক পুরাণে বর্ণিত এক ধরনের ফুল (গ)
খ পুরাণে বর্ণিত মধ্য যুগ
গ পুরাণে বর্ণিত শেষ যুগ
ঘ পুরাণে বর্ণিত এক ধরনের ফল

৩৪. 'মৃদঙ্গ' কী?
ক বাঁশ ও বেতের তৈরি বাদ্যযন্ত্র (ঘ)
খ কাঠ ও লোহার তৈরি বাদ্যযন্ত্র
গ তামা ও দস্তার তৈরি বাদ্যযন্ত্র
ঘ মাটি ও চামড়ার তৈরি বাদ্যযন্ত্র

৩৫. 'অপরিচিতা' গল্পে 'ফলের মতো গুটি' উপমাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক সমৃদ্ধ জীবন খ সফল জীবন (ঘ)
গ বিলাসী জীবন ঘ নিষ্ফল জীবন

www.abswer.com

www.abswer.com

৩৬. 'এয়ারিং' শব্দের অর্থ কী?
ক হাতের খেলা খ গলার মালা (গ)
গ কানের দুল ঘ মাথার চুল

৩৭. 'পাকযন্ত্র' বলতে কী বোঝায়?
ক পাকের যন্ত্র খ রান্না ঘর (গ)
গ পাকস্থলি ঘ রান্নার পাতিল

৩৮. 'ফল্গু' কী?
ক ভারতের গয়া রাজ্যের অন্তঃসলিলা নদী (ক)
খ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জলধারা বিশেষ
গ সাদা বরফে ঢাকা রাশিয়ার হ্রদ
ঘ মিশরের নীল নদের বয়ে চলা অববাহিকা

৩৯. 'এসপার-ওসপার' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক মীমাংসা করা খ ইচ্ছাবোধ করা (ক)
গ খুশি করা ঘ এদিক ওদিক করা

৪০. 'মাকাল ফল' কথাটি কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক গুণহীন খ গুণী (ক)
গ জ্ঞানবান ঘ জ্ঞানহীন

৪১. 'গণ্ডুষ' শব্দটির অর্থ কী?
ক এক ঘটি জল খ এক কোষ জল (খ)
গ এক কলসি জল ঘ এক গ্লাস জল

৪২. মকরমুখো কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক বানরের মুখের অনুরূপ খ শিয়ালের মুখের অনুরূপ (ঘ)
গ হাতির মুখের অনুরূপ ঘ কুমিরের মুখের অনুরূপ

৪৩. 'মকর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক বিড়াল খ কুকুর (গ)
গ কুমির ঘ বাঘ

৪৪. 'অপরিচিতা' গল্পে 'খোওয়া-নেওয়া' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক পরিবারের ভরণপোষণের খরচ (খ)
খ যৌতুক ও বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচ
গ অনুপমের লেখাপড়ার খরচ
ঘ মেয়েদের শিক্ষার খরচ

৪৫. 'অপরিচিতা' গল্পে 'সওগাদ' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক উপঢৌকন খ প্রসাধন সামগ্রী (ক)
গ খাদ্য সামগ্রী ঘ বিয়ের প্রয়োজনীয় রসদ

৪৬. দেবী দুর্গার পুত্রের সংখ্যা কত?
ক দুই খ তিন (ক)
গ চার ঘ পাঁচ

৪৭. ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী বলা হয় কাকে?
ক দুর্গাকে খ লক্ষ্মীকে (খ)
গ কালীকে ঘ সরস্বতীকে

৪৮. 'আন্দামান দ্বীপ' কোন আন্দোলনের স্মৃতি বহন করে?
ক স্বদেশী আন্দোলন খ ভাষা আন্দোলন (ক)
গ সিপাহি বিদ্রোহ ঘ কৈবর্ত্য বিদ্রোহ

৪৯. 'প্রজাপতি' কিসের দেবতা?
ক বিদ্যার খ মঙ্গলের (গ)
গ বিয়ের ঘ ঐশ্বর্যের

৫০. 'মঙ্গলঘট' কোন দেবীর প্রতীক?
ক দুর্গা খ লক্ষ্মী (খ)
গ কালী ঘ সরস্বতী

৫১. কয়টি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 'রসনচৌকি' সৃষ্টি হয়?
ক দুইটি খ তিনটি (খ)
গ চারটি ঘ পাঁচটি

৫২. 'কষ্টিপাথর' দিয়ে কিসের খাঁটিত্ব যাচাই করা হয়?
ক সোনার খ রূপার (ক)
গ হীরার ঘ তামার

৫৩. কোন দেবীকে 'অন্নপূর্ণা' বলা হয়?
ক শীতল খ দুর্গা (খ)
গ লক্ষ্মী ঘ কালী

▷ মূলপাঠ

৫৪. "তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না।" – 'তিনি' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে বোঝানো হয়েছে? [ঢাকা বোর্ড-২০১৯; কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯]
ক মামা খ শম্ভুনাথ (ক)
গ হরিশ ঘ অনুপম

৫৫. "কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন।" – 'অপরিচিতা' গল্পের এ উক্তিতে মামার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো– [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯]
ক ধর্মনিষ্ঠা খ দেশপ্রেম (ঘ)
গ কুসংস্কার ঘ কূপমণ্ডূকতা

৫৬. আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭]
ক অনুপম খ কল্যাণী (ঘ)
গ বিনু দাদা ঘ হরিশ

৫৭. কোন ঘটনায় অনুপমের মন 'পুলকের আবেশে' ভরে গিয়েছিল? [যশোর বোর্ড-২০১৭]
ক বিনুদা কর্তৃক মেয়ে পছন্দ হওয়া (ঘ)
খ বিবাহের দিন-ক্ষণ ধার্য হওয়া
গ বিবাহ না করতে কল্যাণীর পণ
ঘ গাড়িতে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ

৫৮. "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"— উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথ বাবুর— [ঢাকা বোর্ড-২০১৬]
ক ক্ষোভ খ অভিমান (ঘ)
গ একগুঁয়েমি ঘ আত্মমর্যাদাবোধ

৫৯. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল? [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]
ক লোকলজ্জা খ অপবাদ (ঘ)
গ পিতার আদেশ ঘ আত্মমর্যাদা

৬০. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করতে যায়– [সিলেট বোর্ড-২০১৬]
ক হরিশ খ মামা (গ)
গ বিনু ঘ মা

৬১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শান্তির উপায় কী।' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে– [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]
ক আগামী সময়ের ইঙ্গিত (গ)
খ পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা
গ শম্ভুনাথ বাবুর সাহসিকতা
ঘ শম্ভুনাথ বাবুর নির্বিকারত্ব

৬২. কোন ঘটনাকে 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষমুহূর্ত বলা যায়? [যশোর বোর্ড-২০১৬]
ক রেলগাড়িতে কল্যাণীর সাথে অনুপমের সাক্ষাৎ (গ)
খ কল্যাণী কর্তৃক বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
গ শম্ভুনাথ কর্তৃক কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি
ঘ অনুপমের মহাসমারোহে বিবাহ যাত্রা

www.abswer.com

www.abswer.com

৬৩. কল্যাণী 'মাতৃ-আজ্ঞা' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ-২০১৯]
ক মায়ের নিষেধ খ দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা (খ)
গ নারীশিক্ষার ব্রত ঘ মাতৃ আদেশ

৬৪. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বয়স কত? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা-২০১৯]
ক চৌদ্দ খ পনেরো (খ)
গ ষোলো ঘ সতেরো

৬৫. 'না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।'— কথাটি কল্যাণী কোন ভাষায় বলেছিল? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা-২০১৯]
ক ইংরেজি খ উর্দু (ঘ)
গ বাংলা ঘ হিন্দি

৬৬. শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে 'এমন তো আর শুনি নাই।'— কী? [চট্টগ্রাম কলেজ-২০১৯]
ক কেবল মেয়ের গলা খ একটি মানুষের গলা (ঘ)
গ গাছের পাতার শব্দ ঘ কল্যাণীর গলার স্বর

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' কোন ধরনের গ্রন্থ? [ঢাকা কমার্স কলেজ-২০১৯]
ক কাব্যগ্রন্থ খ গল্পগ্রন্থ (গ)
গ নাট্যগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ গ্রন্থ

৬৮. অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল? [সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা-২০১৯]
ক বিএস পাস খ এমএ পাস (খ)
গ বিএসসি পাস ঘ এমএসসি পাস

৬৯. 'অপরিচিতা' গল্পের বিশেষ দিক কোনটি? [নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ-২০১৯]
ক নারীর সঠিক মূল্যায়ন খ পুরুষতন্ত্রের অসারতা (ঘ)
গ নারীশিক্ষার প্রসার ঘ নারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ

৭০. 'অপরিচিতা' গল্পে কোন সময় অনুপম বিনু দাদার বাড়ি যেত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা-২০১৯]
ক সন্ধ্যায় খ রাতে (ক)
গ দুপুরে ঘ বিকালে

৭১. 'অপরিচিতা' গল্পে জড়িমা কী? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা-২০১৯]
ক আড়ষ্টতা খ জড়ির জামা (ক)
গ আড়ম্বরতা ঘ জড়ির সাজা

৭২. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বর্ণনায় কল্যাণীকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা-২০১৯]
ক রজনীগন্ধার শুভ্রতায় খ গোলাপের স্নিগ্ধতায় (ক)
গ মাধবীলতার শুভ্রতায় ঘ নারীরূপের মরীচিকায়

৭৩. 'বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্বে শম্ভুনাথবাবু অনুপমকে দেখেন' – এ থেকে কী বোঝা যায়? [ঢাকা কমার্স কলেজ-২০১৯]
ক আগেই পাত্র সম্বন্ধে জানেন
খ হরিশকে অনেক বিশ্বাস করেন (খ)
গ হরিশের কথার মূল্যায়ন করেন
ঘ পাত্রের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন

৭৪. রেল ভ্রমণকালে দেখা মেয়েটির সুধাকণ্ঠকে অনুপম কীসের সাথে তুলনা করেছিলেন? [ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ -২০১৯]
ক জিয়ন কাঠি খ সোনার কাঠি (খ)
গ রুপার কাঠি ঘ হীরার কাঠি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাজিম না এলে বন্ধুদের আড্ডা কখনোই জমে না। [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা-২০১৮]

৭৫. নাজিমের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?
ক অনুপমের খ বিনুদাদার (ঘ)
গ শম্ভুনাথের ঘ হরিশের

৭৬. 'অপরিচিতা' গল্পে স্টেশন মাস্টার ছিল—। এখানে শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক ভারতীয় খ ইতালীয় (গ)
গ ইংরেজ ঘ ফরাসি

৭৭. 'অপরিচিতা' গল্পে 'লোহার মৃদঙ্গো তাল দিতে দিতে চলিল।' – কী? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক বরযাত্রী খ চাকর (গ)
গ গাড়ি ঘ কন্সার্ট

৭৮. স্টেশনে কল্যাণীদের নিতে এসেছিল কে? [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী-২০১৮]
ক রাজস্থানি চাকর খ আসামের চাকর (ঘ)
গ বাঙালি চাকর ঘ হিন্দুস্থানি চাকর

৭৯. "সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মাঝে আজও বাজিতেছে।" কোন সুর? [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী-২০১৮]
ক বিনুদাদার আঁটকথা খ কল্যাণীর কণ্ঠস্বর (খ)
গ হরিশের সরস বর্ণনা ঘ শম্ভুনাথের দৃপ্তকণ্ঠ

৮০. কোনো কন্যা যদি স্বয়ম্বরা হন তাহলে অনুপমের কোন সুলক্ষণটির কারণে সে অনুপমকে পছন্দ করবে বলে অনুপম মনে করেছে? [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী-২০১৮]
ক নারীদের শাসনে চলার যোগ্যতা (ক)
খ শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিতা
গ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য
ঘ সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়া

৮১. কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি অনুপম উপলব্ধি করতে পেরেছিল? [ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক চরিত্র খ রূপ (ক)
গ যোগ্যতা ঘ পারিবারিক অবস্থান

৮২. মামা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে খুশি হলেন না কেন? [উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক স্থান ও আয়োজন দেখে (ক)
খ আপ্যায়নের ত্রুটি দেখে গ গয়নার পরিমাণ দেখে
ঘ শম্ভুনাথ বাবুর আচার-আচরণে

৮৩. বরের হাট মহার্ঘ কেন? [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক যোগ্য বরের অভাবে (ক)
খ যৌতুকের কারণে
গ স্থান-কাল-পাত্রের বাছবিচারে
ঘ মেয়ের বয়সের কারণে

৮৪. অনুপমকে বিবাহের আসর থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল কেন? [শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা-২০১৮]
ক কনের বাবার হীনম্মন্যতার কারণে (গ)
খ গয়না নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে
গ অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে
ঘ বরের মামার আত্মগরিমার কারণে

৮৫. অনুপমের বয়স সাতাশ। তার মামার বয়স কত? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা- ২০১৮]
ক ৩০ বছর খ ৩১ বছর (ঘ)
গ ৩২ বছর ঘ ৩৩ বছর

৮৬. অনুপম কেন বলে তার ভাগ্য ভালো? [আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ-২০১৮]
ক কল্যাণী তাকে আশ্বস্ত করেছে তাই (খ)
খ কল্যাণী তাকে আশ্রয় দিয়েছে তাই
গ কল্যাণীর পিতা তাকে ক্ষমা করেছে তাই
ঘ কল্যাণীও তাকে ভালোবাসে তাই

www.abswer.com

www.abswer.com

৮৭. অনুপমের বিয়ে না হওয়ার জন্য দায়ী–
[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ–২০১৮]
ক মায়ের লোভ খ মামার একগুয়েমি (খ)
গ কুসংস্কার ঘ তৎকালীন সমাজ

৮৮. 'তবু ইহার বিশেষ মূল্য আছে' এখানে কিসের মূল্যের কথা বলা হয়েছে? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ–২০১৮]
ক অনুপমের জীবনের খ অনুপমের শিক্ষার (ক)
গ অনুপমের কর্মের ঘ অনুপমের ধর্মের

৮৯. 'তেজ থাকাটা দোষের' – কার বা কাদের?
[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর–২০১৮]
ক কন্যাপক্ষের খ বরপক্ষের (ঘ)
গ কন্যার পিতার ঘ বেহাই সম্প্রদায়ের

৯০. অনুপমের বয়স কত? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা–২০১৮]
ক ২৫ খ ২৭ (খ)
গ ২৯ ঘ ৩১

৯১. কার বিরুদ্ধে চলা অনুপমের পক্ষে অসম্ভব?
[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা–২০১৮]
ক হরিশের খ বিনুদাদার (গ)
গ মামার ঘ মায়ের

৯২. অপরিচিত মেয়েটি কোন স্টেশনে নামল? [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা–২০১৮]
ক কানপুর খ কলকাতা (ক)
গ মানপুর ঘ হাওড়া

৯৩. 'অপরিচিতা' গল্পে রসবোধ সম্পন্ন চরিত্র কোনটি?
[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক বিনুদা খ হরিশ (খ)
গ প্রতাপ ঘ অর্পণ

৯৪. "চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে।" – কে এই সুপুরুষ? [নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ–২০১৮]
ক অনুপম খ অনুপমের মামা (ঘ)
গ হরিশ ঘ শম্ভুনাথ বাবু

৯৫. কল্যাণীর সাথে নিচের কোন ফুলটির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়?
[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ–২০১৮]
ক গোলাপ খ শিউলি (গ)
গ রজনীগন্ধা ঘ গন্ধরাজ

৯৬. 'মন্দ নয় হে। খাঁটি সোনা বটে'— বাক্যটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পবলিক স্কুল ও কলেজ– ২০১৮]
ক নির্ভেজাল সোনা খ দেনা–পাওনার পরিমাণ (ঘ)
গ শম্ভুনাথের আর্থিক অবস্থা ঘ কল্যাণীর রূপ–সৌন্দর্য

৯৭. 'ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন' –কে?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট–২০১৮]
ক অনুপমের মামা খ অনুপমের বাবা (খ)
গ শম্ভুনাথ বাবু ঘ হরিশ

৯৮. 'আমি বিবাহ করিব না' –বাক্যটিতে কল্যাণীর কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?
[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট–২০১৮]
ক অভিমান খ প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প (খ)
গ রাগ ও ক্ষোভ ঘ প্রতিবাদ

৯৯. নিচের কোন বৈশিষ্ট্য 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ? [লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা–২০১৮]
ক লজ্জাশীলা খ অশিক্ষিতা (ঘ)
গ উদ্ধত ঘ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

১০০. অনুপমের পিতা মারা গেলেন–
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক অকালে খ পক্ষাঘাতে (ক)
গ নির্যাতনে ঘ অভিমানে

১০১. অনুপমের বন্ধুর নাম কী? [শেরপুর সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক হরিশ খ গণেশ (ক)
গ বিনু ঘ কল্যাণী

১০২. কার মা গরিব ঘরের মেয়ে? [শেরপুর সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক হরিশ খ কল্যাণী (ঘ)
গ বিনু ঘ অনুপম

১০৩. "এটা আপনারাই রেখে দিন" – এটা আসলে কী?
নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ –২০১৮]
ক বালা খ হার (ঘ)
গ নাকফুল ঘ এয়ারিং

১০৪. 'ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল'– কার কথা বলা হয়েছে?
[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক অনুপমের জীবনের খ অনুপমের হৃদয়ের (ক)
গ অনুপমের ব্যক্তিত্বের ঘ কল্যাণীর

১০৫. 'রফিক বন্ধুদের আড্ডায় আসর জমাতে অদ্বিতীয়।'– রফিকের কোন গুণটি 'অপরিচিতা' গল্পের হরিশের মাঝে লক্ষণীয়?
[বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক নৈতিকতাবোধ খ সরস রসনার গুণ (খ)
গ আভিজাত্যের প্রকাশ ঘ নতুন নতুন গল্প তৈরি

১০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী মাতৃ আজ্ঞা পালনে নিয়োজিত হয়েছে কেন? [বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে (ক)
খ অনুপম ও তার মামাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে
গ বিয়ে ভঙ্গের অপমান থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি পেতে
ঘ বিয়ে করে সংসারী না হওয়ার বিকল্প পন্থা খুঁজে পেতে

১০৭. কার রাত্রে ভাল ঘুম হয় না?
[ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ–২০১৮]
ক কল্যাণী খ বিনু (গ)
গ অনুপম ঘ হরিশ

১০৮. 'বাপের এক মেয়ে যে বড়ো আদরের মেয়ে'– এখানে কার কথা বোঝানো হয়েছে? [রংপুর সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক বিলাসী খ নিরুপমা (গ)
গ কল্যাণী ঘ জয়া

১০৯. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?
[সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা–২০১৮; কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ–২০১৮]
ক প্রতিপত্তির জন্য খ প্রভাবের জন্য (খ)
গ মতামতের জন্য ঘ কূটবুদ্ধির জন্য

১১০. আঙ্গিক বিচারে 'অপরিচিতা' কোন জাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত?
[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম–২০১৮]
ক প্রবন্ধ খ রম্যরচনা (ঘ)
গ নাটক ঘ ছোট গল্প

১১১. মামার নিষেধ অমান্য করে কল্যাণীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুপমের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়?
[ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম–২০১৮; বরিশাল সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক অপরাধবোধ খ বিবেকবোধ (গ)
গ লুকায়িত প্রেম ঘ গভীর সহানুভূতি

১১২. শম্ভুনাথ বাবু অনুপমের মামাকে কী নিয়ে ভাবতে নিষেধ করেছিলেন? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
ক বিবাহের অনুষ্ঠান খ যৌতুকের অলংকার (ঘ)
গ খাবারের আয়োজন ঘ বিবাহের লগ্ন

www.abswer.com

www.abswer.com

১১৩. 'কিছুদিন পূর্বে এমএ পাশ করিয়াছি'– উক্তিটি কার? [আইডিয়াল কমার্স কলেজ–২০১৮]
ক মামার খ বিনুদার (গ)
গ অনুপমের ঘ হরিশের

১১৪. বিয়ের আসর থেকে বরযাত্রীদের প্রস্থানকে অনুপম কিসের সাথে তুলনা করেছেন? [ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর–২০১৮]
ক দক্ষযজ্ঞের পালা খ প্রজাপতি মদন পালা (ক)
গ রাম–রাবণের পালা ঘ সুর–অসুরের পালা

১১৫. "এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসেবে"– এখানে জীবনের কোন দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে? [দিনাজপুর সরকারি কলেজ–২০১৮]
ক ক্ষণস্থায়িত্ব খ মূল্যহীনতা (গ)
গ সার্থকতা ঘ ভোগহীনতা

১১৬. অনুপম নিজেকে গজাননের ছোট ভাইটি কেন বলেছে? [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক ব্যঙ্গার্থে নিজের দীনতা প্রকাশে (ক)
খ মায়ের একান্ত বাধ্য ছেলে
গ দেব–সেনাপতি বোঝাতে
ঘ দেবী দুর্গার কোলে ছোট ছেলে কার্তিক

১১৭. 'অপরিচিতা' গল্পে আশীর্বাদ করে বিনুদাদা কল্যাণীকে কিসের সাথে তুলনা করেছিলেন? [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক খাঁটি সোনার সাথে খ মুক্তার সাথে (ক)
গ মা দুর্গার সাথে ঘ মা লক্ষ্মীর সাথে

১১৮. 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গয়না মাপার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে? [ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক সংকীর্ণতা খ হীনম্মন্যতা (খ)
গ চতুরতা ঘ বিশ্বাসহীনতা

১১৯. মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন? [চাঁদপুর সরকারি কলেজ–২০১৭]
ক পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে
খ পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে (খ)
গ পাত্রীপক্ষের ধনসম্পদের কথা ভেবে
ঘ বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে

১২০. 'ঘরেতে এল না সে তো/ মনে তার নিত্য আসা যাওয়া/ পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'– উদ্দীপকে সে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [চাঁদপুর সরকারি কলেজ–২০১৭]
ক অনুপম খ কল্যাণী (খ)
গ মামা ঘ হরিশ

১২১. বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে কোথায় আসতে হলো? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
ক মালদহ খ বীরভূম (গ)
গ কলকাতা ঘ রানাঘাট

১২২. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পুরুষের জবানীতে লেখা?
ক উত্তম পুরুষ খ মধ্যম পুরুষ (ক)
গ নাম পুরুষ ঘ উত্তম ও নাম পুরুষ

১২৩. 'অপরিচিতা' গল্পে "ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তার উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা"— কার? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢকা–২০১৭]
ক উকিলবাবুর খ হরিশের (গ)
গ শম্ভুনাথবাবুর ঘ বিনুদাদার

১২৪. অনুপম মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? [ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা–২০১৭]
ক বাড়ি খ তীর্থে (খ)
গ হাসপাতালে ঘ ভ্রমণে

১২৫. রেলওয়ে কর্মচারীর সাথে কল্যাণীর তর্ক করার মধ্যে চিরায়ত নারীর কোন বিপরীত দিকটি প্রকাশিত? [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
ক উচ্চশিক্ষায় আসীন হওয়া খ লুক্কায়িত প্রেম (গ)
গ অধিকার সচেতনতা ঘ মুখে মুখে তর্ক করা

১২৬. অনুপম কত বছর বয়সে মাতুলকে ছেড়েছিল? [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ–২০১৭]
ক ২২ বছর খ ২৫ বছর (গ)
গ ২৭ বছর ঘ ২৯ বছর

১২৭. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।– এই সর্বজনীন কথার বিপরীত তথ্য পাই কোন লেখায়? [ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক আহ্বান খ চাষার দুঃখু (ঘ)
গ বিড়াল ঘ অপরিচিতা

১২৮. অনুপমের পিতা গরিব থেকে কীভাবে ধনী হয়েছিল? [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম–২০১৭]
ক ওকালতি করে খ চিকিৎসা করে (ক)
গ শিক্ষকতা করে ঘ সাংবাদিকতা করে

১২৯. অনুপমকে শিমুলফুল, মাকালফল অভিহিত করার মধ্যে অনুপমের প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের কী ধরনের মনোভাব ফুটে ওঠে? [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক প্রশ্রয় খ আদর (গ)
গ বিদ্রূপ ঘ তিরস্কার

১৩০. অনুপম রেলস্টেশনে কী ফেলে গেল? [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
ক ক্যামেরা খ ফটোগ্রাফ (ক)
গ বই ঘ ডাইরি

১৩১. 'পঞ্চশর' ব্যবহার করতেন কে?
ক শিব খ ব্রহ্মা (ঘ)
গ মনু ঘ মদন

১৩২. 'অপরিচিতা' গল্পের কথক কে? [ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা–২০১৭]
ক লেখক খ নায়ক (খ)
গ শম্ভু ঘ কল্যাণী

১৩৩. কল্যাণীর গহনা ছিল– [নটর ডেম কলেজ–২০১৭]
ক খাদে ভরা খ হাল ফ্যাশনের (গ)
গ পুরানো ঘ চিকন ও হালকা

১৩৪. কল্যাণীর পিতার নাম কী? [মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
ক হরিদাশ বাবু খ সুরেশ বাবু (গ)
গ শম্ভুনাথ বাবু ঘ হসন্তবাবু

১৩৫. সরস রসনার গুণ আছে কার? [সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ–২০১৬]
ক হরিশের খ বিনু দাদার (ক)
গ কল্যাণীর ঘ মামার

১৩৬. বিয়ের কতদিন পূর্বে অনুপমের সাথে কন্যার পিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল?
অথবা, বিয়ের কতদিন পূর্বে শম্ভুনাথ বাবু অনুপমকে দেখতে এসেছেন? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ–২০১৬]
ক ২ দিন খ ৩ দিন (খ)
গ ৪ দিন ঘ ৫ দিন

১৩৭. 'অপরিচিতা' গল্পে উল্লেখকৃত কোন পুল পার হওয়ার সাথে সিদ্ধ–নিষিদ্ধ জড়িত রয়েছে?
ক সাড়ার খ হাবড়ার (খ)
গ যমুনার ঘ মেঘনার

www.abswer.com

www.abswer.com

১৩৮. অনুপম কেন নিজের চোখে মেয়ে দেখার কথা বলতে পারলো না? [বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল-২০১৫]
ক মায়ের ভয়ে খ মামার ভয়ে (খ)
গ সাহস নেই বলে ঘ লোকলজ্জার ভয়ে

১৩৯. কে এ পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার এজেন্ট?
ক হরিশ খ মামা (খ)
গ শম্ভুনাথ ঘ বিনুদা

১৪০. 'অপরিচিতা' গল্পে অপরিচিতা কে?
ক শ্রাবণী খ কল্যাণী (খ)
গ মধুলতা ঘ অনুপম

১৪১. অনুপমের সাথে মামার বয়সের পার্থক্য কত বছর?
ক ৫ বছর খ ৬ বছর (খ)
গ ৭ বছর ঘ ৮ বছর

১৪২. 'অপরিচিতা' গল্পে কোন দ্বীপের উল্লেখ আছে?
ক আন্দামান দ্বীপ খ সন্দ্বীপ (ক)
গ ক্যারিবিয় দ্বীপ ঘ বালি দ্বীপ

১৪৩. অনুপমের সাথে বিনুদার সম্পর্ক কী?
ক মাসতুতো ভাই খ পিসতুতো ভাই (খ)
গ সৎ ভাই ঘ আপন ভাই

১৪৪. 'অপরিচিতা' গল্পে বিবাহ বাড়িতে গিয়ে কে অখুশি ছিল?
ক বরের বন্ধু খ বরের মামা (খ)
গ বর নিজে ঘ বরের ভাই

১৪৫. মেয়ের বয়স কত শুনে মামার মন ভার হলো?
ক চৌদ্দ খ পনেরো (খ)
গ ষোলো ঘ সতেরো

১৪৬. শম্ভুনাথ বাবুর কত জন সন্তান ছিল?
ক ১ জন খ ২ জন (ক)
গ ৩ জন ঘ ৪ জন

১৪৭. কল্যাণীকে আশীর্বাদ করা হয়েছে কী দিয়ে?
অথবা, কল্যাণীকে আশীর্বাদ করার সময় বরপক্ষ কী দিয়েছিল?
ক কানের দুল / এয়ারিং খ ১০০০ টাকা (ক)
গ আংটি ঘ স্বর্ণের চেইন

১৪৮. 'এয়ারিং' কোথা থেকে আনা হয়েছিল?
ক বিলেত খ কানপুর (ক)
গ কলকাতা ঘ আন্দামান

১৪৯. অনুপমের মামার পাত্রীপক্ষের কোন বিষয়টি নিয়ে ভয় ছিল?
ক খাবারের ঝামেলা হতে পারে (খ)
খ গয়নায় ফাঁকি দিতে পারে
গ টাকা কম দিতে পারে
ঘ আপ্যায়ন কম হতে পারে

১৫০. কষ্টিপাথর নিয়ে কে বসে ছিল?
ক মামা খ সেকরা (খ)
গ বিনুদা ঘ হরিশ

১৫১. 'অপরিচিতা' গল্পে স্টেশন মাস্টারকে কে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল?
ক ইউনিফর্ম-পরা সাহেব খ রেলওয়ে কর্মচারি (ক)
গ অনুপম ঘ আর্দালি

১৫২. মামা শম্ভুনাথ বাবুকে গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন না কেন?
ক সময়ের অভাবে খ রাস্তা দূরবর্তী বলে (ঘ)
গ ক্ষোভে ঘ আত্ম অহংকারের কারণে

১৫৩. বেয়াই সম্প্রদায়ের তেজ থাকাটা মামার মতে কেমন?
ক গর্বের বিষয় খ দোষের বিষয় (খ)
গ গুণের বিষয় ঘ লজ্জার বিষয়

১৫৪. গয়না যাচাই করার জন্য অনুপমের মামা কাকে এনেছিলেন?
ক বাড়ির দাড়োয়ানকে খ বাড়ির মুরব্বীকে (গ)
গ বাড়ির সেকরাকে ঘ বাড়ির কর্তাকে

১৫৫. বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী কী কাজে জড়িত হয়েছিল?
ক সেবামূলক কাজে খ পারিবারিক কাজে (গ)
গ মেয়েদের শিক্ষার কাজে ঘ ধর্মপ্রচারের কাজে

১৫৬. অনুপমের বাবা নিজের উপার্জিত টাকা ভোগ করতে পারল না কেন?
ক খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন বলে (খ)
খ কেবল উপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন বলে
গ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বলে
ঘ টাকা-পয়সা লুট হয়েছিল বলে

১৫৭. "তবু ইহার বিশেষ মূল্য আছে"– এখানে কিসের মূল্যের কথা বলা হয়েছে?
ক জীবনের খ মরণের (ক)
গ কর্মের ঘ ধর্মের

১৫৮. অনুপমকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করার কারণ কী?
ক সুন্দর ও শিক্ষিত হওয়ায় (খ)
খ সুন্দর হয়েও গুণহীন হওয়ায়
গ মাতৃভক্ত হওয়ায়
ঘ অবুঝ শিশুর মতো হওয়ায়

১৫৯. "এককালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল"– 'অপরিচিতা' গল্পে কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক দেবতা ভক্তি খ ধন সম্পদের প্রাচুর্য (খ)
গ মানুষের সমাগম ঘ বংশ মর্যাদা

১৬০. "তাহার বিনয়টা অজস্র নয়" – কার?
ক অনুপমের খ বিনুদার (গ)
গ শম্ভুনাথের ঘ মামার

১৬১. 'অপরিচিতা' গল্পে মা-পুত্রের তীর্থযাত্রার বাহন কী ছিল?
ক লম্বক খ রেলগাড়ি (খ)
গ মোটর গাড়ি ঘ ঘোড়ার গাড়ি

১৬২. কনের বয়স নিয়ে মন ভারি হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মামার মন নরম হলো কীভাবে?
ক পণের আশ্বাসে খ কনের গুণমুগ্ধতায় (ঘ)
গ বিনুদার ব্যবহারে ঘ হরিশের বাক্‌পটুতায়

১৬৩. "টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত"– এখানে মামার চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক অর্থ-লোলুপতা খ দায়িত্বশীলতা (ক)
গ গোঁড়ামি ঘ চতুরতা

১৬৪. "আমার শরীর মন বসন্ত বাতাসে বকুল বনের নবপল্লব রাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলো ছায়া বুনিতে লাগিল"–কেন?
ক হরিশের মুখে মেয়ের কথা শুনে (ক)
খ মামা বিয়ে ঠিক করেছে এ কথা শুনে
গ মায়ের ভয়ে
ঘ নতুন চাকরির খবর শুনে

১৬৫. "মেয়ের চেয়ে, মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর"– এ কথার মধ্য দিয়ে মামার কোন ধরনের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
ক নিচু খ সহানুভূতিশীল (ক)
গ উদার ঘ কপট

১৬৬. "তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না"– এখানে লক্ষ্মীর ঘট বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক মায়া-মমতা খ ধনসম্পদ (খ)
গ অতিথিপরায়ণতা ঘ শিক্ষা-দীক্ষা

১৬৭. 'অপরিচিতা' গল্পে 'প্রজাপতি' দ্বারা কোন দেবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক গণেশ খ কার্তিক (গ)
গ ব্রহ্মা ঘ ইন্দ্র

www.abswer.com

১৬৮. 'মামাকে দমানো পর্যন্ত' –এখানে মামার কোন গুণটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক তেজস্ক্রিয়তা খ অনমনীয়তা (খ)
গ সাহসিকতা ঘ অসহনশীলতা

১৬৯. "এ সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার"– অনুপমের এ কথায় প্রকাশ পেয়েছে –
ক অসহায়ত্ব খ ঔদ্ধত্য (ক)
গ নীতিহীনতা ঘ নমনীয়তা

১৭০. বিয়ে বাড়িতে মামা সেকরা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কেন?
ক কন্যার দক্ষতা যাচাই এর জন্য (খ)
খ গহনার খাদ পরীক্ষার জন্য
গ আভিজাত্যের দম্ভ প্রকাশের জন্য
ঘ কন্যা পক্ষকে অপমান করার জন্য

১৭১. 'জায়গা আছে'–অনুপমের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ জায়গা কিসের?
ক বসবাসের খ গাড়িতে বসার (গ)
গ অধিকারের ঘ চলাচলের

১৭২. "আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই"–অপরিচিতা গল্পে এ অক্ষমতা কিসের?
ক কর্মের খ জ্ঞানের (ক)
গ আচার–আচরণের ঘ শক্তির

১৭৩. 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে মামার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক নারীর চরম অবমাননা খ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা (ক)
গ পুরুষের জড়ত্ব ঘ নারীর মর্যাদা রক্ষা

১৭৪. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম নতি স্বীকার করেছে –
ক ধর্মের কাছে খ সৌন্দর্যের কাছে (ঘ)
গ অর্থের কাছে ঘ পরিবারতন্ত্রের কাছে

১৭৫. শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে –
ক নারীর মর্যাদা খ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ (ক)
গ সামাজিক লৌকিকতা ঘ পারিবারিক অহংকারবোধ

১৭৬. শম্ভুনাথ বাবুর বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান তার কোন গুণটি প্রকাশ করে?
ক সততা খ নির্ভীকতা (খ)
গ একাগ্রতা ঘ ন্যায়পরায়ণতা

১৭৭. 'অপরিচিতা' গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্ম প্রকাশের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে –
ক নারীর অধিকারবোধ (খ)
খ কর্মীর ভূমিকায় নারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব
গ নারীর স্নেহপরায়ণতা
ঘ নারীর ধৈর্যশীলতা

১৭৮. মাকে নিয়ে তীর্থে গিয়েছিল কে?
ক অনুপম খ মামা (ক)
গ হরিশ ঘ বিনুদাদা

১৭৯. 'শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে'– উক্তিটি কার?
ক কল্যাণীর খ অনুপমের (ক)
গ বিনুদার ঘ হরিশের

১৮০. "শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"–এ ডাকটি কে শুনেছিল?
ক হরিশ খ মামা (গ)
গ অনুপম ঘ বিনুদা

১৮১. অনুপমের কোন ক্লাসের টিকেট ছিল?
ক ফার্স্ট ক্লাস খ সেকেন্ড ক্লাস (ক)
গ থার্ড ক্লাস ঘ ডিআইপি ক্লাস

১৮২. "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না– এখানে জায়গা আছে।" – কথাটি কে বলেছিল?
ক জেনারেল সাহেব খ শম্ভুনাথ বাবু (গ)
গ একটি মেয়ে ঘ আর্দালি দল

১৮৩. "বোধ করি, সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত আমার পুরোপুরি বয়সই হইল না"– অনুপমের একথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে–
ক অনুশোচনা খ আত্মোপলব্ধি (খ)
গ অসহায়ত্ব ঘ হীনম্মন্যতা

১৮৪. কুলিদের হাত থেকে বিছানাপত্র টেনে নিল কে?
ক অনুপম খ অনুপমের মা (গ)
গ কল্যাণী ঘ মামা

১৮৫. কল্যাণী স্টেশন থেকে কী কিনেছিল?
ক কপালের টিপ খ চানাচুর (খ)
গ হাতের চুড়ি ঘ ঝাল মুড়ি

১৮৬. অপরিচিতা মেয়েটির পরিচয় নিতে কার ইচ্ছা হলো?
ক অনুপমের মায়ের খ অনুপমের মামার (ক)
গ অনুপমের ঘ স্টেশন মাস্টারের

১৮৭. "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"– উক্তিটি কার?
ক স্টেশন মাস্টারের খ জেনারেল সাহেবের (ঘ)
গ আর্দালি সাহেবের ঘ রেলওয়ে কর্মচারীর

১৮৮. "সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে।"– উক্তিটি কার?
ক কল্যাণীর খ বিনুদার (গ)
গ অনুপমের ঘ হরিশের

১৮৯. অনুপমের মামার কিসের প্রতি আসক্তি ছিল?
ক ব্যবসায়ের খ নারীর (ঘ)
গ ক্ষমতার ঘ টাকার

১৯০. অনুপমের মনকে উতলা করেছিল কে?
ক হরিশ খ মামা (ক)
গ বিনুদা ঘ শম্ভুনাথ

১৯১. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে প্রথম সাক্ষাতে শম্ভুনাথ বাবু কী করেছিলেন?
ক অভিমান খ দুঃখ (গ)
গ আশীর্বাদ ঘ রাগ

১৯২. "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"– 'অপরিচিতা' গল্পে উক্তিটি কার?
ক শম্ভুনাথ বাবুর খ গল্প কথকের মামার (ক)
গ হরিশের ঘ বিনুদাদার

১৯৩. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করত?
ক কানপুরে খ কলকাতায় (ক)
গ আন্দামানে ঘ শিলাইদহে

১৯৪. 'একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ" – কথাটা কিসের?
ক দানের খ বিয়ের (খ)
গ চাকরির ঘ ভ্রমণের

১৯৫. 'অপরিচিতা' গল্পে মামা মনে মনে খুশি হলেন কেন?
ক পণের অঙ্কের পরিমাণ শুনে (খ)
খ শম্ভুনাথ বাবুর নির্জীবতা দেখে
গ কনের রূপে–গুণে মুগ্ধ হয়ে
ঘ বিবাহ আয়োজনের সমারোহ দেখে

www.abswer.com

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১৯৬. অনুপমের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরে মামা মামলা করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিসের জন্য? [বরিশাল বোর্ড–২০১৭]
i. বিবাহের চুক্তিভঙ্গে ii. আর্থিক ক্ষতি পোষাতে
iii. মানহানির দাবিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii (ঘ)
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৯৭. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ চরিত্রের জন্য প্রযোজ্য– [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৬]
i. চুলকাঁচা, গোঁফপাকা, সুপুরুষ
ii. চুপচাপ, চুলকাঁচা, ভাষাআঁট
iii. সুপুরুষ, চুপচাপ, চুলপাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii (ক)
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৮. আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম– উক্তিটি থেকে বোঝা যায় অনুপম— [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা–২০১৯]
i. প্রতিবাদহীন ii. বিবেকবোধহীন
iii. বাক্‌স্বাধীনতাহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (খ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৯. প্রজাপতি হলেন— [ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
i. ব্রহ্মা
ii. জীবের স্রষ্টা iii. বিয়ের দেবতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ঘ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০০. রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্য হলো– [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
i. পণপ্রথার কুফল
ii. প্রচলিত শিক্ষার অসারতা
iii. মানবিক সম্পর্কের স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ক)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০১. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করার কারণ– [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
i. বিবাহ ভঙ্গ ii. নারীর প্রতি মমত্ববোধ
iii. মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii (ঘ)
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০২. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' – শম্ভুনাথ বাবুর উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া–২০১৮]
i. আত্মসম্মানবোধ ও অহংকার
ii. দৃঢ়চেতা মানসিকতা ও দুঃসাহস
iii. বুদ্ধিমত্তা ও আত্মসম্মানবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (গ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৩. কন্যার রূপ–গুণে বিনুদাদা বলেছিলেন– [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা–২০১৮]
i. মন্দ নয় হে
ii. খাঁটি সোনা হে
iii. খাঁটি সোনা বটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (খ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৪. অনুপম কানপুরে চলে এসেছে– [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা–২০১৮]
i. কল্যাণীর আকর্ষণে
ii. মামার নিষেধ অমান্য করে
iii. মাতৃ–আজ্ঞা ঠেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ঘ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৫. পণ্ডিতমশাই অনুপমকে তুলনা করতেন– [নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ –২০১৮]
i. শিমুল ফুলের সাথে
ii. মাকাল ফলের সাথে
iii. আমড়া কাঠের ঢেঁকির সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ক)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৬. অনুপম চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা হলো– [কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
i. ব্যক্তিত্বহীন
ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন
iii. অমেরুদণ্ডী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii (ঘ)
গ i ও ii ঘ i ও iii

২০৭. সাতাশ বছরের জীবনটা বড় নয়– [ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর–২০১৮]
i. দৈর্ঘ্যের হিসাবে ii. গুণের হিসাবে
iii. তাৎপর্যের হিসাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ক)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৮. কন্যার পিতা মাত্রই স্বীকার করবেন অনুপম সৎপাত্র, কেননা– [রায়পুর রুস্তম আলী ডিগ্রি কলেজ–২০১৮]
i. অনুপম তামাক খান না
ii. নিতান্ত ভালো মানুষ
iii. কলেজে পুরস্কার পাওয়া ছাত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ক)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. 'ঠাট্টার সম্পর্কটিকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই' শম্ভুনাথবাবুর এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে– [ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ–২০১৭]
i. আত্মীয়তা না করার দৃঢ়তা
ii. বরযাত্রীদের বিদায় হওয়ার নির্দেশ
iii. নিজের সম্মান ও আভিজাত্যবোধ রক্ষা

www.abswer.com

www.abswer.com

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২১০. 'এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা'– 'অপরিচিতা' গল্পের এ–উক্তির মধ্য দিয়ে কল্যাণী চরিত্রের কোন দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা –২০১৭]
i. আত্মমর্যাদা
ii. স্বশিক্ষা
iii. ব্যক্তিত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (খ)

২১১. 'ফাল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।'— এই উক্তিতে অনুপমের মামার যে স্বভাব–বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর–২০১৭]
i. দায়–দায়িত্ব পালনে তার প্রধান ভূমিকা
ii. দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তার সীমাহীন উদাসীনতা
iii. অন্যকে শোষণের মাধ্যমে নিজের স্বার্থসিদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ ii ও iii (ক)

২১২. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফল বলার মধ্যে অনুপমের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
i. দৈহিক সৌন্দর্য ii. অন্তঃসারশূন্যতা
iii. বিদ্রূপমূলক মানসিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

২১৩. "আমি হরিশকে বলিলাম, একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"– কথাটিতে অনুপম চরিত্রের প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য হলো– [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
i. লাজুকতা ii. ব্যক্তিত্বহীনতা
iii. মত প্রকাশের ব্যর্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২১৪. অন্নপূর্ণা হলেন–[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ–২০১৭]
i. দেবী দুর্গা
ii. দেবী সরস্বতী
iii. শিবের পত্নী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

২১৫. কল্যাণীর বাবা মানুষ হিসেবে ছিলেন–
i. স্বশিক্ষিত
ii. মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন
iii. সংস্কারমুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ও ii iii (গ)

২১৬. 'অপরিচিতা' গল্পটিতে আমরা পরিচিত হই–
i. এক পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধের সাথে
ii. এক নারীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাথে
iii. পরিবারতন্ত্রের নির্মমতার সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২১৭. বয়স বেশি হলেও অনুপমের মামা কল্যাণীকে পছন্দ করলেন। কারণ–
i. পণের পরিমাণ বেশি হবে
ii. বাবার একমাত্র কন্যা
iii. কল্যাণী রূপসী ও গুণবতী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২১৮. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রটিকে বিশেষায়িত করা যায় –
i. ব্যক্তিত্বহীন যুবক হিসেবে
ii. আত্মোপলব্ধিতে দগ্ধ পুরুষ হিসেবে
iii. সৌন্দর্যপ্রিয় পুরুষ হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২১৯. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে–
i. দেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ
ii. অপরূপ সৌন্দর্যের স্ফুরণ
iii. পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

২২০. বিয়ের লগ্নে কন্যা সম্প্রদান থেকে বিরত থেকে শম্ভুনাথ সেন –
i. লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করেছেন
ii. নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন
iii. পরিবারতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

২২১. কর্মীর ভূমিকায় কল্যাণীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে –
i. নতুন নারীর আগমনীবার্তা
ii. নারীর আত্মনির্ভরতা
iii. নারীর সৌন্দর্যপ্রিয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

২২২. অনুপমের দৃষ্টিতে কল্যাণী ছিল–
i. রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জুরীর মতো
ii. সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি iii. নির্মল দীপ্তিসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ঘ)

২২৩. বিয়ে ভাঙার পরে কল্যাণী –
i. সরকারি উচ্চ পদে চাকরি নেয়
ii. দেশ সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে
iii. অশিক্ষিত মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলে

www.abswer.com

www.abswer.com

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৪. 'থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাইরে আছেন মামা।'– অনুপমের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার–
i. অক্ষমতা ii. নির্ভরতা
iii. কাপুরুষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম জন্মান্তরে প্রত্যাশা করেছে –
i. নিজের মুখের স্বরূপ
ii. কল্যাণীর সান্নিধ্য
iii. পণ্ডিতমশায়ের বিদ্রূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii খ
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৬. কল্যাণীর চরিত্রে ফুটে উঠেছে –
i. পিতার প্রতি শ্রদ্ধা
ii. ব্যক্তি স্বাধীনতা
iii. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৭. কল্যাণীর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন, অনুপম শিক্ষিত ছেলে হলেও সে –
i. বাকস্বাধীনতাহীন
ii. ব্যক্তিত্ববর্জিত
iii. ভীরু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৮ ও ২২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
[বরিশাল বোর্ড–২০১৯]

শাওনের বিয়ে চূড়ান্ত হয় অন্যার সাথে। যৌতুকের দাবি পূরণ না হওয়ায় মোতালেব সাহেব ছেলের বিয়ে ভেঙে দিতে চান। বাবার অন্যায় আবদার শাওন মানতে নারাজ। সে যুক্তি দিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে যৌতুক না নিয়েই অন্যাকে বিয়ে করে।

২২৮. মোতালেব সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের ইঙ্গিতবহ?
ক হরিশ খ বিনুদা গ
গ মামা ঘ শম্ভুনাথ

২২৯. শাওনের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে অনুপমের বিয়েটা টিকে যেত?
i. সাহসিকতা
ii. ব্যক্তিত্ব
iii. গভীর ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ক
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩০ ও ২৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
[যশোর বোর্ড–২০১৯]

স্বাতী সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল নারী। বিয়ের পর শ্বশুর ও শাশুড়ির চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। শ্বশুর–শাশুড়ির ধারণা চাকরিজীবী বউ অহংকারী হয়। তারা সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল নয়।

২৩০. অপরিচিতা' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের স্বাতীর বৈসাদৃশ্য কোথায়?
ক নারীর প্রতি বৈষম্যে খ আপোষহীনতায় গ
গ আপোষকামিতায় ঘ স্বার্থসিদ্ধিতে

২৩১. উদ্দীপকের শ্বশুর–শাশুড়ির মানসিকতার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন উক্তিটির মিল রয়েছে?
ক আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়াই আসিবে ক
খ বেহাই সম্প্রদায়ের আর যাই থাক তেজ থাকাটা দোষের
গ অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া আমার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।
ঘ ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩২ ও ২৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
[সকল বোর্ড–২০১৮]

আদিব ও শাফিক দুই বন্ধু। আদিব অহংকারী, নির্জীব, পৌরুষশূন্য। অন্যদিকে শাফিক উচ্ছল, রসিক। শাফিক যে কোনো পরিবেশে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়। সে হয়ে ওঠে আলোচনার মধ্যমণি।

২৩২. উদ্দীপকের শাফিক 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?
ক অনুপম খ হরিশ খ
গ বিনু ঘ শম্ভুনাথ

২৩৩. কোন কারণে উদ্দীপকের আদিব ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. অহমিকায়
ii. নিস্পৃহতায়
iii. মেরুদণ্ডহীনতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
[কুমিল্লা বোর্ড–২০১৭]

একদল শ্রমজীবী নারী–পুরুষ লঞ্চে করে গ্রামে যাচ্ছিল ঈদের ছুটিতে। বিত্তবান মোহিত সাহেব স্ত্রী–সন্তান এবং আত্মীয়–পরিজন নিয়ে লঞ্চে উঠলে লঞ্চ কর্মীরা শ্রমজীবীদের সিটগুলো ছেড়ে দিতে বলে। অনেকেই ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের সিটে দৃঢ়ভাবে বসে থাকে গৃহকর্মী হালিমা।

২৩৪. উদ্দীপকের হালিমা 'অপরিচিতা' গল্পের কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ক উকিল খ কল্যাণী
গ অনুপম ঘ শম্ভুনাথ খ

২৩৫. উদ্দীপকে উঠে আসা 'অপরিচিতা' গল্পের প্রসঙ্গ হলো—
i. প্রতিবাদ
ii. শ্রেণিবৈষম্য
iii. ধর্মীয় উৎসব যাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩৬ ও ২৩৭ নং প্রশ্নের দাও :
[সিলেট বোর্ড–২০১৭]

বাংলাদেশের অনেক পরিবার যৌতুকের জন্য পুত্রবধূকে নির্যাতন করে। এমনই নির্যাতনের শিকার মমতা। মমতা তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু স্বামীর পরিবারের লোকজন তো দূরের কথা তার স্বামীই কিছু বুঝতে চায় না। তাই মমতা বাধ্য হয়ে স্বামী সংসার ত্যাগ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করে।

www.abswer.com

www.abswer.com

২৩৬. উদ্দীপকের মমতা তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক মাসি খ পিসি গ কল্যাণী ঘ আহ্লাদি (গ)

২৩৭. প্রতিনিধিত্বের কারণ–
i. প্রতিবাদী মানসিকতা
ii. পেশাগত জীবন
iii. বৈবাহিক অবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii (ক)

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩৮ ও ২৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:—
[দিনাজপুর বোর্ড–২০১৭]
রামসুন্দর বাবু বনেদি ঘর পেয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে সে বর পক্ষ থেকে দাবিকৃত দেনা–পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মহা সাড়ম্বরে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে।

২৩৮. উদ্দীপকের রামসুন্দর বাবুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈসাদৃশ্য রয়েছে?
ক হরিশ খ শম্ভুনাথ (খ)
গ বিনু ঘ মামা

২৩৯. উদ্দীপকে ও 'অপরিচিতা' গল্পে ফুটে উঠেছে—
i. কুসংস্কার ii. যৌতুক প্রথা
iii. প্রতিবাদ চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii (খ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২৪০ ও ২৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা–২০১৯]
যৌতুক প্রতিরোধে পুরুষকে অর্থলোভ ত্যাগ করে মানবিক ও উদার হতে হবে। নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২৪০. উদ্দীপকের নারী শিক্ষার প্রসারের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কযুক্ত?
ক অনুপম খ মামা (গ)
গ কল্যাণী ঘ শম্ভুনাথ

২৪১. 'অর্থলোভ ত্যাগ করে মানবিক ও উদার হতে হবে'– উদ্দীপকের এ বক্তব্য 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের ক্ষেত্রে উপদেশমূলক?
ক মামা খ হরিশ (ক)
গ কল্যাণী ঘ অনুপম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪২ ও ২৪৩৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
'আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুশি মেয়েকে লইয়া যাইতে পরিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।'

২৪২. উদ্দীপকের শ্বশুরের বক্তব্য 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ চরিত্রের কোন কথায় প্রকাশিত?
ক সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে (খ)
খ ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন
গ তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই
ঘ একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে

২৪৩. উদ্দীপকের বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কোন দিক ফুটে উঠেছে?
ক তেজ খ জেদ (গ)
গ ব্যক্তিত্ব ঘ ক্ষুব্ধতা

উদ্দীপকটি পড়ে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা–২০১৮]
'তবু বুড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিয়ে দিলেন তাহার বড় কারণ, মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়।"

২৪৪. উদ্দীপকের পিতার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক অনুপম খ পিতা (গ)
গ মামা ঘ মা

২৪৫. উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে–
i. লোভী মানসিকতা
ii. সমাজে প্রচলিত যৌতুকপ্রথা
iii. বেশি বয়সের মেয়ের বিয়ের প্রচলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ক)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪৬ ও ২৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা–২০১৮]
যৌতুক প্রতিরোধে পুরুষকে অর্থলোভ ত্যাগ করে মানবিক ও উদার হতে হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২৪৬. উদ্দীপকের নারীশিক্ষার প্রসারে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটির কার্যক্রম সম্পর্কযুক্ত?
ক অনুপম খ কল্যাণী (খ)
গ হরিশ ঘ শম্ভুনাথ

২৪৭. উক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলা যায় চরিত্রটি –
i. দৃঢ়চেতা ii. সাহসী
iii. মহৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (ঘ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪৮ ও ২৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ট্রেনের টিটি রিটনের কাছ থেকে বেশি টাকা দাবি করে। রিটন এ নিয়ে টিটির সাথে বাদানুবাদ করে। টিটি নকল টিকিট বের করলে রিটন ছিঁড়ে ফেলে দেয়। [আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিং–২০১৮]

২৪৮. রিটন ও কল্যাণীর মাঝে কোনটি ফুটে উঠেছে—
ক প্রতিবাদ খ সংকোচ (ক)
গ লজ্জা ঘ দ্বিধা

২৪৯. রিটনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে?
i. অনুপমের ii. অপরিচিতার
iii. কল্যাণীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii (গ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫০ ও ২৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইতোমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল কেনাবেচা–দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।
[সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজ, নওগাঁ–২০১৮]

২৫০. 'অপরিচিতা' গল্পের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি?
ক কল্যাণী খ শম্ভুনাথ (গ)
গ অনুপম ঘ হরিশ

২৫১. উদ্দীপকের পিতৃদেব 'অপরিচিতা' গল্পের কাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক মা খ পিতা (ঘ)
গ শম্ভুনাথ বাবু ঘ মামা

www.abswer.com

www.abswer.com

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫২ ও ২৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
'ঘরে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া-পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫২. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক আমার পথ খ অপরিচিতা (খ)
গ মাসি-পিসি ঘ নেকলেস

২৫৩. উদ্দীপকে বর্ণিত কোন অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে?
ক বিক্ষুব্ধ বেদনা (খ)
খ না পাওয়ার বেদনা
গ পেয়েও না পাওয়ার বেদনা
ঘ উপেক্ষিত হওয়ার বেদনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫৪ ও ২৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'আমার বলার কিছু ছিল না
চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে
আমার বলার কিছু ছিল না' [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা-২০১৭]

২৫৪. উদ্দীপকের প্রথম চরণে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?
ক অনুপম খ কল্যাণী (ক)
গ শম্ভুনাথ ঘ হরিশ

২৫৫. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মূলসুর হলো–
ক প্রেম খ বিরহ (খ)
গ স্বীয় ব্যর্থ চিন্তা ঘ আবেগপ্রবণতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫৬ ও ২৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাবার মোটা টাকার যৌতুকের দাবির কারণে সবুজের বিয়ে ভেঙে যেতে বসলো। পিতার অনুগত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সবুজ শেষ পর্যন্ত বিনা যৌতুকে রথীকে বিয়ে করে আনলো। [ঢাকা বোর্ড-২০১৭]

২৫৬. উদ্দীপকের সবুজের বাবার আচরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করায়?
ক মা খ মামা (খ)
গ শম্ভুনাথ ঘ উকিল

২৬৭. উদ্দীপকের সবুজের কোন বৈশিষ্ট্য 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে থাকলে তার বিয়ে ভাঙতো না?
ক দৃঢ়তা খ বলিষ্ঠতা (ঘ)
গ সাহসিকতা ঘ ব্যক্তিত্ববোধ

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫৮ ও ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না।'
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর-২০১৭]

২৫৮. 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটি উদ্দীপকের বক্তব্যকে সমর্থন করে?
ক অনুপম খ অনুপমের মা (ক)
গ অনুপমের মামা ঘ কল্যাণী

২৫৯. নিচের কোন বাক্যটি উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল
খ শিশুকালে আমি কোলে-কোলেই মানুষ; বোধ করি সেই জন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না (খ)
গ পণ্ডিত মশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন
ঘ ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাটি নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালো মানুষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬০ ও ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ-২০১৭]
"ঘরেতে এলো না সে তো
মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

২৬০. উদ্দীপকের 'সে' 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ –
i. উভয়েরই বিয়ে হয়নি ii. উভয়ে একই ধর্মের
iii. উভয়ে ভালো গান গায়
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i খ ii (খ)
গ iii ঘ i ও iii

২৬১. উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মাথায় ঘুরপাক খায়?
ক মামা খ রশিক (গ)
গ অনুপম ঘ শম্ভুনাথ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬২ ও ২৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা-২০১৭]
আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন, সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়াছিল। – হৈমন্তী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২৬২. উদ্দীপকের গৌরীশংকরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটির কিছুটা মিল রয়েছে?
ক কল্যাণী খ শম্ভুনাথ (খ)
গ মামা ঘ হরিশ

২৬৩. উদ্দীপকের 'আমি' ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম –
i. একই পরিস্থিতির শিকার
ii. ভিন্ন সমাজের প্রতিনিধি iii. বিবেক বোধহীন মানুষ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক i খ ii (গ)
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা-২০১৭]
বিবাহসভায় দেনা-পাওনা নিয়ে তুমুল বাকযুদ্ধ চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে পাত্রের স্বার্থে এই মহাযুদ্ধ সে-ই বলে বসল, 'আমি কিছু চাই না, বউ নিতে এসেছি, শুধু তাকে নিয়েই ফেরত যাব'। কনের বাবার চোখ যেন স্নেহের অশ্রুতে সিক্ত হলো।

২৬৪. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য কোথায়?
ক মানবিকতায় খ বরের স্বার্থে (ঘ)
গ অনুপমের ব্যক্তিত্বে ঘ সমাজব্যবস্থায়

২৬৫. উদ্দীপকে গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পায়নি?
ক বলিষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্ব খ যৌতুক প্রথা (ক)
গ অমানবিকতা ঘ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৬ ও ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিবনাথ বাবুর ধারণা যে মেয়েকে তিনি ছেলের বউ করে ঘরে তুলেছেন তার পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবী জামাতার আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাকেই পূর্ণ করবে। তাই তিনি পুত্রের বিয়ের জন্য বিচলিত হয়ে ওঠেন।

২৬৬. উদ্দীপকের শিবনাথ কোন চরিত্রের প্রতিভূ?
ক শম্ভুনাথ খ হরিশ (ঘ)
গ অনুপম ঘ অনুপমের মামা

২৬৭. শিবনাথ বাবুর মনোভাবে উক্ত চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক সরলতা খ সামাজিক মর্যাদা (ঘ)
গ আর্থিক সচ্ছলতা ঘ লোভ

www.abswer.com

www.abswer.com

উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৮ ও ২৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ–২০১৭]

চাহিদামত স্বর্ণালঙ্কার না আনায় আমেনার বাবা আলী মহাজন বরযাত্রীকে খাবার–দাবার খাইয়ে বিয়ের আসর থেকে বিদায় করে দিলেন।

২৬৮. উদ্দীপকের আলী মহাজনের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর সাদৃশ্য রয়েছে–

i. মানসিকতার দিক থেকে ii. আপ্যায়নের দিক থেকে

iii. বরপক্ষকে তাড়িয়ে দেয়ার দিক থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii (গ)

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৯. যে বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকের আলী মহাজনকে শম্ভুনাথ বাবু থেকে পৃথক করেছে–

i. মতাদর্শ

ii. লোভ

iii. স্বার্থপরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii (ঘ)

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নের 'ক' নং (জ্ঞানমূলক) অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়? [সিলেট বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকায়।

২. অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল? [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৯; সিলেট বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : অনুপমের বাবার পেশা ছিল ওকালতি।

৩. কোন কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'? [যশোর বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : গায়েহলুদের বাহকদের বিদায় করতে কনেপক্ষকে যে নাকাল হতে হবে, সে কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'।

৪. 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়? [রাজশাহী বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েক বড়।

৫. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী? [চট্টগ্রাম বোর্ড, রাজশাহী বোর্ড, বরিশাল বোর্ড–২০১৮]

উত্তর : অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম বিনু।

৬. 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ কী? [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

৭. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো? [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বিনুদাদাকে পাঠানো হয়েছিল।

৮ বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে? [সিলেট বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে।

৯ 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে গঙ্গাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে? [বরিশাল বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পে গল্পকথক অনুপমকে গঙ্গাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে।

১০. কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে? [রাজশাহী বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : অনুপমকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

১১. 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল? [যশোর বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল।

১২. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল? [ঢাকা বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

১৩. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল? [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেন পেশায় ডাক্তার ছিলেন।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন স্থানে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়া শিলাইদহে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৫. কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? [রাজশাহী বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

১৬. কল্যাণীর সাথে কয়টি মেয়ে ছিল? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর–২০১৯]

উত্তর : কল্যাণীর সাথে দু–তিনটি ছোট ছোট মেয়ে ছিল।

১৭. কোন বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল? [হাজী লালমিয়া সিটি কলেজ, গোপালগঞ্জ–২০১৯]

উত্তর : বসন্তের বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল।

১৮. অনুপমকে কে আশীর্বাদ করেন? [ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা–২০১৯]

উত্তর : অনুপমকে শম্ভুনাথ সেন আশীর্বাদ করেন।

১৯. অনুপমের মা কেমন ঘরের মেয়ে ছিলেন?

উত্তর : অনুপমের মা গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন।

২০. 'অপরিচিতা' গল্পের লেখক কে? [সরকারি নূর নাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদাহ–২০১৯]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১. অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে কিসের কোনো বিরোধ নেই? [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা–২০১৮]

উত্তর : অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নেই।

২২. বিয়ে উপলক্ষে কনে পক্ষকে কোথায় আসতে হয়েছিল? [ঢাকা কলেজ–২০১৮]

উত্তর : বিয়ে উপলক্ষে কনে পক্ষকে কলিকাতায় আসতে হয়েছিল।

২৩. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকার নাম কী? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ–২০১৮]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকার নাম কল্যাণী।

www.abswer.com

www.abswer.com

২৪. রস দিয়ে বর্ণনা করার শক্তি ছিল কার? [রাজউক সরকারি কলেজ–২০১৮]
উত্তর : রস দিয়ে বর্ণনা করার শক্তি ছিল হরিশের।

২৫. ধনীর কন্যা কার পছন্দ নয়? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ–২০১৮]
উত্তর : ধনীর কন্যা অনুপমের মামার পছন্দ নয়।

২৬. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী? [রংপুর সরকারি কলেজ–২০১৯; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ–২০১৮]
উত্তর : 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ হলো 'সন্ধ্যা'।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম কী? [নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী–২০১৮]
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম 'মুসলমানীর গল্প।'

২৮. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পুরুষে বর্ণিত হয়েছে? [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ–২০১৮]
উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে।

২৯. অনুপমের আসল অভিভাবক কে ছিলেন? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা–২০১৯]
উত্তর : অনুপমের আসল অভিভাবক ছিলেন তার মামা।

৩০. 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম কী? [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া–২০১৮]
উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পের গল্পকথকের নাম অনুপম।

৩১. মনুসংহিতা কী? [মিরপুর ক্যান্টঃ পাবঃ স্কুল ও কলেজ, ঢাকা–২০১৯]
উত্তর : মনুসংহিতা হলো মনু প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।

৩২. অনুপমের বিয়ের ঘটক কে ছিলেন? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা–২০১৭]
উত্তর : অনুপমের বিয়ের ঘটক ছিলেন তার বন্ধু হরিশ।

৩৩. শম্ভুনাথ সেনের বয়স কত? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ–২০১৬]
উত্তর : শম্ভুনাথ সেনের বয়স চল্লিশের এপারে বা ওপারে।

৩৪. সেকরার হাতে শম্ভুনাথ কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?
উত্তর : সেকরার হাতে শম্ভুনাথ একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

৩৫. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করতেন?
উত্তর : অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করতেন।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিশ শতকের গল্পে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিশ শতকের গল্পে সমাজ জীবনের বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে।

৩৮. কল্যাণীর বাবার নাম কী?
উত্তর : কল্যাণীর বাবার নাম শম্ভুনাথ সেন।

৩৯. বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স কত ছিল?
উত্তর : বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স ছিল পনেরো বছর।

৪০. 'লগ্ন' কী?
উত্তর : হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের সময়ই হলো লগ্ন।

৪১. 'অন্নপূর্ণা' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'অন্নপূর্ণা' শব্দের অর্থ অন্নে পরিপূর্ণা।

৪২. 'অন্তঃপুর' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'অন্তঃপুর' শব্দের অর্থ অন্দরমহল।

৪২ 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'সওগাদ' শব্দের অর্থ উপঢৌকন।

৪৩. 'অভ্র' কী?
উত্তর : 'অভ্র' হলো এক ধরনের খনিজ ধাতু।

৪৪. এয়ারিং কী? [ঝালকাঠি সরকারি কলেজ–২০১৯]
উত্তর : এয়ারিং হচ্ছে কানের দুল।

৪৫. হরিশ ছুটি কাটাতে কোথায় গিয়েছিল?
উত্তর : হরিশ ছুটি কাটাতে কলকাতায় গিয়েছিল।

৪৬. অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর : অনুপমের মামার জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল তিনি কারো কাছে ঠকবেন না।

৪৭. কল্যাণীকে কার ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল?
উত্তর : কল্যাণীকে অনুপমের ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল।

৪৮. 'গজানন' কে?
উত্তর : 'গজানন' হচ্ছে দেবতা গণেশ।

৪৯. নম্রতার সাথে বরযাত্রীদের অভিষিক্ত করেছিল কে?
উত্তর : নম্রতার সাথে শম্ভুনাথ বাবুর উকিল বন্ধু বরযাত্রীদের অভিষিক্ত করেছিল।

৫০. 'অপরিচিতা' বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে?
উত্তর : 'অপরিচিতা' বলতে গল্পের নায়িকা কল্যাণীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৫১. 'অপরিচিতা' গল্পে কার কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর ছিল?
উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর ছিল।

৫২. ট্রেনে ওঠার জন্য অনুপমের মাকে কে সহায়তা করেছিল?
উত্তর : ট্রেনে ওঠার জন্য অনুপমের মাকে কল্যাণী সহায়তা করেছিল।

৫৩. অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট কে?
উত্তর : অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট হলেন তার মামা।

সৃজনশীল প্রশ্নের 'খ' নং (অনুধাবনমূলক) অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. "এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।" —ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৯; যশোর বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে কল্যাণীর পাশে একটু জায়গা পাওয়ায় অনুপমের স্বস্তির তৃপ্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও অনুপমের মামার গুরুতর অসদাচরণে বিয়ে ভেঙে যায়। অনুপম কল্যাণীর দেখা এক মুহূর্তের জন্যও পায়নি। যে দিন থেকে কল্যাণীর নাম শুনেছে সেদিন থেকে অনুপম তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। সবশেষে রেল স্টেশনে কল্যাণীকে দেখে অনুপম তার কণ্ঠ ও রূপ মাধুর্যে অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু কল্যাণী নারী সেবার ব্রত নিয়ে বিয়ে না করার পণ করে। তাই অনুপম প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষটির কাছে থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে। আর এই স্থানই তার কাছে পরম তৃপ্ততার।

২. "মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর" —উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [যশোর বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : অনুপমের জন্য তার মামার বিস্তর পণসমেত দাসীরূপী কনে পাওয়ার অভিপ্রায় বোঝাতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

অনুপমের মামা ভাগনের জন্য এমন কনে আনতে চান, যে ধনীর কন্যা নয়, কিন্তু যার বাবা পণ হিসেবে টাকা দিতে কসুর করবে না। এতে করে তাকে শোষণ করা চলবে, কিন্তু কোনো কিছুতেই প্রতিবাদ

www.abswer.com

www.abswer.com

করবে না। ধনীর কন্যা হলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে। তাই মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই অনুপমের মামার কাছে অধিক গুরুতর।

৩. 'তারপর বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।' —বুঝিয়ে লেখ। [সিলেট বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : অনুপম কল্যাণীর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলেছে।

অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সেই বিয়ে ভাঙার পর থেকে কল্যাণী পণ করেছে কোনো দিন বিয়ে করবে না। দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রতে কল্যাণী ত্যাগ করেছে জাগতিক মোহ। দেশমাতার সেবায় মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার এই প্রতিজ্ঞা থেকে কেউ তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেনি। কল্যাণীর এভাবে মাতৃভূমির চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়া প্রসঙ্গে অনুপম প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছে।

৪. "একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ" — এই কথার অর্থ বুঝিয়ে দাও। [রাজশাহী বোর্ড–২০১৯]

উত্তর : প্রশ্নোক্ত কথাটি দিয়ে কল্যাণীর জন্য সুযোগ্য বর খুঁজে পেতে তার বাবার ক্রমাগত অপেক্ষার কথা বোঝানো হয়েছে।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে কনের বয়স পনেরো হওয়াটা সন্দেহের বিষয়বস্তু ছিল। কনের বংশে নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে, এমনটাই ভাবা হতো তখন। যখন জানা গেল অনুপমের পাত্রীর বয়স পনেরো, তখন স্বভাবতই বরপক্ষের কপালে ভাঁজ পড়ল। আদতে বিষয়টা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সুযোগ্য বর খুঁজে পাওয়াটা কঠিন, তারপরে কনের বাবা খুব জেদি স্বভাবের মানুষ। তাই তিনি কেবলই অপেক্ষা করে চলেছেন। এদিকে কনের বয়স বেড়েই চলেছে। এ বিষয়টি বোঝাতেই 'ধনুক-ভাঙা পণ' এর কথা অবতারণা করা হয়েছে।

৫. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড, রাজশাহী বোর্ড, বরিশাল বোর্ড–২০১৮; ঢাকা বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' কথাটি দ্বারা অনুপম নিজেকে সুবোধ বালক হিসেবে ব্যক্ত করেছে।

জগতে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের বয়স বাড়লেও ছেলেমানুষী ভাব দূর হয় না। নিজের জগৎটা ঘরের অন্দরেই থেকে যায়। পিতৃহারা অনুপম ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে মানুষ হয়েছে। সংসারে প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না। সে কোলে কোলেই মানুষ হয়েছে। এজন্য পরিণত বয়সেও সে কোলের শিশুর মতো রয়ে গেছে। বিয়ের জন্য এ ধরনের বালকসুলভ আচরণ যথোপযুক্ত নয়। এজন্য সুবোধ বালকের এ গুণটিকে ব্যঙ্গ করে অনুপম আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছে। অর্থাৎ গজাননের কোলের ভাই যেমন যুদ্ধ সৈনিক হতে পারে না, তেমনি আলোচ্য উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, অনুপমও বিয়ের জন্য সুপাত্র নয়, মানুষ হিসেবে সুবোধ বালক মাত্র।

৬. অনুপমের মামার মন কীভাবে নরম হলো? [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : হরিশের সরস রসনার গুণে অনুপমের মামার মন নরম হলো।

বন্ধু হরিশের কাছে সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পেয়ে অনুপমের মন বিয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শুভ কাজ সম্পাদনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার মামা। অতি সাবধানী ও চতুর স্বভাবের এই ভদ্রলোকটি ভাগ্নের বিয়েতে কতিপয় শর্ত জুড়ে দেন। এত কিছু মেনে অনুপমের জন্য পাত্রী পাওয়াই দুরূহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হরিশের মুখে পাত্রীপক্ষের বর্ণনা শুনে অনুপমের মামা বিয়েতে মত দেন। মূলত হরিশের বাক চাতুর্যের কারণেই এই আপাত অসম্ভব কাজটি সমাধা হয়েছিল।

৭. অনুপমের মামা স্যাকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : গহনা আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে স্যাকরাকে সঙ্গে এনেছিলেন।

মামার লক্ষ্য ছিল তিনি কোনোভাবেই কারোর কাছে ঠকবেন না। কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেনের কথাবার্তায় মামা কোনোভাবেই তার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেননি। কল্যাণীর বিয়েতে বাবা নগদ পণের সাথে গহনা দিতে চান। এসব গহনা খাঁটি কিনা বা মেয়ের বাবা বরপক্ষকে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মামা স্যাকরাকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসেন।

৮. "আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।"– বাক্যটির তাৎপর্য কী? [সিলেট বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : আলোচ্য বাক্যটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে অনুপমের ক্ষেত্রে বিয়ের দেবতার সাথে কোনো অশুভ শক্তির বিরোধ নেই।

মানুষ সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে ভাগ্য দেবতাকে বিশ্বাস করে। কোনো ক্ষেত্রে জীবনানুভূতির সাথে ভাগ্য দেবতার মিল খুঁজে পেলে তাকে শুভলক্ষণ মনে করে। অনুপমের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে। বিশ্বস্ত বিনুদাদা অনুপমের জন্য পাত্রী দেখে এসে পাত্রীর প্রশংসা করে। এ কারণে অনুপমের কাছে মনে হয় বিয়ের দেবতা তার দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছেন। এখন জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার ক্ষেত্রে পঞ্চশর বা মদন দেবতার কোনো অশুভ দৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এ জন্য আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা অনুপম বুঝাতে চেয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে তার কোনো বাধা নেই। সৌভাগ্যই তার সঙ্গী হতে যাচ্ছে।

৯. "ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই"— ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : অনুপম নিজের ভালোমানুষির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছে।

অনুপম একজন নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিরোধী মানুষ। কখনো গুরুজনের আদেশ অমান্য করেনি, অন্তঃপুরের শাসনের বাইরে যায়নি। তার কাছে অসৎ মানুষ হওয়াটা ঝামেলাপূর্ণ মনে হয়। কেননা অসৎ ব্যক্তিদের নানা ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয় যা তার ধাতে সয় না। এর চেয়ে অভিভাবকের নির্দেশ মেনে ভালোমানুষ হওয়াটা সহজ মনে হয় তার কাছে। আর এ কারণেই সে নিতান্ত ভালোমানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে বলে দাবি করে।

১০. 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন' –বুঝিয়ে দাও। [সিলেট বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন' –বক্তব্যটি এক আত্মাভিমানী পিতৃহৃদয়ের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

বিয়ের আসরে বরপক্ষের লোভী ও হীন মানসিকতায় কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ যেন যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। যৌতুকলোভী বরের মামা কনের স্বর্ণ পরীক্ষার জন্য বিয়ের দিনই স্বর্ণকার নিয়ে আসে, যা তার নিচু মানসিকতার পরিচায়ক। এমন সংকীর্ণচেতা পরিবারে কন্যা সম্প্রদানে শম্ভুনাথ বাবুর মন সায় দেয় না। নিতান্তই শান্ত প্রকৃতির হওয়ায় তিনি ধীর, চঞ্চলতাশূন্য ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বরপক্ষকে বিদায় হতে

www.abswer.com

www.abswer.com

বললে বরের মামা ঠাট্টা করা হচ্ছে কিনা জানতে চায়। আর তখনই কল্যাণীর বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

১১. 'কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র'–কেন? [রাজশাহী বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : বিয়ের পাত্রের যে সব গুণ থাকা উচিত তার সবগুলো গুণই অনুপমের মধ্যে ছিল বলে সে একজন সৎপাত্র।

সমাজের দৃষ্টিতে বিবাহযোগ্য পাত্রের ভালোমানুষ হওয়াটা খুব প্রয়োজন। ভালো মানুষ বলতে কোনো খারাপ গুণ না থাকাকে বোঝায়। অপু মায়ের শাসনে বেড়ে ওঠা এমনই একজন ভালো মানুষ। তার চরিত্রের এই দিকটি বিবেচনায় কন্যার পিতার নিকট অনুপম একজন সৎপাত্র।

১২. কল্যাণীর 'মাতৃআজ্ঞা'র ধরন আলোচনা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৬]

উত্তর : নারীশিক্ষার মতো মহতী উদ্যোগকে ব্রত হিসেবে নেয়াই কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার ধরন।

কল্যাণীর 'মাতৃআজ্ঞা' মূলত দেশমাতারই আজ্ঞা। দেশের প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কর্তব্য থাকে। কল্যাণী এই কর্তব্যকেই আজ্ঞা হিসেবে পালন করেছে। বরপক্ষের শঠতার কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সে নারীশিক্ষায় ব্রতী হয়। সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা, নারীকে পণ্য করে তোলা, নারীর যৌতুক নামক ঘৃণ্যপ্রথার বলি হওয়া প্রভৃতি দেখে তার মন বিষিয়ে ওঠে। আর নারীসমাজকে এ দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে কল্যাণী সবকিছু ভুলে নিজেকে অবহেলিত নারীদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত করে। আর এসবকেই সে তার 'মাতৃআজ্ঞা' হিসেবে মাথা পেতে নিয়েছিল।

১৩. অনুপমের বিবাহ যাত্রার বর্ণনা দাও। [রাজশাহী বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : অনুপমের বিবাহ যাত্রা খুবই আড়ম্বরপূর্ণ ও কোলাহলময় ছিল।

অজস্র বরযাত্রী নিয়ে ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সার্ট বাজাতে বাজাতে বরবেশে অনুপম বিবাহ–বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। আঁটিতে হারেতে জরি–জহরাতে বরের পুরো শরীর আবৃত ছিল। অর্থাৎ অনুপমের বিবাহ যাত্রায় তাদের পরিবার যে ধনে–মানে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেটি দেখানোর আগ্রহ ছিল। তা ছাড়া ভাবী শ্বশুর যেন জামাইয়ের মূল্য নির্ধারণে ভুল না করেন সে প্রচেষ্টাও কম ছিল না। তবে অনুপমের কাছে একে সুরশূন্য কোলাহল সহযোগে তার নিজের শরীরকে গহনার দোকান সাজিয়ে নিলামে চড়ানোর মতো মনে হয়েছে। তার এমন অনুভবে এই বিবাহ যাত্রার অন্তঃসারশূন্যতাই স্পষ্ট হয়।

১৪. "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই"–উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? [বরিশাল বোর্ড–২০১৭]

উত্তর : শম্ভুনাথ সেনের কন্যা–সম্প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন প্রসঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

যৌতুকলোভী বরের মামা বিয়ের আসরেই কনের গা থেকে গহনা খুলে নিয়ে স্যাকরা দিয়ে পরীক্ষা করান। ব্যক্তিত্বরহিত বর অনুপম এমন দৃশ্য দেখেও নির্বিকার থাকে। স্বভাবতই এমন সংকীর্ণচেতা পরিবারে কন্যা–সম্প্রদানে শম্ভুনাথ বাবুর মন সায় দেয়নি। বিয়ে না পড়িয়েই তাই তিনি বরপক্ষকে বিদায় জানাতে চান। বরপক্ষ তাঁর এমন অভিপ্রায়কে ঠাট্টা হিসেবে আখ্যায়িত করলে তারাই এটি প্রথম করেছেন বলে জানিয়ে দেন শম্ভুনাথ। সেই সাথে এই ঠাট্টার সম্পর্কটাকে আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ানোর ইচ্ছে যে তাঁর নেই সেটাও জানিয়ে দেন।

১৫. 'অথচ সেই না–চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া।' কেন? [জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ–২০১৮]

উত্তর : অচেনা কণ্ঠস্বরটি অনুপমের হৃদয় মাঝে নিমেষেই চিরপরিচয়ের আসন পেতে নেয়, তাই সেই না–চেনাটুকু অতি তুচ্ছ মনে হয় তার কাছে।

অনুপমের কাছে কণ্ঠস্বর ছিল চিরকালই এক বড় সত্য। তার মতে মানুষের মধ্যে যা অন্তরতম এবং অনির্বাচনীয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই দর্পণ। মাকে নিয়ে ট্রেনে করে তীর্থযাত্রার সময় হঠাৎ অনুপম এক স্টেশনে অচেনা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল। "শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।" এই কণ্ঠস্বর অনুপমের কাছে এতটাই আপন মনে হয় যে তাকে না–চেনার দেয়ালটুকু যেন কুয়াশার মতো হালকা। সেই অচেনা কণ্ঠের অধিকারিণীকে না–দেখাটুকু তার কাছে মায়ার মতো মনে হয়।

১৬. 'জায়গা আছে' কথাটির তাৎপর্য বর্ণনা কর। [রংপুর সরকারি কলেজ–২০১৯] [ঢাকা কলেজ–২০১৮]

উত্তর : 'জায়গা আছে' কথাটি অনুপম শুনতে পায় মাকে নিয়ে ট্রেনে করে তীর্থে যাওয়ার সময়।

অনুপম একটি মেয়েকে তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বলতে শোনে "শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।" তারপর থেকে 'জায়গা আছে' কথাটি অনুপমের মনে অনুরণিত হতে থাকে। সেই সুরেলা কথা ও মধুর কণ্ঠ মনে করে সে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে জানতে পারে, এই সেই মেয়ে যার সাথে তার বিয়ে হতে গিয়েও ভেঙে গেছে। তখন থেকেই কল্যাণীর মনে একটু জায়গা পেতে মরিয়া হয়ে উঠে সে। সুবিধামতো কল্যাণীর কাজ করে তার মন জয় করার চেষ্টা করে। আর এসব করতে পেরে তার মনে হয় সে জায়গা পেয়েছে।

১৭. হরিশ কীভাবে অনুপমের মন উতলা করে দিয়েছিল? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া–২০১৮]

উত্তর : একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান দিয়ে হরিশ অনুপমের মন উতলা করে দিয়েছিল।

হরিশ অনুপমের বন্ধু। সে কানপুরে কাজ করে, ছুটিতে কলকাতায় এসেছে। কিছুদিন পূর্বেই অনুপম এমএ পাস করেছে। লেখাপড়া শেষ হওয়ায় তার তেমন কোনো কাজ নেই। এমন অবকাশের সময় হরিশ একটি সুন্দর মেয়ের সন্ধান দিয়ে অনুপমের মন উতলা করে দিয়েছিল।

১৮. 'কলি যে চার পোয়া হইয়া আসিল'–ব্যাখ্যা কর। [বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা–২০১৮]

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে কনের বাবা বিয়ে ভেঙে দিলে পাত্রপক্ষের ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

পাত্রপক্ষের অভিভাবক অনুপমের মামা বিয়ের আসরে যৌতুক নিয়ে অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচয় দেন। তিনি বারবার কনের গয়না যাচাইয়ের জন্য চাপাচাপি করলে কনের বাবা বিয়ে ভেঙে দেন। এতে পাত্রপক্ষ অত্যন্ত অপমানিতবোধ করে। বিয়ে ভেঙে দিলে কনে লগ্নভ্রষ্ট হবে এটা জেনেও কনে পক্ষ এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে যুগ পরিবর্তন হয়ে কলিকাল বুঝি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল এমন আশঙ্কা করে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে।

১৯. অনুপমের মনের কালো রঙের ধারা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল কেন? [পটুয়াখালী সরকারি কলেজ–২০১৮]

উত্তর : প্রতিশোধস্পৃহায় অনুপমের মনের কালো রঙের ধারা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল।

www.abswer.com

www.abswer.com

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ বাবু মেয়েকে অনুপমের সাথে বিয়ে দেননি। বিয়ের রাতে বরযাত্রীসহ অনুপমের মামাকে যৌতুক লোভী অমানবিক আচরণ করায় ফিরিয়ে দেন শম্ভুনাথ বাবু। প্রায় এক বছর পর কল্যাণীর বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে এবং অবসন্ন জীবন যাপনের কথা শুনে অনুপম পুলকিত হয়। কল্যাণীর বাবা পরে অনুপমের কাছে যদি আসে তাহলে তার মনে প্রতিশোধ নেওয়ার যে স্পৃহা তা যেন সাপের মতো ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেছিল।

২০. 'ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব– কার সম্পর্কে, কেন বলা হয়েছে?

[সরকারি শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল–২০১৮]

উত্তর : 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সৌন্দর্য ও মধুময় স্বভাব বৈশিষ্ট্য দেখে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম তার মাকে নিয়ে ট্রেনে করে তীর্থে যাচ্ছিল। পথে একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদলের সময় তার মাকে লক্ষ করে একটি মেয়ে বলল, 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না– এখানে জায়গা আছে।' পূর্বপরিচিত আশ্চর্যমধুর গলার স্বর শুনে অনুপম আর দেরি না করে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট থাকার পরও মাকে নিয়ে সেকেন্ড ক্লাসে ওঠে এবং মেয়েটিই কুলিদের হাত থেকে বিছানাপত্র টেনে তোলে। মেয়েটির আকর্ষণীয় সৌন্দর্য, নির্মল দীপ্ত ও সহজ–সরল কথাবার্তা, গতিময় চঞ্চলতা দেখে অনুপমের মা–ও পলকহীন চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

২১. "কল্যাণী বলে, আমি বিবাহ করিব না"– কেন?
অথবা, **কল্যাণী বিয়ে করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিল কেন?**
অথবা, **কল্যাণী বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করেছে কেন?**

[বিএন কলেজ, ঢাকা–২০১৮]

উত্তর : মাতৃভূমির সেবায় ব্রত থাকার অভিপ্রায়ে কল্যাণী বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জীবনের অন্য সব অনুষঙ্গ ত্যাগ করে মাতৃভূমিকে ভালোবেসে মানুষ জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। অতীতের সকল যাতনা ভুলে থাকতে পারে। বরপক্ষের শঠতার কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই কল্যাণী নারী শিক্ষায় ব্রতী হয়। নারী শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভূমির সেবাকে সে ধ্যান জ্ঞান মনে করে। ঘটনাচক্রে বর অনুপম তার অতীত ভুলকে শুধরে নেওয়ার জন্য কল্যাণী ও তার বাবার কাছে ক্ষমা চায় এবং পুনরায় কল্যাণীকে বিয়ের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু কল্যাণী সবকিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে অবহেলিত নারীদের শিক্ষা দানে নিয়োজিত করে। তাই দায়িত্ববোধের কারণেই কল্যাণী অনুপমের বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়।

২২. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ–২০১৮]

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা নির্জীব এবং ব্যক্তিত্বহীন অনুপমের আত্মোপলব্ধির দিকটি বোঝানো হয়েছে।

আমাদের সমাজে সুদর্শন ও শিক্ষিত বরের কদর সমধিক। এমন পাত্র কেউই হাতছাড়া করতে চায় না। বিশেষ করে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা পাত্রের খোঁজ পেলেই যে কোনোভাবে তার সাথে কন্যার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের পিতা শম্ভুনাথ সেন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছেন। পাত্র হিসেবে অনুপম শিক্ষিত এবং সুদর্শন হওয়া সত্ত্বেও নিজের আত্মসম্মানবোধ এবং নারীর সম্মান রক্ষার্থে শম্ভুনাথ সেন বিয়ের আসর থেকে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার এ নির্ভীক ভূমিকা তুলে ধরা এবং অনুপমের নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করাই আলোচ্য উক্তিটির মূল ভাবার্থ।

২৩. "শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।"– কেন অনুপম ও তার মা চমকে উঠেছিল?

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ–২০১৮]

অথবা, **কল্যাণীর নাম শুনে অনুপম ও তার মা চমকে উঠেছিল কেন?**

উত্তর : অনুপম এবং তার মা উপকার করা মেয়েটির নাম কল্যাণী শুনে চমকে ওঠে। কেননা এ মেয়ের সাথেই একসময় অনুপমের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো মানুষের অবশ্য কর্তব্য। সেক্ষেত্রে অচেনা উপকারী পূর্ব পরিচিত হলে কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীর মনে বিস্ময় জাগে। ট্রেন যাত্রী অনুপম মাকে নিয়ে যাওয়ার সময় যাত্রা সংক্রান্ত জটিলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ঠিক তখন একটি মেয়ে তাদের সাহায্য করে। মেয়েটির দায়িত্ব পালনের দক্ষতায় অভিভূত অনুপমের মা তার নাম শুনেই বুঝতে পারে এ মেয়ের সাথেই অনুপমের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থান্ধতার কারণে যে মেয়েটিকে ঘরে তুলতে পারেনি, তার সাথে এমন নাটকীয়ভাবে দেখা হওয়ায় অনুপম ও তার মা চমকে উঠেছিল।

২৪. ধনীর মেয়ে মামার পছন্দ নয় কেন?

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা–২০১৭]

উত্তর : ভাগনে বউকে সারাজীবন যেন দাসী বানিয়ে রাখতে পারে সেই বাসনায় ভাগনের বউ হিসেবে মামার ধনী কনে পছন্দ নয়।

অনুপমের পরিবারে তার মামাই সব। মামার সিদ্ধান্তে তার পরিবারের সকল কাজ হয়। সজ্ঞাত কারণে অনুপমের জন্য কনে বাছাইয়ের দায়িত্বও তার উপর বর্তায়। অনুপমের জন্য মামা তাই এমন কনে চান যে সারা জীবন নত মাথায় তাদের সকল আদেশ পালন করবে। পরিবারের সকলকে সমীহ করবে। কোনোকিছুতেই প্রতিবাদ করবে না। কখনো কোনো বিষয়ে উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু ধনী মেয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে। তাই মামা অনুপম কনে হিসেবে ধনী মেয়ে পছন্দ করেন না।

২৫. 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই'?–এই উক্তিটি শম্ভুনাথ কেন করেছিল? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা–২০১৭]

উত্তর : বিয়ের আসর থেকে বরপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে কন্যার পিতা শম্ভুনাথ আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

বরের মামার লোভী ও হীন মানসিকতা এবং বরের ব্যক্তিত্বহীনতায় শম্ভুনাথ বাবু যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত শম্ভুনাথ এহেন সংকীর্ণচেতা পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ; তাই তিনি উচ্চবাচ্য না করে তাঁর ভাব প্রকাশে ধীর চঞ্চলতাশূন্য ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী শব্দ বেছে নেন। বরপক্ষকে রীতিমতো তাড়িয়ে দিতে তিনি বলে উঠেন, 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই'?

২৬. গহনার খাদ পরীক্ষার সময় অনুপমের মামার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল কেন?

উত্তর : বরপক্ষের দেয়া সোনার একজোড়া এয়ারিংয়ে খাদ ধরা পড়ায় অনুপমের মামার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

ছল–ছাতুরি ধরা পড়লে মানুষ স্বভাবতই লজ্জা পায়। অন্যের ছল–ছাতুরি ধরতে গিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলে সেক্ষেত্রে লজ্জার সীমা থাকে না। অনুপমের বিয়ের জন্য মামা কনেপক্ষের কাছে যৌতুকের সাথে গহনা দাবি করে। কনেপক্ষ যাতে দাবিকৃত গহনায় খাদ না দিতে পারে সে জন্য মামা সেকরা দিয়ে সে গহনা পরীক্ষা করে। স্যাকরার পরীক্ষায়

www.abswer.com

www.abswer.com

কনেপক্ষের গহনা খাঁটি প্রমাণিত হলেও একজোড়া এয়ারিং এ খাদ দেখা যায় যা বরপক্ষ আশীর্বাদস্বরূপ বিয়ের পাত্রীকে দিয়েছিল। এ ঘটনায় বরপক্ষের ছল-ছাতুরি ধরা পড়ে। এ কারণে গহনার খাদ পরীক্ষার সময় অনুপমের মামার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

২৭. অনুপমের বাড়ির সবাই রেগে আগুন হয়েছিল কেন?

উত্তর : কন্যার বাপের অহংকার দেখে অনুপমের বাড়ির সবাই রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল।

মানুষ অন্যের অহংবোধের কাছে পরাজয় সহ্য করতে পারে না। রাগের মাধ্যমে নিজ অহংকার প্রকাশ যৌক্তিক বলে মনে করে। 'অপরিচিতা' গল্পে বরপক্ষ কনে পক্ষের ওপর খবরদারিকে স্বাভাবিক মনে করে। তাই বিয়ের আসরে কন্যার বাপের কন্যা সম্প্রদানে অস্বীকৃতিকে তারা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। বরপক্ষের মতে কন্যার বাবা শম্ভুনাথ বাবু মেয়ের বিয়ে না দিয়ে প্রথা বিরোধী কাজ করেছেন। শম্ভুনাথ বাবুর এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে বরপক্ষ তথা অনুপমের বাড়ির সবাই রেগে গিয়েছিল।

২৮. শম্ভুনাথ বাবু অনুপমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন না কেন?

[মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা-২০১৯]

উত্তর : অনুপমের মামার লোভী মানসিকতা ও অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ বাবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেননি।

ভাগ্নের বিয়েতে অনুপমের মামা মেয়ের বাবার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় যৌতুক বুঝে নিতে চান। তিনি যৌতুকের গয়না যাচাই করে দেখার জন্য বিয়ে বাড়িতে স্যাকরা নিয়ে হাজির হন। এতে শম্ভুনাথ বাবু অপমানিত হন। তা ছাড়া তিনি বিয়ের পাত্র অনুপমের মতামত জানতে চেয়ে লক্ষ করেন, তার নিজস্ব মতামত দেয়ার মতো ক্ষমতাও নেই। তাই নিজের আত্মসম্মান রক্ষা এবং মেয়ের কল্যাণ চিন্তা করে, শম্ভুনাথ বাবু মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান।

২৯. অনুপমের সংসারে মামাকে গর্বের সামগ্রী বলা হতো কেন?

উত্তর : স্বার্থ হাসিলে পটুতার কারণে অনুপমদের সংসারে মামা ছিলেন গর্বের সামগ্রী।

চতুর মানুষ অন্যকে ঠকিয়ে নিজেকে বিজয়ী মনে করে। চতুরতায় দক্ষতার জন্য তার গর্বের শেষ থাকে না। অনুপমের মামা ছিলেন এমনই এক চরিত্রের মানুষ। সংসারে যে কোনো বিষয়ে অন্যের সাথে দর কষাকষির প্রয়োজন হলে অনুপমের মামার ওপর সবাই আস্থা রাখত। কার্যত তার চাতুর্যের কাছে অন্যরা হার মানবেই, পরিবারের সবার এ বিশ্বাস ছিল। মামার কাছে অন্যপক্ষের ধনসম্পদ অথবা অভাবের কোনো মূল্য ছিল না। অনুপমের মামার স্বার্থরক্ষায় চাতুর্যপূর্ণ এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে সংসারে সবাই তাকে গর্বের সামগ্রী মনে করত।

৩০. অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে ঢুকে খুশি হননি কেন?

উত্তর : বিয়ে বাড়িতে সাদাসিদে আয়োজন দেখে অনুপমের মামা খুশি হতে পারেননি।

সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে অনেক সময় প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পায়। অহংকারী সামর্থ্যবানরা মহা ধুমধামে অনুষ্ঠান পালন করতে পছন্দ করে। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা ব্যান্ড, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিয়ে বাড়িতে হাজির হলেন। বিয়ে বাড়িতে ঢুকেই মামা দেখেন, কনে পক্ষের আয়োজন খুব সাধারণ মানের। বরপক্ষের বিশাল আয়োজনের কাছে বড়ই বেমানান। অভ্যর্থনা দেখে মামার মনে হয়েছে, তাদের আড়ম্বর আগমন কনেপক্ষের সাধারণ মানুষগুলো বুঝতেই পারেনি। বাড়িতে প্রবেশ করে কনে পক্ষের এ ধরনের সাধারণ আয়োজন ও নীরস উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে অনুপমের মামা খুশি হতে পারেননি।

৩১. মামার নিষেধ অমান্য করে অনুপম কেন কানপুরে গিয়েছিল?

উত্তর : কল্যাণীর প্রতি অপরিসীম প্রেমের কারণে এবং নিজের ভুলের ক্ষমা চাইতে অনুপম মামার নিষেধ সত্ত্বেও কানপুরে গিয়েছিল।

কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ে ভেঙে গেলেও অনুপম তাকে ভুলতে পারেনি। অনুপমের কল্পনার জগতের সর্বত্র বিরাজ করে কল্যাণী। কল্যাণীর রূপ-যৌবন এমনকি তার মুখের ভাষাও অনুপমের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাই সে কল্যাণীর কাছে ক্ষমা চাইতে এবং তার সাথে দেখা করার জন্য মামার নিষেধ অমান্য করেও কানপুরে গিয়েছিল।

৩২. অনুপম কেন প্রতি সন্ধ্যায় বিনুদাদার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অস্থির করে তুলত?

উত্তর : অপরিচিতা মেয়েটি সম্পর্কে জানার জন্য অনুপম প্রতি সন্ধ্যায় বিনুদাদার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অস্থির করে তুলত।

অনুপমের লেখাপড়া শেষ হওয়ায় তার তেমন কোনো কাজ ছিল না। এ অবসর সময়ে তার বন্ধু হরিশ তাকে একটি অসাধারণ সুন্দরী মেয়ের সন্ধান দেয়। আর সে মেয়েকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে সবাই মেনে নিলে অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনু তাকে আশীর্বাদ করতে যান। আর বিনুদাদার মুখ থেকে মেয়েটির সম্পর্কে জানার জন্য সে প্রতি সন্ধ্যায় দাদার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অস্থির করে তুলত।

৩৩. রেল কর্মচারীর কথায় কল্যাণী ট্রেন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কেন?

উত্তর : রেল কর্মচারীর কথা প্রতারণামূলক বুঝতে পেরে কল্যাণী ট্রেন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়।

কল্যাণী ট্রেনে ওঠার পর রেল কর্মচারী এসে জানায় এখানকার দুটি বেঞ্চ আগেই রিজার্ভ করা আছে। একথায় কল্যাণী ও অন্য যাত্রীরা টিকিটবিহীন যাত্রী হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু রেল কর্মচারীর এ তথ্য সঠিক ছিল না, কারণ কল্যাণী আগে থেকেই সিট বুকিং দিয়ে রেখেছিল। রেল কর্মচারী অবৈধ স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণীদের অন্য ট্রেনে যাওয়ার প্রস্তাব করে। এ অবস্থায় কল্যাণী রেল কর্মচারীর প্রতারণা বুঝতে পেরে নিজের নামলেখা টিকেট প্রদর্শন করে ট্রেন ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়।

৩৪. অনুপম তার বিয়ের প্রস্তাবটি বন্ধুর মাধ্যমে উত্থাপন করে কেন?

উত্তর : বাঙালি সমাজের রীতি অনুযায়ী নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজে না দিতে পেরে অনুপম বন্ধুর মাধ্যমে পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করে।

বাঙালি সমাজে বিয়ের প্রস্তাব অন্যের মাধ্যমে অভিভাবকের কাছে জানানোর প্রচলন রয়েছে। অনুপম বন্ধুর কাছে হবু স্ত্রীর প্রশংসা শুনে পুলকিত হয়। তার হৃদয় আকাশের সর্বত্র নারীরূপের মরীচিকা ভেসে ওঠে। বিয়ের জন্য মন আনচান করে ওঠে। এ অবস্থায় অনুপম বন্ধু হরিশকে বিয়ের প্রস্তাবটি মামার কাছে উত্থাপনের অনুরোধ জানায়। কারণ পিতৃহারা অনুপমের অভিভাবক ছিল মামা। তাই সহজে বোঝা যায় যে আলোচ্য উদ্ধৃতিটির মর্মকথা হলো বিয়ের প্রস্তাব তুলে ধরা।

৩৫. অনুপমের পিতা সম্পদ ভোগ করার অবকাশ পায়নি কেন?

উত্তর : পরিশ্রমী জীবন অতিবাহিত করায় অনুপমের বাবা নিজ সম্পদ ভোগের অবকাশ পায়নি।

www.abswer.com

www.abswer.com

গরিব মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করলেও তা ভোগের সুযোগ পায় না। জীবন সায়াহ্নে এসেও সে সম্পদ অর্জনের মোহে ব্যস্ত থাকে। মৃত্যু তার কাছে হয়ে ওঠে কাজ থেকে ছুটি পাওয়ার মতো অনুষঙ্গ। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বাবা ছিলেন এমনিই কাজ পাগল মানুষ। তিনি ওকালতি করে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তা ভোগ করার ভাগ্য হয়নি। সম্পদ ভোগ নয়, মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র অবকাশ।

৩৬. অনুপম নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারেনি কেন?

উত্তর : মামার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস ছিল না বলে অনুপম নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারেনি।

পিতৃহীন অনুপমের প্রকৃত অভিভাবক ছিলেন মামা। মা ও মামার কথার বাইরে সে নিজ থেকে কোনো কথা বলতে পারত না। কারণ অনুপম ছোটবেলা থেকে এমনভাবে বড় হয়েছে যে, পরিবারতন্ত্রের বাইরে গিয়ে কোনো মতামত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিয়ের সময়ও সে নিজ চোখে মেয়ে দেখার প্রস্তাব করতে পারে নি।

৩৭. শম্ভুনাথ সেন পশ্চিমে গিয়ে বাস করছিলেন কেন?

উত্তর : বংশীয় অর্থ-বৈভব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ায় বর্তমানে দেশে বংশমর্যাদা রক্ষা করা সহজ নয়। তাই শম্ভুনাথ সেন পশ্চিমে গিয়ে বাস করছিলেন।

এককালে শম্ভুনাথ সেনদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। টাকা-পয়সার কোনো অভাব ছিল না তাদের। কিন্তু বর্তমানে তেমন কিছু নেই বললেই চলে। আর সামান্য যা বাকি আছে তা দিয়ে বংশমর্যাদা রক্ষা করে চলা সহজ নয় বলে তিনি পশ্চিমে চলে গিয়েছিলেন।

৩৮. অনুপমের মন পুলকের আবেশে ভরে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কল্যাণী বিয়ে না করে নিজেকে দেশসেবায় উৎসর্গ করেছে এ কথা শুনে অনুপমের মন পুলকের আবেশে ভরে যায়।

অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে না হলেও অনুপম কখনো কল্যাণীকে ভুলতে পারেনি। অনুপম সবসময় প্রত্যাশা করত কল্যাণী তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু মনে মনে কল্যাণীর অন্য কোথাও বিয়ে হওয়ার শঙ্কায় শঙ্কিত থাকত। কিন্তু যখন শুনতে পেল যে, কল্যাণী বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে, তখন তার মন পুলকের আবেশে ভরে যায়।

৩৯. "মনে হইল যেন গান শুনিলাম"। – এ কথায় অনুপমের কোন অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়? [ঢাকা কামার্স কলেজ-২০১৮]

উত্তর : "মনে হইল যেন গান শুনিলাম"– অনুপমের এ কথায় নারীর কণ্ঠ মাধুর্যে পুরুষের আপ্লুত অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীর ভাষাভঙ্গি পুরুষের মনে বিস্ময় জাগায়। কখনো কখনো নারীর স্বাভাবিক কণ্ঠকে গানের মতো শোনায়। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। মাকে নিয়ে ট্রেনে যাত্রার সময় আনমনা অনুপম "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে" এমন নারীকণ্ঠ শুনতে পায়। অপরিচিত এ কণ্ঠটি অনুপমের মনে পুলকিত অনুভব জাগায়। তার পুরুষ হৃদয় বিমোহিত হয়ে যায়। কণ্ঠটিকে মনে হয় অভূতপূর্ব স্বরধ্বনি। অনুপমের এমন অনুভূতিতে নারী কণ্ঠের সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েই একটি স্বাভাবিক কণ্ঠকে সে গানের সাথে তুলনা করে। অনুপমের গান শোনার অনুভূতিতে নারীকণ্ঠের সৌন্দর্যই বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

৪০. "পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টানিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে আফসোস মিটিত।"–বরযাত্রীদের এমন অনুভূতির কারণ কী?

উত্তর : বিবাহ সভা থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে বরযাত্রীদের এমন অনুভূতি হয়েছিল।

খাবার গ্রহণ করার পর অন্নদাতার কাছ থেকে অপমানসূচক কথা শুনলে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় খাদ্য গ্রহণ না করাই সমুচিত ছিল। উল্লিখিত পঙক্তিটিতে বরযাত্রীদের এমন অনুভূতিই সৃষ্টি হয়েছিল। 'অপরিচিতা' গল্পে বরপক্ষের হীনম্মন্যতার কারণে পাত্রীর বাবা শম্ভুনাথ কন্যা সম্প্রদান থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আতিথেয়তার খাতিরে বরপক্ষকে খাবার খেতে দেয়। বিবাহ সম্পন্ন না করে খাবার খেয়ে বরযাত্রীরা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। পরে সে নির্বুদ্ধিতায় দগ্ধ বরযাত্রীদের মনে হয় পাকযন্ত্র থেকে খাবার বের করে দিয়ে আসতে পারলে মনোবেদনা দূর হতো।

৪১. "যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিত মশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।"– উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে তার শিক্ষকদের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষকদের উপহাসও বরণীয়। সুন্দর চেহারার অনুপমকে শিক্ষকরা আদর করে বিভিন্ন নামে ডাকতেন। তাঁরা শিমুল ফুলের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করতেন। অনুপম যৌবনে পদার্পণ করেও মনে করে ছেলেবেলায় তাকে নিয়ে শিক্ষকদের ঠাট্টা বিদ্রূপ সঠিক ছিল। তার মনে হয় মৃত্যুর পর আরেক জীবন থাকলে সেই জীবনের ছেলেবেলাতেও যেন শিক্ষকরা তাকে এমন নামেই ডাকেন। তাদের বিদ্রূপ যে বিদ্রূপ নয় বরং অমিয় বাণী – আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে অনুপম সে কথাটিই বোঝাতে চেয়েছে।

৪২. কল্যাণী কীভাবে অনুপমের কাছে অপরিচিতা হয়েই রইল?

উত্তর : অনুপমের সাথে চূড়ান্ত অর্থে কল্যাণীর কোনো সম্পর্কই সংজ্ঞায়িত করা যায় না, তাই ব্যাকুল হৃদয় অনুপমের কাছে কল্যাণী অপরিচিতা হয়েই রইল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর কল্যাণী আর বিয়ে করার চিন্তা করে না; বরং সে মেয়েদের শিক্ষা প্রদানকে পরমব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু অনুপম তাকে একান্ত নিজের করে পেতে ব্যাকুল প্রায়। কল্যাণীর নিকলুষ মুখাবয়ব এবং শ্রবণ সুখকর কণ্ঠের ইন্দ্রগীতসম 'জায়গা আছে' শব্দগুচ্ছ তার নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। তাই সে বজ্রকঠোরসম অভিভাবক মামাকে উপেক্ষা করে শম্ভুনাথ বাবুর নিকট ভুল স্বীকার করে। কিন্তু শম্ভুনাথ বাবু যে কল্যাণীকে বিয়ে না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা বুঝিয়ে দেন। তাই তার কাছে কল্যাণী থেকে যায় অধরা রূপে। যদিও কল্যাণীর সাথে অনুপমের দেখা হয়, সুযোগ পেলে সে তার কাজ করে দেয়; তবুও কল্যাণী তার কাছে থেকে যায় অপরিচিতা।

www.abswer.com

www.abswer.com

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

১ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মা মরা ছোট মেয়ে লাবনি আজ শ্বশুর বাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাবনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক) শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন? ১

খ) 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ) অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়– মন্তব্যটির যথার্থ নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক) শম্ভুনাথ সেকরার হাতে বরপক্ষের দেয়া একজোড়া এয়ারিং (কানের দুল) পরখ করতে দিয়েছিলেন।

খ) প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা নির্জীব এবং ব্যক্তিত্বহীন অনুপমের আত্মোপলব্ধির দিকটি বোঝানো হয়েছে।

আমাদের সমাজে সুদর্শন ও শিক্ষিত বরের কদর সমধিক। এমন পাত্র কেউই হাতছাড়া করতে চায় না। বিশেষ করে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা পাত্রের খোঁজ পেলেই যে কোনোভাবে তার সাথে কন্যার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের পিতা শম্ভুনাথ সেন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছেন। পাত্র হিসেবে অনুপম শিক্ষিত এবং সুদর্শন হওয়া সত্ত্বেও নিজের আত্মসম্মানবোধ এবং নারীর সম্মান রক্ষার্থে শম্ভুনাথ সেন বিয়ের আসর থেকে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার এ নির্ভীক ভূমিকা তুলে ধরা এবং অনুপমের নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করাই আলোচ্য উক্তিটির মূল ভাবার্থ।

গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানের দিক দিয়ে অনুপম ও পারভেজের মধ্যে চারিত্রিক বৈপরীত্য রচিত হয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থ ব্যক্তির নিজস্ব মত ও প্রাধান্য এবং আত্মসম্মান অর্থ ব্যক্তির নিজের ভালোলাগা, ইচ্ছা–অনিচ্ছা এবং পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা তার মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ব্যক্তির স্বকীয় মতামত এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা যেকোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে সে বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটিই অনুপম ও পারভেজের চরিত্রের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল রচনা করে দিয়েছে।

উদ্দীপকের পারভেজ উজ্জ্বল সুচারিত্রিক গুণের অধিকারী একজন যুবক। যৌতুকের দাবিতে পিতার কশাইসুলভ আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সে পিতার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা হাতে না পেলে বিয়ের মঞ্চ থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে চলে যাবেন– পিতার এমন অমানবিক আচরণে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয় যে, দরদাম বা কেনাবেচার মধ্যে সে নেই, ফিরতে হলে লাবনিকে সাথে করেই সে বাড়ি ফিরবে। পারভেজের এরূপ বীরোচিত বক্তব্যে পাঠকমাত্রই তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত থাকতে বাধ্য হয়। তার বক্তব্য যেন সমাজে পরগাছার মতো চেপে বসা কুসংস্কারের বিষমূলে অব্যর্থ কুঠারাঘাত। অন্যায়ের প্রতিবাদে সে দৃঢ়কণ্ঠ, তার পছন্দের এবং মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সে আপন পিতার অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিপরীতে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যেন তার মামার হাতের কাঠের পুতুল, তার ঘুড়িসম জীবনে মামার হাতে যেন নাটাই। অনুপমের মামাই তার সর্বেসর্বা। মামার মতামতের ওপর ভিত্তি করে তার সকল ভালোলাগা–মন্দলাগা, ইচ্ছা–অনিচ্ছা, মতামতের জলাঞ্জলি দিতে হয়। তার মামার অন্যায্য যৌতুকের দাবির নিচে চাপা পড়ে যায় সকল চাওয়া–পাওয়া, ভালোলাগা এবং কল্যাণীকে বিয়ের স্বপ্ন। বিয়ে বাড়ি থেকে নির্লজ্জের মতো চলে আসতে হয় তাদের। কল্যাণীর বাবা তার মতামত জানতে চাইলেও সে থাকে নির্বাক। যা সকল পাঠককে হতাশ করে। এতে করে তার দুর্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণই প্রকাশ পায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিন্দুমাত্র বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে দৃশ্যমান নয়। তাই বলা যায় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানের দিক দিয়ে অনুপম ও পারভেজের মধ্যে চারিত্রিক বৈপরীত্য সূচিত হয়েছে।

ঘ) অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়– বক্তব্যটি সর্বাংশে সঠিক।

যৌতুক আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি অভিশাপের নাম, যার অসহায় বলি হচ্ছে এদেশের অসংখ্য নারী ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। এই বিষবাষ্পের তীব্র দহনে অকালে ঝরে যায় হাজারো সুখস্বপ্ন; বুকচাপা আর্তনাদ ও বোঝাসম জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় অনেক নারীকে। এই সামাজিক অকল্যাণকর ও অভিশপ্ত প্রথাকে জিইয়ে রেখেছে হীন মনোবৃত্তির অধিকারী একশ্রেণির অভিভাবক। যাদের সার্থক প্রতিনিধি উদ্দীপকের হারুন মিয়া ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা।

www.abswer.com

www.abswer.com

'অপরিচিতা' গল্পে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজে আসন গেড়ে বসা নির্মম যৌতুক প্রথার ভয়ংকর ছোবলের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। গল্পে যৌতুকের এই ঘৃণ্য কর্মযজ্ঞের মূল হোতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন অনুপমের মামাকে। যিনি পবিত্র বিয়েতে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন যৌতুককে। বিয়ের মঞ্চে উঠার পূর্বেই যৌতুকের স্বর্ণ গয়নাকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে পেতে কল্যাণীর বাবার সাথে মেতে উঠে অসভ্য, বর্বর আচরণে। অনুপমের মামার এরূপ নির্মম আচরণে ব্যথিত হয়ে অবশেষে কল্যাণীর বাবা বিয়ে ভেঙে দেন, যার ফলে কল্যাণী স্বামী-সংসারবিহীন এক নিস্তরঙ্গ জীবন পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। অকালে ঝরে যায় তার আজন্ম লালিত শ্বশুর বাড়ির স্বপ্ন। যার প্রধান এবং একমাত্র কারণ হিসেবে দায়ী অনুপমের মামার নীচু মনোবৃত্তি। অনুপমের মামার এ হীন মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকের হারুন মিয়ার চরিত্রে। যৌতুকের জন্য মা মরা ছোট মেয়ে লাবনির বিয়ের স্থল থেকে বরকে উঠিয়ে আনতে উদ্যত হতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। লাবনির বাবা জমি বন্ধক রেখেও যৌতুকের পুরো টাকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে সে জানিয়ে দেয় যে, সম্পূর্ণ টাকা হাতে না পেলে ছেলেকে নিয়ে চলে যাবে। যা সম্পূর্ণ অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অবৈধ। পাত্র পারভেজ জোরালো প্রতিবাদ না করলে হারুন মিয়া তা-ই করতো। যার ফলে লাবনির জীবনে নেমে আসত ঘোর অমানিশা।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, অনুপমের মামা এবং পারভেজের বাবার মতো নীচ মনোবৃত্তির অধিকারী কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তিরাই কল্যাণী এবং লাবনির মতো নিষ্পাপ মেয়েদের জীবনকে ঘোর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়, তাদেরকে অপমানের শিকার করে।

অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

২ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]

আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে কৌশিকের মা-বাবা তার মতামত না নিয়েই সুরবালার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। সুরবালার বাবার অঢেল সম্পদ। গোপনে ঘটকের মধ্যস্থতায় এ বিয়েতে বরপক্ষকে নগদ টাকা, গাড়ি এবং ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যৌতুকের বিষয়টি জানতে পেরে কৌশিক ও সুরবালা বেঁকে বসে এবং সম্পূর্ণ যৌতুকবিহীনভাবে পরস্পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক) অনুপমের বাবার পেশা কী ছিল? ১

খ) "এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।" —ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের কৌশিকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের তুলনা কর। ৩

ঘ) "উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশেই প্রতিফলিত।" —যাচাই কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অনুপমের বাবার পেশা ছিল ওকালতি।

খ) 'এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি' —উক্তিটি দ্বারা কল্যাণীর কাছাকাছি থাকতে পেরে, তাকে দেখতে পেরে, তার কিছু কাজ করে দিতে পেরেই অনুপম নিজেকে সুখী ও সার্থক ভাবে —এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

মায়ের সাথে যাত্রাপথে গাড়িতে উঠার সময় কল্যাণীর কণ্ঠে অনুপম প্রথম শুনতে পায় 'জায়গা আছে' কথাটি। 'জায়গা আছে' কথাটি অনুপমের কাছে চিরজীবনের গানের ধুয়া হয়ে রয়েছে। কল্যাণীকে বিয়ে করতে পারেনি বলে অনুপমের কোনো কষ্ট নেই, বরং সুযোগ হলে তার ছোটখাটো কাজ পর্যন্ত সে করে দেয়। আর মনে মনে ভাবে, এই তো সে জায়গা পেয়েছে। যদিও তার সম্পূর্ণ পরিচয় পায়নি, আজও সে অপরিচিতা; তবুও ভাগ্য ভালো যে, সে জায়গা পেয়েছে।

গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদার দিক দিয়ে উদ্দীপকের কৌশিকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের কোনো মিল নেই।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৌশিক শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান। কৌশিকের মা-বাবা তার মতামত না নিয়েই ধনাঢ্য পরিবারের কন্যা সুরবালার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। মা-বাবার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে সুবোধ বালকের মতো কৌশিক তা মেনেও নেয়। কিন্তু গোপনে যৌতুক গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে জানতে পেরে কৌশিক বিদ্রোহ করে বসে। যৌতুককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে পাত্র-পাত্রী উভয়ে পরস্পরকে যৌতুকবিহীনভাবে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কৌশিক মা-বাবার পছন্দকৃত পাত্রীকে বাধ্যগত সন্তানের মতো মেনে নিলেও কোনো সামাজিক অনাচার বা ঘৃণ্য প্রথাকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তার এরূপ বীরোচিত সিদ্ধান্তকে পাঠকমাত্রই সশ্রদ্ধচিত্তে সাধুবাদ জানাবে।

উদ্দীপকের কৌশিকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের ব্যক্তিত্বের কোনো মিল নেই। গল্পের অনুপম যেন তার মামার হাতের পুতুল। মামার মতামতের ওপর ভিত্তি করে তার সকল ভালোলাগা-মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মতামতের জলাঞ্জলি দিতে হয়। মামার অন্যায্য যৌতুকের দাবি ও তা আদায়ের কদর্য ভঙ্গি অনুপম মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। ফলে মনের মানসীকে পাওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে তার। নির্লজ্জের মতো তাকে বর বেশে ফিরে আসতে হয়েছে বিয়ে বাড়ি থেকে। কনের বাবা তার মতামত জানতে চাইলেও সে থেকেছে নির্বাক, নিস্তব্ধ। তার এই মেরুদণ্ডহীনতা পাঠককুলকে হতাশ করে। তাই বলা যায়, প্রয়োজনের মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কৌশিকের ব্যক্তিমর্যাদা যে অনন্য উচ্চতায় আসীন, সেই একই ক্ষেত্রে স্বকীয় সিদ্ধান্তের অভাবে অনুপমের চরিত্র মলিন ও নিষ্প্রভ রূপে ধরা পড়ে।

www.abswer.com

www.abswer.com

ঘ) উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক ব্যাধি যৌতুক প্রথার ছায়াপাত ঘটেছে।

সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি কুপ্রথার নাম যৌতুক। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে রয়েছে এই কাল নাগিনীর বিষ। প্রতি বছর হাজারো নারী যৌতুকের নিষ্ঠুর বলি হয়ে জীবন দিচ্ছে। অনেক নারী বেঁচে থেকেও মরে আছে। সমাজের কোনো শ্রেণি বা অবস্থানের মানুষই যে যৌতুকের করাল থাবা থেকে মুক্ত নয়, তারই প্রমাণ বহন করে উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্পটি।

উদ্দীপকের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথার সকরুণ চিত্র উপস্থাপিত। আর্থিকভাবে সচ্ছল কৌশিকের পরিবার এখানে যৌতুক গ্রহণের অভিপ্রায়ে দণ্ডিত। যদিও শিক্ষিত ছেলে কৌশিকের নিকট মা-বাবার এমন অভিলাষ গ্লানিকর ঠেকেছে। একে সে দেখেছে স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিসর্জন হিসেবে। তাইতো এই আত্মপ্রত্যয়ী যুবক পেরেছে সমাজের প্রচলিত ঘৃণ্য রীতি-নীতিকে ভাঙতে। এদিকে তার পাত্রী সুরবালার বাবা কিন্তু যৌতুককে অলঙ্ঘনীয় প্রথা হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন। তাই তো কন্যাকে পাত্রস্থ করার লক্ষ্যে অর্থ-কড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট প্রদানেও পিছপা হননি। তবে একে নারীত্বের অবমাননা জ্ঞান করে সুরবালাও কৌশিকের মতো যৌতুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তবে উদ্দীপক থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র ও সভ্যতাবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যৌতুকের ন্যায় সামাজিক অসঙ্গতি আজও দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে আমাদের সমাজে বিরাজমান।

অনুরূপভাবে বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননার প্রতিবাদ 'অপরিচিতা' গল্পটির অন্যতম উপজীব্য। গল্পে যৌতুক নিয়ে কল্যাণীর চরম অবমাননাকালে তার ব্যক্তিত্বরহিত বর পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুল হয়ে থেকেছে। আসলে সমাজে জেঁকে বসা পণপ্রথা যে পুরুষতন্ত্রেরই হাতিয়ার, নারীত্বের অবমাননার দলিল গল্পটি পড়ে সে কথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। আত্মমর্যাদাশীল কল্যাণী ও তার বাবা তাই সে বিয়ে ভেঙে দিতে একটুও কসুর করেনি। তবে বর্তমান পৃথিবী একবিংশ শতকে প্রবেশ করলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় যে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি উদ্দীপকের ঘটনাই তার প্রমাণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতিরই প্রতিফলিত চিত্র।

৩ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [যশোর বোর্ড-২০১৯]

গৌরী ও সঞ্জয় অনেকদিন ধরে একই অফিসে চাকরি করছে, কিন্তু সহকর্মীরা জানে না দুজনার অন্তরে গভীর ক্ষত। গৌরীকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছিল সঞ্জয়। বছর পাঁচেক আগে লোক খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে ভেঙেছে তাদের। পিতৃহীন সঞ্জয় কাকার আশ্রয়ে মানুষ, তাই তার দোষ জেনেও প্রতিবাদ করতে পারেনি। একদিন গৌরীর কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে সঞ্জয়। বলে, তার জন্য সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গৌরী বলে, "কী দরকার, এই তো বেশ আছি!"

ক) কোন কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'? ১
খ) "মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর" —উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ) উদ্দীপকের সঞ্জয় 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? বুঝিয়ে দাও। ৩
ঘ) "এই তো বেশ আছি!" "গৌরীর এই উক্তিতে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে" —উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক) গায়েহলুদের বাহকদের বিদায় করতে কনেপক্ষকে যে নাকাল হতে হবে, সে কথা স্মরণ করে অনুপমের মামা ও মা 'একযোগে বিস্তর হাসিলেন'।

খ) অনুপমের জন্য তার মামার বিস্তর পণসমেত দাসীরূপী কনে পাওয়ার অভিপ্রায় বোঝাতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

অনুপমের মামা ভাগনের জন্য এমন কনে আনতে চান, যে ধনীর কন্যা নয়, কিন্তু যার বাবা পণ হিসেবে টাকা দিতে কসুর করবে না। এতে করে তাকে শোষণ করা চলবে, কিন্তু কোনো কিছুতেই প্রতিবাদ করবে না। ধনীর কন্যা হলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে। তাই মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই অনুপমের মামার কাছে অধিক গুরুতর।

গ) উদ্দীপকের সঞ্জয় 'অপরিচিতা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুপমের প্রতিনিধিত্ব করে।

উদ্দীপকের সঞ্জয় তার মানসপ্রিয়া গৌরীর সাথে একই অফিসে চাকরি করে। অফিসের কেউ জানে না পাঁচ বছর আগে তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পিতৃহীন সঞ্জয়ের অভিভাবক কাকার দোষে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে সঞ্জয় সেই সময় কাকার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেনি। বহুদিন পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে গৌরীর কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে। বলে, তার জন্য সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে। তবে এমন প্রস্তাবে গৌরী সাড়া দেয়নি। সঞ্জয়ের মতো অনেকটা একই রকম ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখা যায় 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে।

সঞ্জয়ের মতোই অনুপমেরও বিয়ের পাত্রীর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে সে মামার অন্যায় সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। অন্যায় জেনেও সে যৌতুকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। নিজের বিয়ের বিষয়েও কোনো দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। বহুদিন পরে সেই পাত্রী কল্যাণীকে কাছে পেয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে

www.abswer.com

অনুপম। কিন্তু তত দিনে কল্যাণী দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত, বিয়েতে অনাগ্রহী। তাই কল্যাণীর সাহচর্য পেয়েও অনুপমের সে মানসপ্রিয়া চির অপরিচিতই থেকে যায়। সুতরাং বলা যায়, যথাসময়ে সঠিক অবস্থান নিতে না পারায় একই ধরনের পরিণতি ভোগ করার দিক থেকে উদ্দীপকের সঞ্জয় ও গল্পের অনুপম সমার্থক চরিত্রের অধিকারী।

ঘ) "'এই তো বেশ আছি।' গৌরীর এই উক্তিতে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে" —উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত।

জীবনে প্রাপ্তিই শেষ কথা নয়। অনেক সময় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও পরম তৃপ্তি দিতে পারে। না পাওয়ার যে বেদনা তা-ও ম্লান হয়ে যায় এই স্বর্গীয় অনুভূতির কাছে। উদ্দীপকের গৌরীর উক্তি 'এই তো বেশ আছি।' আর গল্পের অনুপমের অনুভব 'এই তো জায়গা পাইয়াছি।' তাই সমার্থক হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের গৌরীকে পছন্দ করে বিয়ে করতে চেয়েছিল সঞ্জয়। কিন্তু তার কাকার অনাকাঙ্ক্ষিত এক ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষটির সাথে স্বর্গীয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি সে। সঞ্জয়ের এই ব্যর্থতায় গৌরী নিজেও বুকে ক্ষত চাপা দিয়ে বেঁচে আছে। পাঁচ বছর পর সঞ্জয় সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে গৌরী বাধা দেয়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'কী দরকার, এই তো বেশ আছি।' নিরুপায় সঞ্জয় গৌরীকে বিয়ে করতে না পারলেও সারাজীবন তার পাশে থাকার অঙ্গীকার করে।

উদ্দীপকের সঞ্জয়ের অনুরূপ পরিণতি গল্পের অনুপম আর কল্যাণীও বরণ করেছে। অনুপম চোখে না দেখেও ভালোবেসেছে কল্যাণীকে। স্বপ্ন দেখেছে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার। কিন্তু বিয়ের আসরে মামার এক ভুলের খেসারত দিয়ে হাতছাড়া করেছে কল্যাণীকে। অনুপম অপরিপক্বতার পরিচয় দিলেও কল্যাণী আর নিজেকে সংসারে জড়াতে চায়নি। নারীশিক্ষার ব্রতকে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। বহুদিন পর কল্যাণীকে আবার খুঁজে পায় অনুপম। নিজের জীবনে সে আর কোনো নারীকে কামনা করেনি। কল্যাণীও আর কাউকে কল্পনা করেনি কোনো দিন। পরিবারের শত বাধা উপেক্ষা করে অনুপম ছুটে গেছে কানপুরে কল্যাণীর কর্মক্ষেত্রে। বিয়ের আশা না করলেও সব সময় কল্যাণীর পাশে থাকবে এটাই তার চাওয়া। অজানা কণ্ঠের মধুর সুর বছরের পর বছর তাকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে। তাদের দেখা হয়। কণ্ঠ শোনে। যখন সুবিধা পায় কল্যাণীর কাজ করে দেয়ে অনুপম। যা করে কল্যাণীর মনে একটু জায়গা চায় সে। প্রেমিকার মন-মন্দিরে একটুখানি জায়গা পেয়েই সে স্বর্গীয় অনুভূতি লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সঞ্জয় ও গৌরী এবং গল্পের অনুপম ও কল্যাণীর জীবনধারা অনেকটা একই পথে ধাবমান।

৪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [সিলেট বোর্ড-২০১৯]

হয়তো কিছুই নাহি পাব
তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাব।।
যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা,
জানি তুমি বুঝিবে না তবু তারি ভাষা,
তোমারি জীবনে কাঁটা আমি, কেন মিছে ভাব।।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়? ১
খ) 'তারপর বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।' —বুঝিয়ে লেখ। ২
গ) উদ্দীপকের কথকের মনের ভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মনোভাবের সাথে কতটুকু সম্পর্কিত? আলোচনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে —বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকায়।

খ) অনুপম কল্যাণীর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলেছে।

অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সেই বিয়ে ভাঙার পর থেকে কল্যাণী পণ করেছে কোনো দিন বিয়ে করবে না। দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রতে কল্যাণী ত্যাগ করেছে জাগতিক মোহ। দেশমাতার সেবায় মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার এই প্রতিজ্ঞা থেকে কেউ তাকে এক বিন্দু টলাতে পারেনি। কল্যাণীর এভাবে মাতৃভূমির চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়া প্রসঙ্গে অনুপম প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছে।

গ) উদ্দীপকের কথকের মনের ভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মনোভাবের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কিত।

প্রকৃত প্রেম বিনিময় প্রত্যাশী নয়। আর সব প্রেম পরিণয় পর্যন্তও গড়ায় না। তবে তাতে প্রকৃত প্রেমিকের কিছুই যায় আসে না। প্রেমের আগুনে পোড়া মন কেবল ভালোবাসার তৃপ্ততা পেলেই শান্ত হয়। উদ্দীপকের কথক এমনই প্রেমমালা গেঁথেছেন প্রেমিকার তরে। ভীরু প্রেমিকের ক্রন্দন প্রেমিকা বুঝতে অপারগ হবে এটাই স্বাভাবিক, তবে নিজেকে কাঁটা ভেবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা সহজেই পাঠক হৃদয়ে উত্তীর্ণ হয়। ধন্য এই প্রেম, ধন্য এই প্রেমিকার জীবন। অনেকটা একই রকম নিষ্কাম প্রেমের মূর্ছনা 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতিকে অনন্য করে তুলেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

আলোচ্য গল্পের অনুপমের মনে প্রেমের আবেশ ছড়িয়েছিল তার সাথে বিয়ে হতে যাওয়া কল্যাণী। যৌতুকলোভী মামার সিদ্ধান্ত অধোবদনে মানতে গিয়েই কল্যাণীকে বিয়ে করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অনুপম। পরবর্তীকালে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ হলে অনুপমের মনের সেই আকর্ষণ তীব্র মোহে পরিণত হয়। বিয়ের আশা না করলেও দূর থেকে ভালোবেসে কল্যাণীর পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। দেখা হয়। কণ্ঠ শোনে। প্রেমিকার মন-মন্দিরে একটুখানি জায়গা পেয়েই সে স্বর্গীয় অনুভূতি লাভ করে। তাই বলা যায়, অনুপমের মনে বয়ে চলা ভাবই যেন কাব্যরূপ পেয়েছে উদ্দীপকের চরণমালায়।

ঘ) উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের অন্যতম দিক কামনাশূন্য প্রেমিকের বিরহী ভাব প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র।

'অপরিচিতা' গল্পটি বিশ শতকের সূচনা লগ্নের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গল্পে যৌতুক প্রথার ঘৃণিত রূপ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আছে এর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতাও। তবে এসব কিছু ছাপিয়ে গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে এক ভীরু কাপুরুষের অপরিণত ভালোবাসার উপাখ্যান।

উদ্দীপকে এক আপাত ব্যর্থ প্রেমিক হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। মনের অব্যক্ত কান্না আর প্রেমিকার প্রতি অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসাই যার সম্বল। এই প্রেম একমুখী ও দূরাশ্রয়ী, প্রেমিকার বোধের অগম্য। তবে তাতে ভালোবাসার ঘাটতি পড়ে না এতটুকু, কেননা ভালোবাসার জন্য প্রতিদানের আশা থেকে হয় না। নায়িকা কল্যাণীর প্রতি এমনই সকরুণ প্রেমঘন হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য গল্পের অনুপমের মনেও। তবে তা গল্পের সামগ্রিক ভাবের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

আলোচ্য গল্পটির সূচনা এক শিক্ষিত ছেলের ব্যক্তিত্বহীনতা ও পরিবারতন্ত্রের কাছে তার অসহায় নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননার প্রতিবাদ গল্পটির অন্যতম উপজীব্য হয়ে উঠেছে। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে পিতা শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তোলে। গল্পের শেষাংশে কর্মীর ভূমিকায় আত্মপ্রত্যয়ী কল্যাণীর আত্মপ্রকাশও নারী জাগরণের ইঙ্গিতবহ। আর সবশেষে গল্পটি রূপ নিয়েছে মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের অকপট স্বীকারোক্তির অনন্য পঙ্‌ক্তিমালায়। তার জবানিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, আলোচ্য গল্পের বিস্তৃত কাহিনিপটের অতি সামান্য অংশই উদ্দীপকে বিধৃত হয়েছে।

৫ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৯]

প্রজাপতির দুই পক্ষ। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চেয়ে বসল। নিত্যানন্দ রায় কোনো কিছু বিবেচনা না করে তাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হয়ে গেল। তার মতে, এমন শিক্ষিত ছেলে আর বনেদি পরিবার কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। তার ইচ্ছায় যথারীতি আশীর্বাদ পর্ব শেষে শুভবিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল। নিত্যানন্দ অনেক কষ্ট স্বীকার করে বিয়ের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করার পরও নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে বিয়ের আসরেই এই বিয়ে ভেঙে যায়।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়? ১
খ) "একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ" — এই কথার অর্থ বুঝিয়ে দাও। ২
গ) উদ্দীপকের নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ) তুমি কি মনে কর, যৌতুক প্রথাই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একমাত্র কারণ? উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে বিচার কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েক বড়।

খ) প্রশ্নোক্ত কথাটি দিয়ে কল্যাণীর জন্য সুযোগ্য বর খুঁজে পেতে তার বাবার ক্রমাগত অপেক্ষার কথা বোঝানো হয়েছে।

বিশ শতকের সূচনালগ্নে কনের বয়স পনেরো হওয়াটা সন্দেহের বিষয়বস্তু ছিল। কনের বংশে নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে, এমনটাই ভাবা হতো তখন। যখন জানা গেল অনুপমের পাত্রীর বয়স পনেরো, তখন স্বভাবতই বরপক্ষের কপালে ভাঁজ পড়ল। আদতে বিষয়টা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। সুযোগ্য বর খুঁজে পাওয়াটা কঠিন, তারপরে কনের বাবা খুব জেদি স্বভাবের মানুষ। তাই তিনি কেবলই অপেক্ষা করে চলেছেন। এদিকে কনের বয়স বেড়েই চলেছে। এ বিষয়টি বোঝাতেই 'ধনুক-ভাঙা পাণ' এর কথা অবতারণা করা হয়েছে।

গ) বনেদি পরিবারে শিক্ষিত ছেলের হাতে কন্যা সম্প্রদানের মরিয়া প্রচেষ্টার দিক থেকে উদ্দীপকের নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাদৃশ্য রয়েছে।

আমাদের সমাজে এক বিষময় প্রথার নাম যৌতুক। বরপক্ষের একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা থাকে ছেলেকে শিক্ষিত করার খরচপাতি সুদে-আসলে কনের বাবার কাছ থেকে আদায় করে নেওয়ার। আবার অনেক ধনাঢ্য পরিবারও বিয়ের বাজারে নিজেদের বনেদিয়ানাকে নিলামে তুলতে কসুর করেন না। নিত্যানন্দ রায় ও শম্ভুনাথের ন্যায় মানুষগুলোর জন্যই তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কন্যা সম্প্রদানের এক সকরুণ চিত্র। শিক্ষিত ছেলে আর বনেদি পরিবার পেয়ে নিত্যানন্দ রায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বিয়েতে বরপক্ষ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চেয়ে বসলে তাতেই তিনি রাজি হয়ে যান। তাঁর মতে এমন পাত্র কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। যদিও পরবর্তীতে তাঁর এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, কারণ নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে

www.abswer.com

www.abswer.com

সে বিয়ে ভেঙে যায়। 'অপরিচিতা' গল্পেও অনুরূপ দৃশ্যের মঞ্চায়ন ঘটে। শম্ভুনাথ বাবু সুযোগ্য বর খুঁজে পাওয়ার আশায় মেয়ের বয়স বাড়িয়ে তুলেছেন। অবশেষে যখন বনেদি পরিবারের শিক্ষিত ছেলে অনুপম পাত্র হিসেবে স্থির হলো, তখন টাকার অঙ্ক বা স্বর্ণালঙ্কারের প্রশ্নে আর পিছু হটতে চাননি। তবে নিজে সর্বস্বান্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারেননি বরপক্ষের হীন মানসিকতার কাছে পরাস্ত হয়ে। আর এই বিষয়টিই উদ্দীপকের নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য রচনা করে দিয়েছে।

ঘ) আমি মনে করি, যৌতুক প্রথাই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়।

আমাদের সমাজে বিয়ে কেবলই সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির উপলক্ষ নয়, কখনো কখনো এটি হয়ে ওঠে বাণিজ্যের মঞ্চও। তাই তো দুটি হৃদয়কে জোড়া দেওয়ার এই মহতী অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেখা মেলে পরস্পরকে ঠকিয়ে জয়ী হওয়ার কুৎসিত প্রতিযোগিতা। তেমন ক্ষেত্রে বিয়ের অনুষ্ঠান পরিণত হয় মল্লযুদ্ধে, অনেক সময় যার অবসান ঘটে দুই পক্ষেরই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। যৌতুক প্রথা এই লড়াইয়ের প্রধান উপজীব্য হলেও আমাদের হীন মানসিকতা এর জন্য কম দায়ী নয়।

উদ্দীপকে প্রজাপতির দুই পক্ষ অর্থাৎ বর ও কনে পক্ষের কথা বলা হয়েছে। নিত্যানন্দ রায় এদের একটি পক্ষ হয়ে অপর পক্ষ তথা বরপক্ষের সাথে সন্ধির যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেন। বরপক্ষের দাবিকৃত পণের সমুদয় টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসমেত কনে সম্প্রদানের জন্য তৈরি হন। কিন্তু অতি ঠুনকো কারণে বিয়ের আসরেই বিয়ে ভেঙে যায়। ফলে তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে, ঘৃণিত পণ প্রথার গরল পান করেও নিত্যানন্দ রায় মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেন না। এর জন্য পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতা যেমন দায়ী, তেমনি বরপক্ষের লোভী বা হীন মানসিকতাও কম দায়ী নয়। আলোচ্য গল্পেও অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত মেলে। যৌতুকের নামে বরপক্ষের যাবতীয় আদেশ–ফরমায়েশ–আবদার মেনে নিয়েছিলেন শম্ভুনাথ সেন। কিন্তু বিয়ের আসরে গয়না যাচাইয়ের নামে কনের গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে নেওয়াকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। বিয়ের কনে কল্যাণীও একে দেখেছে নারীত্বের অবমাননারূপে, যার ফলে সে আর বিয়েই করবে না বলে পণ করেছে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, যৌতুক প্রথা ছাড়াও সমাজে বিরাজমান নানামুখী বাস্তবতায়, বিশেষত অমোঘ পুরুষতন্ত্র, বরপক্ষের অতি লোভ বা হীন মানসিকতার কারণে বিয়ে ভেঙে যায়।

৬ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

[চট্টগ্রাম বোর্ড; রাজশাহী বোর্ড; বরিশাল বোর্ড–২০১৮]

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছু দিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনও তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।

ক) অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী? ১
খ) "অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩
ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে" – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম বিনু।

খ) 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' কথাটি দ্বারা অনুপম নিজেকে সুবোধ বালক হিসেবে ব্যক্ত করেছে।

জগতে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের বয়স বাড়লেও ছেলেমানুষী ভাব দূর হয় না। নিজের জগৎটা ঘরের অন্দরেই থেকে যায়। পিতৃহারা অনুপম ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে মানুষ হয়েছে। সংসারে প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না। সে কোলে কোলেই মানুষ হয়েছে। এজন্য পরিণত বয়সেও সে কোলের শিশুর মতো রয়ে গেছে। বিয়ের জন্য এ ধরনের বালকসুলভ আচরণ যথোপযুক্ত নয়। এজন্য সুবোধ বালকের এ গুণটিকে ব্যঙ্গ করে অনুপম আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছে। অর্থাৎ গজাননের কোলের ভাই যেমন যুদ্ধ সৈনিক হতে পারে না, তেমনি আলোচ্য উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, অনুপমও বিয়ের জন্য সুপাত্র নয়, মানুষ হিসেবে সুবোধ বালক মাত্র।

গ) পণলোভী মানসিকতার দিক দিয়ে মিল থাকলেও খুঁতখুঁতে স্বভাব, কর্তৃত্বপরায়ণতা, পরকে ঠকিয়ে নিজে জিতার প্রবণতা প্রভৃতি দিক দিয়ে উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার অমিল রয়েছে।

বিয়ে এমন এক সামাজিক রীতি, যা যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়াই উত্তম। তবে এ শাশ্বত নিয়মে বাধ সাধে যৌতুক নামক এক সর্বনাশা ব্যাধি। তাছাড়া মহার্ঘ বরের হাটে যোগ্য বর খুঁজে পেতেও কন্যার বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। আর যদি বরের অভিভাবকগণ হন যৌতুকলোভী, কর্তৃত্বপরায়ণ ও খুঁতখুঁতে মেজাজের তাহলে তো ভোগান্তির কোনো অন্তই থাকে না। উদ্দীপকের বরের বাবা ও আলোচ্য গল্পের মামা এমন চরিত্রের অধিকারী দুই ব্যক্তি।

এক সময়ে কন্যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। বিয়ের বাজারে বয়স্ক মেয়েদের মূল্য ছিল সবচেয়ে কম। তবে চাহিদানুযায়ী যৌতুক দিতে পারলে বেশি বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিতে সমস্যা হতো না। বরের বাবা যৌতুকের লোভে বয়স্কা মেয়ের সাথে ছেলের

www.abswer.com

www.abswer.com

বিয়ে দিতো। 'অপরিচিতা' গল্পের মামাও পাত্রীর বয়স বেশি দেখে, বেশি পণ পাবার লোভে অনুপমের বিয়েতে রাজি হন। উদ্দীপকের বরের বাপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মানসিকতা দৃশ্যমান। আর অধিক পণ প্রাপ্তির যে নেশা সেদিক থেকে বরের বাপ ও অনুপমের মামার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে মামার চরিত্রের সামগ্রিকতা বরের বাপের চরিত্রে ফুটে উঠেনি। প্রথমত, মামা ছিলেন কর্তৃত্বপরায়ণ স্বভাবের। পারিবারিক সিদ্ধান্তের দায়িত্ব মামার একার। তাছাড়া মামা ছিল খুঁতখুঁতে স্বভাবের। তিনি স্বর্ণ পরখ করার জন্য বিয়ের আসরেই সেকরা নিয়ে আসেন। কন্যার বাপ যেনো তাদের না ঠকাতে পারে সে জন্য তিনি সদা সজাগ। পণ হিসেবে কী কী দেওয়ার কথা ছিল এবং কী দিচ্ছেন তার সবই তিনি খাতায় লিখে রাখেন। সবুর করে চলার মানসিকতাও অনুপমের মামার চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনুপমের তাড়া উপেক্ষা করেও মামা অপেক্ষা করেন মনের মতো পরিবারের জন্য। সুতরাং বলা যায়, পাত্রীপক্ষের সম্পদের প্রতি লোভী মানসিতার দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাবা এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার মধ্যে মিল থাকলেও মামার অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের বাবার মাঝে অনুপস্থিত।

ঘ) উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে– উক্তিটি যথার্থ।

পণপ্রথার ঘৃণিত রূপ উদ্দীপক এবং 'অপরিচিতা' গল্পে সমভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু গল্পে বর্ণিত এক শিক্ষিত ছেলের ব্যক্তিত্বহীনতা, পরিবারতন্ত্রের কাছে তার নতিস্বীকার এবং এর বিপরীতে পণপ্রথা প্রতিরোধ, দেশাত্মবোধের চেতনা ও নারী জাগরণের চিত্র উদ্দীপকে স্থান পায়নি।

উদ্দীপকের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে 'গৌরিদান' ও 'পণপ্রথা'র সকরুণ চিত্র উপস্থাপিত। এখানে নারীর 'অধিক' বয়সকে তার ঘাটতি বা দুর্বলতা এবং পণ প্রদানের ক্ষমতাকে সেই 'ঘাটতি কাটিয়ে উঠার যোগ্যতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ থেকে নারীর স্বকীয়তা বা আত্মপরিচয়ের মহিমা সমাজে কতটুকু স্বীকৃত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজে জেঁকে বসা পণপ্রথা যে পুরুষতন্ত্রেরই হাতিয়ার, নারীত্বের অবমাননার দলিল সে কথাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তার জন্য আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে 'অপরিচিতা' গল্পে। কেননা, সেখানে পণপ্রথার বিরুদ্ধে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননার প্রতিবাদ গল্পটির অন্যতম উপজীব্য। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে পিতা শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। গল্পের শেষাংশে কর্মীর ভূমিকায় আত্মপ্রত্যয়ী কল্যাণীর আত্মপ্রকাশও নারী জাগরণের ইঙ্গিতবহ।

পরিশেষে বলা যায়, 'অপরিচিতা' গল্পটি মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির অকপট পঙ্‌ক্তিমালা। তার জবানিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে। আর সমাজচিত্রের এমন বিস্তৃত কাহিনিপট উদ্দীপকে বিধৃত না হওয়ায় প্রশ্নোক্ত কথাটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [কুমিল্লা বোর্ড–২০১৭]

প্রায় এক বছর হলো বাজিতপুর নিবাসী কেরামত আলীর ছোট মেয়ে বিজলীর সাথে মনোহরপুর গ্রামের হোসেন মিয়ার একমাত্র ছেলে হাশিমের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই হাশিমের পরিবার বিজলীর উপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করেছে। বিজলীর অপরাধ—বিয়ের সময় তার বাবা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যৌতুকের সমস্ত টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। তাই বিজলীকে নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে এ নির্যাতন।

ক) 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ কী? ১
খ) অনুপমের মামার মন কীভাবে নরম হলো? ২
গ) উদ্দীপকের বিজলীর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
ঘ) যদি অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হতো, তার পরিণতিও কি উদ্দীপকের বিজলীর মতো হতো?—তোমার মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

খ) হরিশের সরস রসনার গুণে অনুপমের মামার মন নরম হলো।

বন্ধু হরিশের কাছে সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পেয়ে অনুপমের মন বিয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই শুভ কাজ সম্পাদনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার মামা। অতি সাবধানী ও চতুর স্বভাবের এই ভদ্রলোকটি ভাগ্নের বিয়েতে কতিপয় শর্ত জুড়ে দেন। এত কিছু মেনে অনুপমের জন্য পাত্রী পাওয়াই দুরূহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হরিশের মুখে পাত্রীপক্ষের বর্ণনা শুনে অনুপমের মামা বিয়েতে মত দেন। মূলত হরিশের বাক্‌চাতুর্যের কারণেই এই আপাত অসম্ভব কাজটি সমাধা হয়েছিল।

গ) উদ্দীপকের বিজলী ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী যৌতুকের নির্মমতার শিকার হলেও তাদের মধ্যে অন্যায় সহ্য করার দিকটিতে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে যার বিষবাষ্প। প্রতি বছর হাজারো নারী যৌতুকের নিষ্ঠুর বলির শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তবে প্রতিবাদের ভাষা সবার মাঝে থাকে না। উদ্দীপকের বিজলী যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারলেও গল্পের কল্যাণী তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের দৃঢ় প্রতিবাদ করেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

উদ্দীপকের বিজলীর সাথে মনোহরপুর গ্রামের হাশিমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই মানুষরূপী নরপিশাচগুলো যৌতুকের জন্য তার উপর অন্যায় নির্যাতন করতে থাকে। বিয়ের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি সেটাই তার অপরাধ। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ভাষা তার ছিল না। নীরবে নিভৃতে তার উপর চলা নির্যাতন সে দিনের পর দিন সহ্য করেছে। তবে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মধ্যে প্রতিবাদী, সাহসী ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায়। কল্যাণীও প্রথমত যৌতুকের নির্মমতার শিকার হয়েছিল। যৌতুককে কেন্দ্র করেই তার বিয়ে ভেঙে যায়। কল্যাণী আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছে। তাই বলা যায়, বিজলী ও কল্যাণী উভয়েই যৌতুকের নিষ্ঠুরতার শিকার, তবে কল্যাণী অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করেনি, যেমনটি করেছে উদ্দীপকের বিজলী।

ঘ) যদি অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হতো, তবে তার পরিণতি উদ্দীপকের বিজলীর মতো হতো না বলে আমি মনে করি।

যৌতুক প্রথা অভিশাপ স্বরূপ। যা দেশ ও জাতির উন্নয়নের পথে অন্তরায়। সমাজের এ ঘৃণ্য প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কেননা, এর ছোঁয়ায় নিভে যেতে পারে কারও জীবন প্রদীপ, ভেঙে যেতে পারে কারও সুখের সংসার। একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই পারে সমাজ থেকে এই বিষবাষ্প দূর করতে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মাঝে সেই প্রতিবাদেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের বিজলী যৌতুক নামক নির্মম প্রথার শিকার। যা তার জীবনে নিয়ে এসেছে এক কালো অধ্যায়। সামান্য কিছু টাকার জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকদের নির্মম অত্যাচারের খড়গ নেমে এসেছে তার উপর। যার কোনো প্রতিবাদ করতে পারে নি সে। তবে আমি মনে করি অনুপমের সাথে যদি কল্যাণীর বিয়ে হতো, তবে তার পরিণতি এমন হতো না। গল্পের শেষ পরিণতিতে এমন ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। অনুপম মামার আদেশ অমান্য করে কানপুরে আসে কল্যাণীর সাথে দেখা করতে। সে কল্যাণী ও কল্যাণীর বাবার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চায়। যা তার কোমলতার পরিচায়ক। কল্যাণীকে পাবার আশায় সে মামাকে ছেড়েছে। তাছাড়া কল্যাণী উদ্দীপকের বিজলীর মতো অসহায় নয়। সে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারী। সে নিজের খেয়াল রাখতে যেমন জানে, তেমনি জানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হলে তার পরিণতি বিজলীর মতো হতো না।

৮ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৭]

"কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছু দিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোন রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।"

ক) কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো? ১

খ) অনুপমের মামা স্যাকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? ২

গ) উদ্দীপকের কন্যার বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ) উদ্দীপকের ঘটনাচিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র—কথাটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বর অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুকে পাঠানো হলো।

খ) গহনা আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে স্যাকরাকে সঙ্গে এনেছিলেন।

মামার লক্ষ্য ছিল তিনি কোনোভাবেই কারোর কাছে ঠকবেন না। কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেনের কথাবার্তায় মামা কোনোভাবেই তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেননি। কল্যাণীর বিয়েতে বাবা নগদ পণের সাথে গহনা দিতে চান। এসব গহনা খাঁটি কিনা বা মেয়ের বাবা বরপক্ষকে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মামা স্যাকরাকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসেন।

গ) উদ্দীপকের কন্যার বাপ যেমন যোগ্য বর খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় কন্যার বয়স বাড়িয়ে তুলেছেন, তেমনি মামার খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে অনুপমকেও বিয়ে করতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে।

বিয়ে এমন এক সামাজিক রীতি, যা যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়াই উত্তম। কিন্তু পাত্রপক্ষের পণের লোভ বা পারিবারিক গরিমা অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য পাত্রীর সন্ধানকে বিলম্বিত করে তোলে। আবার বিপরীতক্রমে মহার্ঘ বরের হাটে যোগ্য বর খুঁজে পেতেও কন্যার বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। আর যদি কন্যা বা বরের অভিভাবকগণ হন খুঁতখুঁতে স্বভাবের, তাহলে তো ভোগান্তির কোনো শেষই থাকে না।

আমাদের সমাজে যথাসময়ে মেয়ের বিয়ে প্রদানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজ নির্ধারিত 'বিবাহের বয়স' পার হয়ে গেলে মেয়ের বাবাকে 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা' বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যোগ্য বর এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য তার উপর কন্যার বাবা যদি বরসন্ধানে যথেষ্ট সক্রিয় না হন তাহলে কন্যার বয়স অবৈধ রকমে বেড়ে যায় বটে। উদ্দীপকে এমনই এক আপাত উদাসীন বাবার পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি যোগ্য বর খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় বোধ করি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব কন্যার বয়সের চেয়ে কিঞ্চিত উপরে থাকায় বরপক্ষ আর বিলম্ব করতে রাজি হয়নি। 'অপরিচিতা' গল্পে এমনই 'সবুর করে চলা'র মানসিকতা দেখা যায় অনুপমের মামার চরিত্রে। তিনি এমন কনে চান, যার বাবা ধনী নয়, অথচ যে পণের টাকা পরিশোধ কল্পে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ইতস্তত করবে না। এমন শর্ত মেনে কনে পাওয়া দুষ্কর, তবুও সেখানে দেখা যায় অনুপমের তাড়া উপেক্ষা

www.abswer.com

www.abswer.com

করে তার মামা কেবলই অপেক্ষা করে চলেছেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও বিয়ের ক্ষেত্রে 'ধীরে' চলো নীতি'ই উদ্দীপকের কন্যার বাপের সাথে গল্পের অনুপমের মামাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।

ঘ) উদ্দীপকের ঘটনাচিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র – কথাটি যথার্থ।

পণপ্রথার ঘৃণিত রূপ উদ্দীপক এবং 'অপরিচিতা' গল্পে সমভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু গল্পে বর্ণিত এক শিক্ষিত ছেলের ব্যক্তিত্বহীনতা, পরিবারতন্ত্রের কাছে তার নতিস্বীকার এবং এর বিপরীতে পণ প্রথা প্রতিরোধ, দেশাত্মবোধের চেতনা ও নারী জাগরণের চিত্র উদ্দীপকে স্থান পায়নি।

উদ্দীপকের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে 'গৌরিদান' ও 'পণপ্রথা'র সকরুণ চিত্র উপস্থাপিত। এখানে নারীর 'অধিক' বয়সকে তার ঘাটতি বা দুর্বলতা এবং পণ প্রদানের ক্ষমতাকে সেই 'ঘাটতি কাটিয়ে উঠার যোগ্যতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ থেকে নারীর স্বকীয়তা বা আত্মপরিচয়ের মহিমা সমাজে কতটুকু স্বীকৃত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজে জেঁকে বসা পণপ্রথা যে পুরুষতন্ত্রেরই হাতিয়ার, নারীত্বের অবমাননার দলিল সে কথাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তার জন্য আমাদের দৃকপাত করতে হবে 'অপরিচিতা' গল্পে। কেননা, সেখানে পণ প্রথার বিরুদ্ধে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননার প্রতিবাদ গল্পটির অন্যতম উপজীব্য। কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে পিতা শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। গল্পের শেষাংশে কর্মীর ভূমিকায় আত্মপ্রত্যয়ী কল্যাণীর আত্মপ্রকাশও নারী জাগরণের ইঙ্গিতবহ।

পরিশেষে বলা যায়, 'অপরিচিতা' গল্পটি মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির অকপট পঙ্‌ক্তিমালা। তার জবানিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে। আর সমাজচিত্রের এমন বিস্তৃত কাহিনিপট উদ্দীপকে বিধৃত না হওয়ায় প্রশ্নোক্ত কথাটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [সিলেট বোর্ড–২০১৭]

নিঝুম আর অহনা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু নিঝুমের পরিবার সেটা মেনে নেয় না। কারণ, নিঝুম শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান। অপরদিকে, অহনার পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। নিঝুম পরিবারের সম্মতিতে অন্যত্র বিয়ে করে এবং একসময় অহনাকে ভুলে যায়। অহনার দিন কাটে কষ্টের সমুদ্রে। কারণ, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও মরে না।

ক) বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে? ১
খ) "আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।"– বাক্যটির তাৎপর্য কী? ২
গ) উদ্দীপকের নিঝুমের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে লেখ। ৩
ঘ) উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম–কল্যাণীর জীবনের বিপরীত প্রতিচ্ছবি– মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে।

খ) আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে অনুপমের ক্ষেত্রে বিয়ের দেবতার সাথে কোনো অশুভ শক্তির বিরোধ নেই।

মানুষ সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে ভাগ্য দেবতাকে বিশ্বাস করে। কোনো ক্ষেত্রে জীবনানুভূতির সাথে ভাগ্য দেবতার মিল খুঁজে পেলে তাকে শুভলক্ষণ মনে করে। অনুপমের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে। বিশ্বস্ত বিনু দাদা অনুপমের জন্য পাত্রী দেখে এসে পাত্রীর প্রশংসা করে। এ কারণে অনুপমের কাছে মনে হয় বিয়ে দেবতা তার দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছেন। এখন জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার ক্ষেত্রে পঞ্চশর বা মদন দেবতার কোনো অশুভ দৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এ জন্য আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা অনুপম বুঝাতে চেয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে তার কোনো বাধা নেই। সৌভাগ্যই তার সঙ্গী হতে যাচ্ছে।

গ) উদ্দীপকের নিঝুমের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ভালোবাসা স্বর্গীয় দান। প্রকৃত ভালোবাসার ব্যক্তিকে কখনও ভোলা যায় না। স্মৃতির পাতায় সে বারংবার কড়া নাড়ে। আর যারা ভুলে যায় তারা প্রকৃত প্রেমিক নয়। উদ্দীপকের নিঝুমকে স্বীয় প্রেম ভুলে অন্যত্র বিয়ে করতে দেখা যায়। নিঝুমের এরূপ প্রতারণামূলক আচরণই তাকে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম থেকে পৃথক করেছে।

উদ্দীপকের নিঝুম ও অহনা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু নিঝুমের পরিবার তা মেনে নিতে নারাজ। কেননা, নিঝুম শিক্ষিত ও ধনী পরিবারের সন্তান। সে পরিবারের সম্মতিতে অন্যত্র বিয়ে করে অহনাকে ভুলে যায়। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মধ্যে এর বৈপরীত্য দেখা যায়। চোখে না দেখেও সে ভালোবেসে ফেলে কল্যাণীকে। তাকে পাবার আশায় সে ব্যাকুল। পরিবারের নিষেধ সত্ত্বেও সে কল্যাণীর সন্ধানে বের হয়। একমাত্র প্রকৃত প্রেমিকের পক্ষেই যা সম্ভব। তাই তো ভালোবাসার গভীরত্বের এই দিকটাতেই উদ্দীপকের নিঝুম ও গল্পের অনুপম চরিত্র বিপরীত ধারায় প্রবাহিত।

ঘ) "উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম–কল্যাণীর জীবনের বিপরীত প্রতিচ্ছবি" – উক্তিটি যথার্থ।

প্রাপ্তিতেই সুখ নয়। তবে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও মাঝে মাঝে পরম তৃপ্তি দিতে পারে। ভালোবাসার মানুষটির সাথে বন্ধন স্বর্গীয় অনুভূতির সমান। আবার প্রিয় মানুষটিকে ছেড়ে যাওয়া যেন কষ্টের এক বিশাল পাহাড়কে সাথী করা। যা সবাই বুঝতে পারে না।

www.abswer.com

www.abswer.com

উদ্দীপকের নিঝুম ও অহনা একে অপরকে ভালোবেসেছে। তাদেরও সাধ ছিল একত্রে ঘর বাঁধার। কিন্তু পারিবারিক চাপ তাদের চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত হতে দেয়নি। নিঝুম অন্যত্র বিয়ে করে অহনাকে ভুলে গেছে। যা প্রকৃত প্রেমিকের কাজ নয়। অপরদিকে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চোখে না দেখেও ভালোবেসেছে কল্যাণীকে। কল্যাণীও আর কাউকে কল্পনা করে নি কোনোদিন। পরিবারের শত বাধা উপেক্ষা করে অনুপম ছুটে গেছে কানপুরে কল্যাণীর সন্ধানে। বিয়ের আশা না করলেও সবসময় কল্যাণীর পাশে থাকবে এটাই তার চাওয়া। অজানা কণ্ঠের মধুর সুর বছরের পর বছর তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। দেখা হয়। কণ্ঠ শোনে। যখন সুবিধা পায় কল্যাণীর কাজ করে দেয় অনুপম। যা করে কল্যাণীর মনে একটু জায়গা চায় সে। প্রেমিকার মন-মন্দিরে একটুখানি জায়গা পেয়েই সে স্বর্গীয় অনুভূতি লাভ করে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নিঝুম ও অহনা একে অপরকে ভালোবাসলেও তারা পরস্পর পরিণয়ে আবদ্ধ হতে পারেনি। আর নিঝুম বিয়ে করে ভুলে গেছে সব। অপরদিকে গল্পের অনুপম ও কল্যাণী একে অপরকে বিয়ে করতে না পারলেও পাশাপাশি থেকেছে সব সময়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সার্থক।

১০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [বরিশাল বোর্ড-২০১৭]

ডাক্তার অপূর্ব রংপুর বাসস্টপেজে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন একটি স্কুল বাসে একজন শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ছড়া গান শেখাতে শেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষিকাকে তার চেনা চেনা মনে হলো। তার সঙ্গেই কি অপূর্বের বিয়ে হবার কথা ছিল? অপূর্বের কৌতূহল আর কোলাহলের মধ্যেই বাসটি চলে গেল। শিক্ষিকাকে দেখে মনে হলো স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী। ডাক্তার অপূর্বের মনে পড়লো সেই বিখ্যাত গানের গলি : আমার বলার কিছু ছিল না, ...।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে? ১

খ) "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই"- উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? ২

গ) ডাক্তার অপূর্ব এবং অপরিচিতা গল্পের অনুপম যেদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের শিক্ষিকার মধ্যে অপরিচিতা গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে গল্পকথক অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে।

খ) শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন প্রসঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

যৌতুকলোভী বরের মামা বিয়ের আসরেই কনের গা থেকে গহনা খুলে নিয়ে স্যাকরা দিয়ে পরীক্ষা করান। ব্যক্তিত্বরহিত বর অনুপম এমন দৃশ্য দেখেও নির্বিকার থাকে। স্বভাবতই এমন সংকীর্ণচেতা পরিবারে কন্যা-সম্প্রদানে শম্ভুনাথ বাবুর মন সায় দেয়নি। বিয়ে না পড়িয়েই তাই তিনি বরপক্ষকে বিদায় জানাতে চান। বরপক্ষ তাঁর এমন অভিপ্রায়কে ঠাট্টা হিসেবে আখ্যায়িত করলে তারাই এটি প্রথম করেছেন বলে জানিয়ে দেন শম্ভুনাথ। সেই সাথে এই ঠাট্টার সম্পর্কটাকে আত্মীয়তার সম্পর্কে গড়ানোর ইচ্ছে যে তাঁর নেই সেটাও জানিয়ে দেন।

গ) বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর বাগদত্তার সাথে পুনর্বার সাক্ষাতে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার দিক থেকে ডাক্তার অপূর্ব এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম সাদৃশ্যপূর্ণ।

সব পুরুষেরই মনের মতো কাউকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার স্বপ্ন থাকে। এমন নারীকে বাগদত্তা হিসেবে পেলে সেই স্বপ্ন মনের মধ্যে আরও ডালপালা ছড়ায় বৈকি। কিন্তু কোনো কারণে যদি বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে সেই পুরুষের হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আলোচ্য উদ্দীপকের ডাক্তার অপূর্ব এবং গল্পের অনুপমও এমনই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে পূর্ব বাগদত্তার সাথে ডাক্তার অপূর্বের আচম্বিত সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ উপস্থাপিত হয়েছে। সেই কাঙ্ক্ষিত অপরিচিতা, যে কিনা তার অধরাই রয়ে গেল, সে এখন একজন শিক্ষিকা। তার সপ্রতিভ আচরণ ও ব্যক্তিত্বে ডাক্তার অপূর্ব মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। তার মনের কোণে উঁকি দেওয়া গানের কলি "আমার বলার কিছু ছিল না" তার মনের হাহাকার ও অক্ষমতার কথাই প্রকাশ করে। গল্পের অনুপমের মনেও ঠিক এমনই মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়েছিল তার সাথে বিয়ে হতে যাওয়া কল্যাণী। যৌতুকলোভী মামার সিদ্ধান্ত অধোবদনে মানতে গিয়েই কল্যাণীকে বিয়ে করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অনুপম। কিন্তু কল্যাণীকে সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। মায়ের সাথে তীর্থভ্রমণে গিয়ে ট্রেনে কল্যাণীর সাথে দেখা হলে অনুপমের মনের সেই আকর্ষণ তীব্র মোহে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, ঘরের স্ত্রী হওয়ার কথা ছিল যার, তাকে মনের প্রেমিকা ভেবে মনস্তাপে পোড়ার দিকটি ডাক্তার অপূর্ব এবং গল্পের অনুপমকে এক সারিতে দাঁড় করিয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকের শিক্ষিকার মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী যেন বিশ শতকের নারী জাগরণের অগ্রদূত। ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার শিকার হয়ে তার সংসার-জীবনে প্রবেশের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু রুগ্ণ সমাজ তার আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বকে ভাঙতে পারেনি। বরং দেশচেতনায় ঋদ্ধ হয়ে অনাগত নারী প্রজন্মকে এমন পরিণতি থেকে রক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জীবন যুদ্ধে। কল্যাণীর এমন সাহসী ও সংগ্রামী চরিত্রের প্রতিবিম্বিত রূপ উদ্দীপকের অপরিচিতা।

www.abswer.com

www.abswer.com

উদ্দীপকে ডাক্তার অপূর্বের এক পূর্বপরিচিতার সাথে সাক্ষাৎ লাভের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেই নারী আর কেউ নন, তারই একসময়ের হবু স্ত্রী। স্কুল বাসে শিক্ষার্থীদের ছড়া গান শেখাতে দেখে তার শিক্ষিকা পরিচয়টি জানা যায়। শিক্ষিকাকে দেখে স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী মনে হয়। বিয়ে ভেঙে গেছে বলে নারীটির জীবন কিন্তু থেমে থাকেনি। বরং নতুন আত্মপ্রত্যয়ে শিক্ষার ব্রত নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন সমাজের কল্যাণে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও এমনই এক অসম সাহসী, তেজোদীপ্ত ও আত্মোৎসর্গকারী চরিত্র। বরপক্ষের লোভী ও হীন মানসিকতায় তার বিয়ে ভেঙে গেলে সে সমাজের নারীদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে। নারীজাগরণের উদ্দেশ্যে সে নারীশিক্ষা প্রদানকে নিজের জীবনের পরম ব্রত হিসেবে বেছে নেয়। তার এ ব্রতকে সার্থক করে তুলতে সে অনুপমের দ্বিতীয় প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এতে তার তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংসার ধর্ম উপেক্ষা করে এ ব্রত পালন তার স্বাধীনচেতা সত্তারই ইঙ্গিতবহ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের স্বল্প পরিসরেও একজন শিক্ষিকার সংঘাতময় জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ নিঃসন্দেহে গল্পের কল্যাণীর কথাই মনে করিয়ে দেয়।

১১ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [রাজশাহী বোর্ড–২০১৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাঠ শেষ করতে করতেই আমার বোনের অনেক বয়স হয়ে যায়। তিন তিনবার তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবার পর কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ি। একদিন তাকে ডেকে বলি, 'সানজিদা, কাল বাসায় একটি নতুন বরপক্ষ তোকে দেখতে আসবে।' শুনে ওর চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে, বলে, 'তুই শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছিস তপন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আমার যা কাজ তা জীবনভর শেষ হবার নয়'।

ক) কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে? ১
খ) অনুপমের বিবাহ যাত্রার বর্ণনা দাও। ২
গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্য কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অনুপমকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

খ) অনুপমের বিবাহ যাত্রা খুবই আড়ম্বরপূর্ণ ও কোলাহলময় ছিল।

অজস্র বরযাত্রী নিয়ে ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট বাজাতে বাজাতে বরবেশে অনুপম বিবাহ–বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। আংটিতে হারেতে জরি–জহরাতে বরের পুরো শরীর আবৃত ছিল। অর্থাৎ অনুপমের বিবাহ যাত্রায় তাদের পরিবার যে ধনে– মানে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেটি দেখানোর আগ্রহ ছিল। তা ছাড়া ভাবী শ্বশুর যেন জামাইয়ের মূল্য নির্ধারণে ভুল না করেন সে প্রচেষ্টাও কম ছিল না। তবে অনুপমের কাছে একে সুরশূন্য কোলাহল সহযোগে তার নিজের শরীরকে গহনার দোকান সাজিয়ে নিলামে চড়ানোর মতো মনে হয়েছে। তার এমন অনুভবে এই বিবাহ যাত্রার অন্তঃসারশূন্যতাই স্পষ্ট হয়।

গ) দেশচেতনায় ঋদ্ধ হয়ে সংসারধর্ম উপেক্ষা করার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর জীবননাট্যের ঘটনা প্রবাহে বৈসাদৃশ্যও কম নয়।

আমাদের সমাজে যথাসময়ে নারীদের বিয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা তার স্বনির্ধারিত 'বয়স সীমা' অতিক্রম করার দায়ে 'আইবড়ো' তকমা লাগিয়ে দেবে এবং তাকে সমাজচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালাবে। তথাপি কিছু কিছু নারী এই বাধ্যবাধকতা জয় করার দুঃসাহস দেখান এবং পুরুষতান্ত্রিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বীয় লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। উদ্দীপকের সানজিদা এবং গল্পের কল্যাণী এমনই দুই নারী। তবে দুজন দুই শতাব্দীর এবং ভিন্ন ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ায় তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও সূচিত হয়েছে।

উদ্দীপকের সানজিদা উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাঠ শেষ করতে করতে তার বয়স অনেক বেড়ে যায়। তারপর তার বিয়ের চেষ্টা করা হলে বরপক্ষ তার শিক্ষাকে নয়, বয়সকে প্রাধান্য দেয়। ফলে দেখা যায়, তিন তিনবার তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। এতে তার পরিবার একটু হতাশ হয়ে পড়লেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। যে কারণে একটি নতুন বরপক্ষ সানজিদাকে দেখতে আসার কথা জানায়। কিন্তু ইতোমধ্যেই অপমানে অপমানে সানজিদা বিয়ের সংকল্প ত্যাগ করে মানবসেবায় ব্রতী হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। জীবনের বাকি সময়টুকু সে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করতে চায়। তারই মতো পথের পথিক গল্পের কল্যাণীও। তবে তার একবারই বিয়ে ঠিক হয়, যা ভেঙে গেলে সে আর বিয়ে না করার সংকল্প নেয়। তা ছাড়া সে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মেয়ে, সানজিদার মতো অত লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। তবু সমাজের নারীদের অবস্থান পাল্টাতে তাদের শিক্ষার ব্রত নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্যের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

'অপরিচিতা' গল্পটি বিশ শতকের সূচনালগ্নের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত। এই গল্পে যৌতুক প্রথার ঘৃণিত রূপ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আছে এর বিরুদ্ধে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতাও। তবে এসব কিছু ছাপিয়ে গল্পটির মূল বক্তব্য হিসেবে

www.abswer.com

www.abswer.com

পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার বিরুদ্ধে নারী জাগরণের বার্তাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। উদ্দীপকের নারী অবমাননার বিরুদ্ধে সানজিদার প্রতিবাদ এই বক্তব্যের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরে।

উদ্দীপকের উচ্চ শিক্ষিত সানজিদার তিন তিনবার বিয়ে ঠিক হলেও প্রতিবারই তা ভেঙে যায়। বর্তমান পৃথিবী একবিংশ শতকে প্রবেশ করলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় যে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি এই ঘটনাই তার প্রমাণ। কেননা, আজও কনের শিক্ষা-দীক্ষাকে নয়, বয়স কম থাকাকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া নারীর শিক্ষা তার আত্মনির্ভরতার শক্তি, আর একই কারণে তা পুরুষতন্ত্রের পক্ষে কাঁটা। উদ্দীপকের সানজিদা বার বার নারীত্বের অবমাননা সয়েও বরপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে আর অপমানের নীল যন্ত্রণায় পুড়েছে। তাই এই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দীক্ষা নিয়েছে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে চায় সে। সানজিদার এই দেশচেতনা ও আত্মাভিমান ভবিষ্যতের নতুন নারীর ইঙ্গিতবহ। 'অপরিচিতা' গল্পটিও এক নারীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবের সংকেতবহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গল্পটিতে তার এই জাগরণের পটভূমি রূপে পুরুষতন্ত্রের যে অমানবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। যৌতুক নিয়ে কল্যাণীর চরম অবমাননাকালে তার ব্যক্তিত্বরহিত বর পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুল হয়ে থেকেছে। নিঃসন্দেহে এই যৌতুক প্রথা পুরুষতন্ত্রেরই এক নির্মম হাতিয়ার, যার কোনো উল্লেখ উদ্দীপকে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের একটি বিশেষ ভাব উঠে এলেও এর পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।

১২ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [যশোর বোর্ড-২০১৭]

কারো ঘর ভাঙে ঝড়ে
কারো সংসার পুড়ে যায় যৌতুকের আগুনে।
কেউ করে হায় হায়, বাপ-মা কাঁদে
মেয়েকে বিয়ে দিতে হয়-পড়ে যৌতুকের ফাঁদে।
করবে না বিয়ে সোনালি নিজেকে করে পণ্য
এটা তার পণ সোনালি জীবনের জন্য।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল? ১
খ) "কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি"– বক্তার এমন অনুভূতির কারণ বুঝিয়ে লেখ। ২
গ) উদ্দীপকের সোনালি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে ইঙ্গিত করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ) "উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং 'অপরিচিতা' গল্পের সামাজিক পটভূমি সাদৃশ্যযুক্ত"– তোমার যুক্তিসহ মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল।

খ) প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে কল্যাণীর পাশে একটু জায়গা পাওয়ায় অনুপমের স্বস্তির তৃপ্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও অনুপমের মামার গুরুতর অসদাচরণে বিয়ে ভেঙে যায়। অনুপম কল্যাণীর দেখা এক মুহূর্তের জন্যও পায়নি। যেদিন থেকে কল্যাণীর নাম শুনেছে সেদিন থেকে অনুপম তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। সবশেষে রেল স্টেশনে কল্যাণীকে দেখে অনুপম তার কণ্ঠ ও রূপ মাধুর্যে অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু কল্যাণী নারী সেবার ব্রত নিয়ে বিয়ে না করার পণ করে। তাই অনুপম প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষটির কাছে থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে। আর এই স্থানই তার কাছে পরম তৃপ্ততার।

গ) উদ্দীপকের সোনালি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রকে ইঙ্গিত করে।

বর্তমান সমাজের এক ভয়াবহ ব্যাধির নাম যৌতুক। যার ছোবলে নারীরা দংশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অনেক সংসার এর আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। যৌতুকের দাবি পূরণ করতে গিয়ে অনেক পরিবার হয়েছে নিঃস্ব। উদ্দীপকের সোনালি ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী যৌতুকের নিষ্ঠুর ছোবলে আক্রান্ত হলেও তারা প্রতিবাদ করেছে সমাজের এ ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে।

উদ্দীপকের সোনালি যৌতুকের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করেছে। যৌতুকের পরিণাম যে ভয়াবহ সেটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই তো সে পণ করে যৌতুক দিয়ে নিজের আত্মসম্মান বিকিয়ে দেবে না। প্রয়োজনে সারাটা জীবন একা একাই কাটিয়ে দিবে তবুও সে নিজেকে পণ্য করতে রাজি নয়। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও এমনই একটি প্রতিবাদী চরিত্র। সে-ও যৌতুকের নির্মম প্রথার শিকার। বিয়ের দিন তার বিয়ে ভেঙে যায়। সে প্রতিজ্ঞা করে আর বিয়ে করবে না। কারণ যৌতুক সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সে লোভী মানুষগুলোকে ঘৃণা করে নতুন করে বাঁচতে শেখে। দেশ সেবায় ব্রতী হয়। সমাজ থেকে যৌতুক নামক ব্যাধি তাড়াতে সে নারী শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়। তাই বলা যায়, যৌতুকের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে উদ্দীপকের সোনালি যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীরই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

ঘ) "উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং 'অপরিচিতা' গল্পের সামাজিক পটভূমি সাদৃশ্যযুক্ত"– মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

কাল পরিক্রমায় চলে আসা যৌতুক প্রথা বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এ কারণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে প্রতিনিয়ত। সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় এটা সুস্পষ্ট যে 'অপরিচিতা' গল্পে উপস্থাপিত যৌতুক প্রথার ঘৃণিত চর্চা এখনো থেমে নেই। সমাজের প্রতিটি স্তরে এ বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। যা প্রতিটি নারীর জীবনে বয়ে আনে নিষ্ঠুর ভয়াবহতা। এ ধরনের সমাজ চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে 'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকের ঘটনায়।

সমাজে প্রচলিত বর্বরতম প্রথাগুলোর মধ্যে যৌতুক অন্যতম। এ ঘৃণ্য প্রথার কারণে হাজারো নারীর জীবন অংকুরেই ঝরে গেছে। বেঁচে থাকলেও জীবন হয়ে উঠে নরকময়। সংসার জীবনে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া। যৌতুকের এ নিষ্ঠুর প্রথার কারণে সমাজে এক অঘোষিত নিয়ম চালু হয়েছে, যেখানে বরপক্ষ যৌতুক ছাড়া বিয়ের কথা চিন্তাই করতে পারে না। আর সমাজের এ ঘৃণ্য প্রথার কারণে মেয়ে পক্ষও যেন মেয়েদের পণ্য করে বাজারে বিক্রির জন্য জামাইরূপী ক্রেতার সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত। উদ্দীপকে এ সমাজ বাস্তবতার বর্বর চিত্রই প্রতিফলিত হচ্ছে। তুলে ধরা হয়েছে যৌতুকের নৃশংসতা ও ভয়াবহতা। যৌতুকের ফাঁদে পড়ে ঘুরপাক খাওয়া সোনালির পরিবারের নিষ্ঠুর বাস্তবাতা। তদ্রূপ 'অপরিচিতা' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সমাজে আসন গেড়ে বসা নির্মম যৌতুক প্রথার ভয়ংকর ছোবলের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণতায়। গল্পে উঠে এসেছে যৌতুক লোভী পরিবারের নৃশংস আচরণ। যেখানে যৌতুকের বলি হতে হয়েছে কল্যাণীকে। তৎকালীন সমাজে এ চিত্র স্বাভাবিক ছিল। কারণ বিয়তে যৌতুক নেওয়া সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল যা বর্তমানেও শিকড় গেড়ে আছে আমাদের সমাজে। আমাদের সমাজের পশুর ন্যায় মানুষগুলোও এটি সমর্থন করছে আনন্দচিত্তে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং অপরিচিতা গল্পের সামাজিক কাঠামো একই সূত্রে গ্রথিত।

১৩ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [ঢাকা বোর্ড–২০১৬]

কন্যার পিতা রামসুন্দর আমাদের রায় বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শুভ কার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায় বাহাদুর বললেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।" এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল।

.....

ইতঃমধ্যে একটি সুবিধা হইল। বর সহসা তার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাবাকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।"

ক) বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল? ১

খ) 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ) উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধর। ৩

ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতির দিকটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।" — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক) বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

খ) 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি' কথাটি দ্বারা অনুপম নিজেকে সুবোধ বালক হিসেবে ব্যক্ত করেছে।

জগতে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের বয়স বাড়লেও ছেলেমানুষি ভাব দূর হয় না। নিজের জগৎটা ঘরের অন্দরেই থেকে যায়। পিতৃহারা অনুপম ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে মানুষ হয়েছে। সংসারে প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না। সে কোলে কোলেই মানুষ হয়েছে। এজন্য পরিণত বয়সেও সে কোলের শিশুর মতো রয়ে গেছে। বিয়ের জন্য এ ধরনের বালকসুলভ আচরণ যথোপযুক্ত নয়। এজন্য সুবোধ বালকের এ গুণটিকে ব্যক্ত করে অনুপম আলোচ্য পঙ্ক্তিটির অবতারণা করেছে। অর্থাৎ গজাননের কোলের ভাই যেমন যুদ্ধ সৈনিক হতে পারে না, তেমনি আলোচ্য উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, অনুপমও বিয়ের জন্য সুপাত্র নয়, মানুষ হিসেবে সুবোধ বালক মাত্র।

গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মসম্মানবোধ ও প্রতিবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কখনও কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। বরং সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল কর্মকাণ্ড সে প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। এমনকি পরিবারের স্বার্থবিরোধী হলেও অন্যায়কে সে কখনও মেনে নেয় না। উদ্দীপকের বরের ক্ষেত্রে এমনি এক দৃশ্যের অবতারণা হলেও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম এক নির্জীব জড় পদার্থের নাম। তার ব্যক্তিত্বহীন আচরণই এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। অনুপম তার মামার হাতের কাঠের পুতুল। মামার মতামতের উপর ভিত্তি করেই তার জীবনের পথচলা। নিজের মতামত, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ইচ্ছা–অনিচ্ছার কোনো মূল্যই তার মামার কাছে নেই। শিক্ষিত হলেও সে ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিবাদী হতে পারেনি। তাইতো মামার সকল সিদ্ধান্তই তাকে নতশিরে মেনে নিতে হয়। বর বেশে কনেপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হলেও মামার অন্যায় আবদারকে সে ঘৃণাভরে নাকচ করতে পারেনি। ফলে কনের বাবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে বিয়ে না করেই কনের বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজের ঘৃণ্য নিয়মের জোরে মূল্যহীন পারিবারিক ঐতিহ্যের কাছে তাকে নীরবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকের বর সম্পূর্ণই তার বিপরীত। সমাজ ও নারীর জন্য অকল্যাণকর যৌতুককে সদর্পে না জানিয়ে সে একজন আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্ববান ও প্রতিবাদী পুরুষের

www.abswer.com

www.abswer.com

পরিচয় দিয়েছে। যৌতুকের টাকার দাবি কনে পক্ষ পরিশোধ করতে সমর্থ না হওয়ায় বরের বাবা রামসুন্দর যখন ছেলেকে বিয়ে করাবে না বলে মনস্থির করে ঠিক তখনই বর তার বাবার শাসনকে তোয়াক্কা না করে, বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শগত কারণেই উদ্দীপকের বরের সাথে অনুপমের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকের ঘটনাটিতে অপরিচিতা গল্পে বর্ণিত যৌতুক নামক সামাজিক অসঙ্গতির দিকটি তুল ধরা হয়েছে।

যৌতুক প্রথা সমাজের এক ভয়ানক ব্যাধি। সমাজের এই অসঙ্গতিটি মানুষের জীবনে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যৌতুক নারীদের জন্য অভিশাপ নিয়ে আসে। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে সমাজব্যবস্থার এই ঘৃণ্য প্রথাটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সমাজে আসন গেড়ে বসা নির্মম যৌতুক প্রথা নির্মূলের এক অসাধারণ প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। গল্পে অনুপমের মামা যৌতুক নিয়ে ছল-চাতুরী এবং অহেতুক বাড়াবাড়ি করে সংকীর্ণ মনের লোভী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে, যা ভালোভাবে নেয়নি কনে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ বাবু। বর অনুপমের মামার এহেন আচরণে তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুপমের মামাকে যথাযথ জবাব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অনুপম ছিল নির্বাক। মামার এরূপ আচরণে সে কোনো রূপ প্রতিবাদ করেনি। বরং মামার অন্যায় আচরণে মৌন সমর্থন যুগিয়েছে। শিক্ষিত হয়েও অনুপম প্রতিবাদী ও আত্মসচেতন হতে পারেনি। এর ফলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার ব্যাধি ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে উদ্দীপকের সমাজ ব্যবস্থায়ও গল্পে বর্ণিত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার যৌতুক প্রথাকে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রেও যৌতুক প্রথার করালগ্রাসে পতিত এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অসহায় মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। কন্যার পিতা যৌতুকের টাকা শোধ করতে না পারার অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে আকুলভাবে পরবর্তীতে তা শোধ করার প্রতিশ্রুতিও দেন। তথাপি বরের পিতা বিয়ে ভেঙে দিলে পরিস্থিতি খুব করুণ রূপ ধারণ করে। অবশেষে বরের দৃঢ় পদক্ষেপে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এখানে যৌতুকের ঘৃণিত রূপই প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যৌতুক প্রথা কেন্দ্রিক অভিন্ন প্রেক্ষাপট 'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পের বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি যৌতুক প্রথার নির্মমতার দিকটি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

১৪ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]

অফিস থেকে ফেরার পথে রাশেদ বাসে দীর্ঘদিন পর দেখতে পেল রাবেয়াকে। মনে পড়ল রাবেয়ার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর হঠাৎ রাশেদের বাবা মোটা অংকের যৌতুক দাবি করে বসে মেয়ের বাবার কাছে। উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন পুত্রের জন্য এটা নাকি তার ন্যায্য দাবি। রাবেয়ার বাবার যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন না যৌতুক দিতে। ক্ষোভে অপমানে তৎক্ষণাৎ ভেঙে দেন বিয়ে। ক্ষুব্ধ রাবেয়াও সমর্থন করে বাবাকে। বিয়ে ভেঙে গেলেও রাবেয়া থেমে থাকেনি। এক ব্যাংকারকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। চাকরি করছে একটা কলেজে।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল? ১
খ) "ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নেই"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর সাদৃশ্য কোথায়? ৩
ঘ) "উদ্দীপকের রাবেয়া 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে না"– স্বীকার কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেন পেশায় ডাক্তার ছিলেন।

খ) অনুপম নিজের ভালোমানুষির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছে।

অনুপম একজন নির্ঝঞ্ঝাট, নির্বিরোধী মানুষ। কখনো গুরুজনের আদেশ অমান্য করেনি, অন্তঃপুরের শাসনের বাইরে যায়নি। তার কাছে অসৎ মানুষ হওয়াটা ঝামেলাপূর্ণ মনে হয়। কেননা অসৎ ব্যক্তিদের নানা ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয় যা তার ধাতে সয় না। এর চেয়ে অভিভাবকের নির্দেশ মেনে ভালোমানুষ হওয়াটা সহজ মনে হয় তার কাছে। আর এ কারণেই সে নিতান্ত ভালোমানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে বলে দাবি করে।

গ) আত্মসম্মানবোধের দিক থেকে উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আত্মসম্মানবোধ ব্যক্তিত্ববান মানুষদের প্রধান অলংকার। এই গুণটিই ব্যক্তির স্বকীয়তার পরিচয়বাহী। আত্মসম্মানবোধে জাগ্রত মানুষ অন্যায় বা অপমানের কাছে মাথা নত করে না। দৃঢ়তার সাথে তার প্রতিবাদ জানায়। আর এই মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবা ও 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ বাবু বিয়ে বাড়ি থেকে পাত্রপক্ষকে ফিরিয়ে দেয়।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ বাবু আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত শিক্ষিত মানুষ। মাতৃহারা একমাত্র মেয়ে কল্যাণীকে তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসেন। মেয়ের সুখের জন্য তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি। তাই উচ্চ যৌতুকে অনুপমের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু বিয়ের দিন অনুপমের মামার অশোভন আচরণের মুখোমুখি হন। পাত্রীর গা থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করানোর মতো হীন কাজ দেখে তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। কারণ নিজ মেয়েকে ঠকাবে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা যাদের মধ্যে কাজ করে তাদের সাথে আর যাই হোক আত্মীয়তা হতে পারে না। অপরপক্ষে উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবার মাঝেও সন্তানবাৎসল্য প্রবল। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনিও বিশাল

www.abswer.com

www.abswer.com

আয়োজন করেন। কিন্তু সমস্ত আড়ম্বর সম্পন্ন হওয়ার পর পাত্রের বাবা রাবেয়ার বাবার কাছে মোটা অঙ্কের পণ চেয়ে বসে। ক্ষোভে আর অপমানে তিনিও তৎক্ষণাৎ বিয়ে ভেঙে দেন। আর এভাবেই দেখা যায় যে, উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবা বরপক্ষের যৌতুকের দাবি উত্থাপনমাত্রই তা প্রত্যাখ্যান করে আর আলোচ্য গল্পের কল্যাণীর বাবা যৌতুক মেনে নিলেও অনুপমের মামার নীচ কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের ফিরিয়ে দেন। মূলত উভয়ের প্রত্যাখ্যানের নেপথ্যে তাদের প্রবল আত্মসম্মানবোধই কাজ করেছে।

ঘ) 'উদ্দীপকের রাবেয়া 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে না'–বক্তব্যটি স্বীকার্য।

স্বপ্নভঙ্গ হলেই জীবনতরী থেমে থাকে না, তার আপন নিয়মে এগোতে থাকে। কেউ নতুন স্বপ্ন বুনে গড়ে সুখের আলয়। আবার কেউ স্বপ্নভঙ্গের সেই কারণকে সমূলে বিনাশ করতে নিজেকে উৎসর্গ করে অনাগত সহযাত্রীদের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করতে। রাবেয়া ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী যথাক্রমে এরূপই দুই সাহসী চরিত্র।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী এক অসম সাহসী, তেজোদীপ্ত, দৃঢ়তা আত্মোৎসর্গকারী ও প্রতিবাদী চরিত্র। অনুপমের মামার ছোটলোকসুলভ আচরণের জন্য তার বিয়ে ভেঙে গেলে সে সমাজের নারীদের এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকে। নারীজাগরণের উদ্দেশ্যে সে নারীশিক্ষা প্রদানকে নিজের জীবনের পরমব্রত হিসেবে নেয়। তার এ ব্রতকে সার্থক করে তুলতে সে অনুপমের দ্বিতীয় প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এতে তার তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সংসারধর্মকে উপেক্ষা করে তার এ ব্রত পালন অনবদ্য, অতুলনীয়। বিপরীতে উদ্দীপকের রাবেয়ার জীবনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু রাবেয়া নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় বিয়ের পিঁড়িতে বসে। এক ব্যাংকারকে সে করেছে জীবনসঙ্গী। পাশাপাশি একটি কলেজে চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ রাবেয়া তার নিজের জীবন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা প্রকাশ করেছে এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়েছে, কল্যাণীর মতো নিজেকে দেশের কল্যাণে সঁপে দেয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনার শেষাংশে তাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, উভয়ের জীবন একই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা ভিন্ন। মনোবল ও আত্মোৎসর্গীকরণের মহান চেতনাই কল্যাণীকে রাবেয়ার কাছ থেকে আলাদা করেছে।

১৫ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [চট্টগ্রাম বোর্ড–২০১৬]

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্য, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। ..... দুর্বল অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না।

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন স্থানে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়? ১

খ) কল্যাণীর 'মাতৃআজ্ঞা'র ধরন আলোচনা কর। ২

গ) উদ্দীপকের তাৎপর্য অনুসারে অন্ধ মাতৃস্নেহের কবলে পড়ে যেরূপ চরিত্রধর্ম বিকশিত হওয়ার কথা তার অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে দেখা যায়।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) "উদ্দীপকের ভাবার্থের মতো সীমাবদ্ধতাই অনুপম চরিত্রের একমাত্র দিক নয়, বৃত্তভাঙার আনন্দও তার আছে"– 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়া শিলাইদহে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ) নারীশিক্ষার মতো মহতী উদ্যোগকে ব্রত হিসেবে নেয়াই কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার ধরন।

কল্যাণীর 'মাতৃআজ্ঞা' মূলত দেশমাতারই আজ্ঞা। দেশের প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কর্তব্য থাকে। কল্যাণী এই কর্তব্যকেই আজ্ঞা হিসেবে পালন করেছে। বরপক্ষের শঠতার কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সে নারীশিক্ষায় ব্রতী হয়। সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা, নারীকে পণ্য করে তোলা, নারীর যৌতুক নামক ঘৃণ্যপ্রথার বলি হওয়া প্রভৃতি দেখে তার মন বিষিয়ে ওঠে। আর নারী সমাজকে এ দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে কল্যাণী সবকিছু ভুলে নিজেকে অবহেলিত নারীদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত করে। আর এসবকেই সে তার 'মাতৃআজ্ঞা' হিসেবে মাথা পেতে নিয়েছিল।

গ) উদ্দীপকের তাৎপর্য অনুসারে অন্ধ মাতৃস্নেহের কবলে পড়ে যেরূপ চরিত্রধর্ম বিকশিত হওয়ার কথা তার অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে দেখা যায়– মন্তব্যটি সর্বাংশে সত্য।

অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নিজের মতামত প্রকাশ না করা অন্যায়ের স্বীকৃতিরই শামিল। গুরুজন, আত্মীয় বা সুহৃদ যে-ই হোক না কেন সে অন্যায় করলে তাকে বাধা দেওয়া উচিত। তার প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে নির্বাক থাকা নিজের স্বকীয়তাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এরূপ দোষেই দুষ্ট আলোচ্য গল্পের অনুপম চরিত্রটি।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম, যদিও গল্পের শুরুর দিকে তার মাঝে নায়কোচিত কোনো আচরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুপম গল্পের প্রথমাংশে যেন এক নির্জীব, নিষ্প্রাণ, নিস্তরঙ্গ ও ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে তার মা ও মামার একান্ত আদরের ধন। তাই তার সকল কিছুতেই তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করলেও সে ব্যক্তিত্বরহিত; পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তার আচরণে মনে হয় সে যেন মায়ের কোলে বসা এক সুবোধ বালক। তার জীবনঘুড়ির নাটাই যেন তার মা ও মামার

www.abswer.com

হাতে। সে যেন এক কৃত্রিম যন্ত্র, যার চালক তার অভিভাবক। মূলত মা ও মামার স্নেহাধিক্যই তাকে পুতুল করে তুলেছে। তাদের প্রতি তার একান্ত নির্ভরশীলতা তাঁকে সিদ্ধান্তহীন করে তুলেছে। কারণ মাতৃস্নেহ বা অভিভাবকের আদর সোহাগ অমূল্য হলেও অতিস্নেহ বা অন্ধস্নেহ প্রায়শই অমঙ্গল আনয়ন করে। তার মানবীয় বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রধর্ম বিকশিত হতে বাধা প্রদান করে। সে অভিভাবকের বলয়াবন্ধ হয়ে পড়ে। বাইরের দুনিয়ায় নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে সে সংকোচ বোধ করে। আর আলোচ্য গল্পের প্রতিনিধি অনুপম চরিত্রটি এরূপ ব্যক্তিত্বহীনের মূর্ত প্রতীক। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে নির্দেশিত অন্ধ মাতৃস্নেহের দিকটিই অনুপমের চরিত্রধর্ম বিকাশের প্রধান অন্তরায়।

ঘ) অনুপম তার মা–মামার ক্ষুদ্র বলয়ে চিরকাল আটকে থাকেনি; শেষ পর্যন্ত সে উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে।

অন্ধ অপত্যস্নেহ সন্তানকে বৃত্তাবন্ধ করে ফেলে; সংসার সমুদ্রে সাঁতরানোর যে অনাবিল আনন্দ তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তখন তার ব্যক্তিত্বরূপী শিকড় মাটি না পেয়ে পরগাছার রূপ ধারণ করে। ব্যক্তিজীবনের চূড়ান্ত সময়ে এসেও যদি তাদের বোধোদয় না হয় তবে তাদের জীবন হয়ে ওঠে পুতুলসম। আর যারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরে সঠিক পন্থা অবলম্বন করে তারা দেরিতে হলেও জীবনের সঞ্জীবনী সুধা পান করার সুযোগ পায়। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম এরূপ অমৃত পানকারীদেরই একজন।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম উচ্চশিক্ষিত হয়েও গল্পের শুরুতে ব্যক্তিত্বহীনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্নেহের আতিশয্য তাকে মূক করে তুলেছে। পাত্রীর প্রতি অফুরান নিষ্পাপ ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তার চরম অবমাননাকালে সে চুপ থেকেছে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর মতো মানসিক শক্তি তার ছিল না। নিষ্ঠুর পরিবারতন্ত্রের বলয় থেকে বেরিয়ে আসা ছিল তার পক্ষে কঠিন। গল্পের প্রথমাংশ জুড়েই আমরা তাকে তার মামার ছায়া হিসেবে দেখি। প্রথমদিকে তার স্বকীয়তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমনকি শম্ভুনাথ সেনের প্রত্যাখ্যানের সময় তার মননে আঘাত পড়লেও তখন বুদ্ধিদীপ্ত কোনো আচরণ দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু ট্রেন যাত্রার সময় কল্যাণীর মধুবর্ষী সুর আর তেজোদীপ্ত বক্তব্য তার চেতনালোকে নাড়া দিয়ে যায়; তার মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে। সে আবার কল্যাণীকে প্রস্তাব দেয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি। এ থেকে বোঝা যায়, অনুপম গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল। উদ্দীপকের স্নেহাতিশয্যপূর্ণ শিশুর মতো সে আলালের ঘরের দুলাল হয়ে বসে থাকেনি।

আলোচনার শেষাংশে প্রতিভাত হয় যে, কালক্ষেপণ করে হলেও 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম শিকল ভাঙার গৌরব অর্জন করেছে। বৃত্তভাঙার আনন্দরসও সে পান করেছে প্রাণভরে।

১৬ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [সিলেট বোর্ড–২০১৬]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সিদ্দিকা। ব্যারিস্টার লতিফ আলমাসের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়। লতিফের চাচার ছিল সম্পদের লোভ কিন্তু সিদ্দিকার বড় ভাই সোলেমান তার বোনকে সম্পত্তি লিখে দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। তাই চাচা লতিফ আলমাসকে অন্য এক বিত্তশালী বিধবার কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। অনেক ঘটনা–দুর্ঘটনার পর সিদ্দিকার সঙ্গে লতিফের যখন দেখা হয় তখন বিপত্নীক লতিফ সিদ্দিকাকে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সিদ্দিকা সবকিছু জানার পর লতিফকে ক্ষমা করে কিন্তু সংসার করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কারণ ততদিনে সে নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে বদলে ফেলেছে।

ক) অনুপমের পিতার পেশা কী ছিল? ১
খ) 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন' –বুঝিয়ে দাও। ২
গ) উদ্দীপকের চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটি তুলনীয়? –আলোচনা কর। ৩
ঘ) "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।" –বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অনুপমের পিতার পেশা ছিল ওকালতি।

খ) 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন' –বক্তব্যটি এক আত্মাভিমানী পিতৃহৃদয়ের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

বিয়ের আসরে বরপক্ষের লোভী ও হীন মানসিকতায় কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ যেন যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। যৌতুকলোভী বরের মামা কনের স্বর্ণ পরীক্ষার জন্য বিয়ের দিনই স্বর্ণকার নিয়ে আসে, যা তার নিচু মানসিকতার পরিচায়ক। এমন সংকীর্ণচেতা পরিবারে কন্যা সম্প্রদানে শম্ভুনাথ বাবুর মন সায় দেয় না। নিতান্তই শান্ত প্রকৃতির হওয়ায় তিনি ধীর, চঞ্চলতাশূন্য ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বরপক্ষকে বিদেয় হতে বললে বরের মামা ঠাট্টা করা হচ্ছে কিনা জানতে চায়। আর তখনই কল্যাণীর বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

গ) উদ্দীপকের চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কথক অনুপমের মামার চরিত্রটি তুলনীয়।

সকল সমাজেই কতিপয় যৌতুকলোভী স্বার্থান্ধ মানুষ দেখা যায়, যারা যৌতুককে তাদের ন্যায্য হিস্যা ভাবে। যৌতুক আদায় করতে তারা যে কোনো হীন পন্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে এমনই দুজন স্বার্থান্বেষী নীচ চরিত্রের দেখা মিলে।

উদ্দীপকের লতিফের চাচা সম্পদলোভী। লোভে অন্ধ হয়ে সে পাত্রী সিদ্দিকার বড় ভাই সোলেমানকে বলে বিয়ের আগেই বোনের সম্পত্তি লিখে দিতে। কিন্তু সোলেমান এই প্রস্তাবে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে বিয়ে ভেঙে যায়। অনুরূপ লোভী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি 'অপরিচিতা' গল্পেও লক্ষণীয়। গল্পের নায়ক অনুপমের একমাত্র কার্যকর অভিভাবক তার মামা। যৌতুকের লোভে সে এতই অন্ধ যে বিয়ের পূর্বেই কন্যার গয়না পরীক্ষা করে দেখতে চায়। আর গয়না পরীক্ষা করতে সে সাথে করে বিয়ের আসরে স্বর্ণকার নিয়ে আসে।

www.abswer.com

www.abswer.com

এভাবে বিয়েটাকে সে দুটি প্রাণের মিলন না ভেবে যৌতুক প্রাপ্তির উপলক্ষ করে তুলেছে। তাই উদ্দীপকের চাচাকে তার প্রতিবিম্ব স্বরূপ বিবেচনা করা যায়।

ঘ) প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মূল লক্ষ্য যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সমাজে প্রচলিত বর্বরতম প্রথাগুলোর মধ্যে যৌতুক একটি। এর কারণে হাজারো নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নরকসম হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির কালো ছায়া। আবার অনেক নরপিশাচ অভিভাবক কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ যৌতুক বুঝে না পেলে বিয়ের আসর থেকেই পাত্রকে নিয়ে চলে যায়। অভিভাবকদের এরূপ কশাইসুলভ আচরণ দেখেও অনেক ব্যক্তিত্বরহিত পাত্র নির্বিকার থাকে, যা দেখে সচেতন ব্যক্তিমাত্রই ব্যথিত হয়। কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও যৌতুক প্রথার বিষময় চিত্র আমরা লক্ষ করি উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে।

উদ্দীপকের লতিফ আলমাসের চাচা হীন মানসিকতাসম্পন্ন ও লোভী প্রকৃতির। পাত্র লতিফ আলমাস ও পাত্রী সিদ্দিকার বিয়ের কথা পাকা। কিন্তু সেখানে বাধ সাধে পাত্রের চাচা, তার কথা পাত্রীকে সম্পদ লিখে দিতে হবে। কিন্তু পাত্রীর বড় ভাই সোলেমান তার বোনকে সম্পত্তি লিখে দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। যার ফলে বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে লতিফ আরেক বিত্তশালীর কন্যাকে ঘরে আনে। এক পর্যায়ে তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে সিদ্দিকাকে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সিদ্দিকা ইতোমধ্যে তার জীবনের গতিপথ পাল্টে নারী মুক্তি আন্দোলনে ব্রতী হওয়ায় তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অনুরূপ চিত্র আমরা 'অপরিচিতা' গল্পেও প্রত্যক্ষ করি। গল্পে অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হলেও অনুপমের মামার হীন মানসিকতার কারণে কল্যাণীর বাবা সে বিয়ে ভেঙে দেয়। কারণ হবু আত্মীয়কে অবিশ্বাস করে যে লোক বিয়ে বাড়িতে স্বর্ণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বর্ণকার আনতে পারে তার বাড়িতে আর যাই হোক মেয়ে সুখ পাবে না। এ সময়ে পাত্রকেও পুতুলবৎ আচরণ করতে দেখা যায়, যা পাঠককুলকে আরও মর্মাহত করে। পরবর্তীতে কোনো একসময় দেখা হলে অনুপম কল্যাণীকে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু কল্যাণী সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। এভাবেই গল্পের করুণ সমাপ্তি ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে তাই নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয় যে, উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্প উভয়ক্ষেত্রে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে পাত্রীর যে দৃঢ় অবস্থান তা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে। তাই বলা যায় যে, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।

১৭ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।** [রাজশাহী বোর্ড–২০১৬]

এম. এ পাস রফিক বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় বলে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে নয়। কিন্তু পিতৃহীন রফিক চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। পর সম্পদ লোভী চাচার আদেশে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। নিজের মতামত প্রকাশের মানসিক দৃঢ়তা না থাকার কারণে বিয়ে বাড়িতে যৌতুকের মালামাল নিয়ে লোভী চাচার প্রশ্নের কারণে বিয়ে ভেঙে যায়। রফিকও চাচার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিয়ে বাড়ি থেকে অসহায়ের মতো চলে আসে।

ক) কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? ১

খ) 'কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র'–কেন? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক চরিত্রের সাথে 'অপরিচিতা' –গল্পের অনুপম চরিত্রের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) দৃঢ়তার অভাবে রফিক নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে চাচার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে–'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে এ সিদ্ধান্তের সাথে তুমি কি একমত? ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক) কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

খ) বিয়ের পাত্রের যে সব গুণ থাকা উচিত তার সবগুলো গুণই অনুপমের মধ্যে ছিল বলে সে একজন সৎপাত্র।

সমাজের দৃষ্টিতে বিবাহযোগ্য পাত্রের ভালোমানুষ হওয়াটা খুব প্রয়োজন। ভালো মানুষ বলতে কোনো খারাপ গুণ না থাকাকে বোঝায়। অপু মায়ের শাসনে বেড়ে ওঠা এমনই একজন ভালো মানুষ। তার চরিত্রের এই দিকটি বিবেচনায় কন্যার পিতার নিকট অনুপম একজন সৎপাত্র।

গ) মতামত প্রকাশে মানসিক দৃঢ়তার অভাবই উদ্দীপকের রফিক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মত প্রকাশের দৃঢ়তা মানুষের অন্যতম চারিত্রিক গুণ। এর দ্বারাই মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। সমাজের কলুষতা দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আর যাদের এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব রয়েছে তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এমনকি তারা কোনো অন্যায় দেখলেও তা মাথা পেতে নেয়। এমনই দুজন ব্যক্তি হলেন উদ্দীপকের রফিক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম।

উদ্দীপকের পিতৃহীন শিক্ষিত রফিক নিজের বিয়ের ব্যাপারে চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। তাইতো সে চাচার আদেশ উপেক্ষা করতে না পেরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে যৌতুক জনিত বিষয়ক জটিলতায় বিয়ে ভেঙে যায়। আর যৌতুকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ না করেই চাচার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে যায় রফিক। অনুরূপ বিষয় 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপমের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিয়ের পাত্রীর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে বাড়িতে মামার সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। অন্যায় জেনেও সে যৌতুকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। নিজের বিয়ের বিষয়েও কোনো দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.abswer.com

www.abswer.com

করতে পারেনি। সুতরাং বলা যায়, দুর্বলচিত্ত ও প্রতিবাদহীন মানসিকতাই উদ্দীপকের রফিকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ) উদ্দীপকের রফিক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম উভয়েরই সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তার অভাব রয়েছে।

মত প্রকাশের দৃঢ়তা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে আর ব্যক্তিত্বই মানুষের গুণাবলির প্রকাশ ঘটায়। যার উন্মাদনায় মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। অন্যায়কে অন্যায় বলে তা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু মত প্রকাশের দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ অনেকটা খেলার পুতুলে পরিণত হয়। অন্যের মতানুযায়ী তার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমনটি লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের রফিক এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মধ্যে।

উদ্দীপকের রফিক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাচার উপর নির্ভরশীল। অন্যায় জেনেও সে যেমন এর প্রতিবাদ করতে পারেনি, তেমনি নিজের ক্যারিয়ার গড়ার বিষয়েও শক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে নি। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মধ্যেও এই ধরনের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। বিয়ের পাত্রীকে দেখার ইচ্ছা করলেও সে মামাকে বলতে পারেনি। আবার যৌতুকের বিষয়ে লোভী মামার হীন মানসিকতাকে ধিক্কার জানাতে পারেনি। বরং সব জেনেও মামার সিদ্ধান্তে নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের রফিক এবং গল্পের অনুপম উভয়ের মধ্যেই চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব রয়েছে। শিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের মধ্যকার ন্যায়-নৈতিকতা জাগাতে পারে নি। যার ফলে তারা উভয়ই অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। মূলত, রফিক ও অনুপম চরিত্র দু'টি একই মুদ্রার দুই পিঠ।

১৮ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা-২০১৬]

এস.এস.সি পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে গ্রামের দুর্নীতিপরায়ণ চেয়ারম্যান পুত্রের সঙ্গে রুমার বিবাহ ঠিক করেন তারা বাবা। কিন্তু রুমা সুকৌশলে বিবাহ সভা থেকে উঠে থানা শিক্ষা অফিসারের সহায়তায় বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বর্তমানে রুমা কলেজে পড়ছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রামের দুঃস্থ ও বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

ক) মনু সংহিতা কী? ১
খ) ধনীর মেয়ে মামার পছন্দ নয় কেন? ২
গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের পুরো ভাব উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মনুসংহিতা হলো মনু প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।

খ) ভাগনে বউকে সারাজীবন যেন দাসী বানিয়ে রাখতে পারে সেই বাসনায় ভাগনের বউ হিসেবে মামার ধনী কনে পছন্দ নয়।

অনুপমের পরিবারে তার মামাই সব। মামার সিদ্ধান্তে তার পরিবারের সকল কাজ হয়। সজ্ঞাত কারণে অনুপমের জন্য কনে বাছাইয়ের দায়িত্বও তার উপর বর্তায়। অনুপমের জন্য মামা তাই এমন কনে চান যে সারা জীবন নত মাথায় তাদের সকল আদেশ পালন করবে। পরিবারের সকলকে সমীহ করবে। কোনোকিছুতেই প্রতিবাদ করবে না। কখনো কোনো বিষয়ে উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু ধনী মেয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সমস্যা হতে পারে। তাই মামা অনুপম কনে হিসেবে ধনী মেয়ে পছন্দ করেন না।

গ) সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার দিক থেকে উদ্দীপকের রুমার সাথে "অপরিচিতা" গল্পের কল্যাণীর মিল রয়েছে।

সমাজে সমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সামাজিক কাজগুলো করা হয় তা-ই সমাজকল্যাণমূলক কাজ। নারী শিক্ষা, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর কর্মসংস্থান প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক কাজের অংশ। উদ্দীপকের রুমা ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী উভয়েই সমাজকল্যাণমূলক এই কাজগুলো করে উদ্দীপকের সাথে গল্পের সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ের দিন বরপক্ষের অসদাচরণের জন্য তার বাবা শম্ভুনাথ বিয়ে ভেঙে দেন। বিয়ে ভাঙার পর পাত্রী কল্যাণীর জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। কল্যাণী নারী জাগরণে আত্মনিয়োগ করে। নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে সে সমাজের নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়। গল্পের শেষে অনুপম তার নিকট ফিরে এলেও কল্যাণী দৃঢ়চিত্তে তা প্রত্যাখ্যান করে। নারী শিক্ষার ব্রত নিয়ে সে সমাজকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসে। অনুরূপ চিত্র রুমার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। রুমার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সে সমাজকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসে। নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি সে গ্রামের দুঃস্থ ও অবহেলিত নারীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ তৈরি করে। এ দিকে যেমন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে অন্যদিকে তাদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উদ্দীপকের রুমা এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী উভয়েই সমাজের অবহেলিত নারীদের পাশে এসে একই সারিতে দাঁড়িয়েছে।

ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চিন্তা চেতনার সাথে উদ্দীপকের রুমার চিন্তা চেতনার মিল থাকলেও উদ্দীপকটিতে গল্পের পুরো ভাব ফুটে ওঠেনি।

www.abswer.com

www.abswer.com

'অপরিচিতা' গল্পে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ শতকের একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষিত ছেলের ব্যক্তিত্বহীনতা, পরিবারতন্ত্রের কাছে তার বিবেকের জলাঞ্জলি দেওয়া, যৌতুক প্রথার ঘৃণিত রূপ, দেশাত্মবোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী শিক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে রুমা চরিত্রের মাঝে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মাত্র।

অনুপম বিশ শতকের একজন শিক্ষিত ছেলে। কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার চরিত্রে রেখাপাত করেনি। পরিবারতন্ত্রের কাছে সে তার বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে মূর্খের অন্যায়কে মৌন সম্মতি দেয়। বিয়ের আসর হতে কন্যার গয়নাগুলো পরীক্ষা করার জন্য মামার অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ সে করেনি। কনের পিতা শম্ভুনাথ তার উপযুক্ত জবাব দেন কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জানিয়ে। বিয়ে ভেঙে গেলে কল্যাণী নারী শিক্ষায় ব্রতী হয়। দেশাত্মবোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় কল্যাণী। কিন্তু উদ্দীপকে রুমার ক্ষেত্রেও বিয়ে ভাঙার ঘটনা ঘটে। তবে তা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। কল্যাণীর মতো রুমাও শেষে দেশাত্মবোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'অপরিচিতা' গল্পে লেখক বিরাট পরিসরে সমাজের বৈষম্যগুলো তুলে ধরেছেন কিন্তু উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর চিন্তা-চেতনার আংশিক প্রতিফলন ঘটে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটিকে সমর্থন দিলে অত্যুক্তি হবে না।

১৯ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা-২০১৬]

অযুত বর্ণ ফুল ধরেছে
যেথা সবুজ ঘাসে,
তাহার দেশের বাতাস উড়ে
আমার দেশে আসে।
শ্যামল বরণ কায়ার উপর-
মিষ্টি একটা মুখ
চুম্বক টানা চোখের ভেতর
অসীম গভীর সুখ।
হাসে যখন, ঠোঁটটি তাহার
মৃদু মৃদু নড়ে
অমাবস্যায়ও সে মুখেতে
জোছনা ঝরে পড়ে।

ক) অনুপমের বিয়ের ঘটক কে ছিলেন? ১
খ) "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"-ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের শ্যামল বরণ কায়ার মেয়েটির সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর-সাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
ঘ) "কল্যাণী-ঐ মিষ্টি মুখের মেয়ের চেয়েও আরো কিছু"-উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক) অনুপমের বিয়ের ঘটক ছিলেন তার বন্ধু হরিশ।

খ) বিয়ের আসর থেকে বরপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে কন্যার পিতা শম্ভুনাথ আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

বরের মামার লোভী ও হীন মানসিকতা এবং বরের ব্যক্তিত্বহীনতায় শম্ভুনাথ বাবু যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত শম্ভুনাথ এহেন সংকীর্ণচেতা পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ; তাই তিনি উচ্চবাচ্য না করে তাঁর ভাব প্রকাশে ধীর চঞ্চলতাশূন্য ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদী শব্দ বেছে নেন। বরপক্ষকে রীতিমতো তাড়িয়ে দিতে তিনি বলে উঠেন, 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই'?

গ) উদ্দীপকের শ্যামল বরণ মেয়েটির সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যগুলো হলো উভয়ই চপলমতি, শুচিস্মিতা, অনিন্দ্য ও নবযৌবন রূপসী।

মানুষ সহজাতভাবে সুন্দরের পূজারি। বিধাতা তার অকৃত্রিম হাতে মাঝে মাঝে নারীদের এমনভাবে তৈরি করে যার সৌন্দর্যদ্যুতিতে পুলকিত হয় প্রকৃতি, লেখক, কবি সবাই। সৌন্দর্যপিপাসু লেখক কবিরা তখন সৌন্দর্য বর্ণনায় সীমাহীন আবেগে হারিয়ে যান। উদ্দীপকে শ্যামল বরণ কন্যা এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী এমনি দুজন হৃদয়কাড়া অনিন্দ্য সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী ষোল-সতেরো বছরের নবযৌবনা। কল্যাণীর সৌন্দর্য বর্ণনায় অনুপম চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার কিছু উপমা ব্যবহার করেছেন। নবযৌবনের দ্যুতি ছড়ানো কল্যাণীর সৌন্দর্যের শুচিতা এতো অপূর্ব যে এর কোনো ত্রুটি নেই। সকলের মাঝে কল্যাণী এতো উজ্জ্বল যে রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরির মতো সরল বৃন্তটির মতো সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। তার গল্প শোনার সময় সকল শ্রোতার উপর যেন প্রাণের ঝরনা ঝরে পড়ে, যার স্পর্শে সূর্যকিরণ সজীব হয়ে উঠে। কল্যাণীর মুখের কথা যেন অনাবিল প্রশান্তির সুমধুর সুর, যা সারাক্ষণ হৃদয়ে অনুরণিত হয়। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত শ্যামল বরণকারী মেয়েটির ক্ষেত্রেও

www.abswer.com

www.abswer.com

কবি তার সৌন্দর্য বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়াবেগে সিক্ত হয়েছেন। শ্যামল বরণ কায়ার মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকৃতিও পুলকিত হয়, যার সাড়াদানে প্রকৃতি অসংখ্য ফুলের সমারোহে সাজে। মেয়েটির রূপের এতো মাধুর্য যে তার টানা চোখে গভীর সুখের ঠিকানা রয়েছে। তার হাসির আলোয় অমাবস্যার গভীর অন্ধকারও দূরীভূত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকের শ্যামল বরণ মেয়েটির অনিন্দ্য সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক হওয়ার দিক থেকে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) 'অপরিচিতা' গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীর রূপ মাধুর্য বর্ণনার পাশাপাশি তার প্রকাশ করেছেন, যা উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্যামল বরণ কায়ার মেয়েটির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রতিটি মানুষ তার স্বদেশকে ভালোবাসে। একজন দেশপ্রেমিক বিভিন্নভাবে তার দেশকে ভালোবাসে। দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরিচয় ফুটে ওঠে। 'অপরিচিতা' গল্পের লেখক কল্যাণীর সৌন্দর্যের দ্যুতি বর্ণনার সাথে সাথে তার দেশপ্রমের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকের কবি শ্যামল বরণ মেয়েটির রূপ বর্ণনা করলেও কল্যাণীর মতো দেশাত্মবোধ চেতনা প্রকাশ করেননি।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী। অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী সে। চপলমতি ও নব যৌবনা কল্যাণীর সৌন্দর্য এতো মনোহর যে কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। আর এজন্যই তো অনুপম এবং তার মা নিস্পলক দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার কণ্ঠ যেন সমুধুর সুর, যার অনুরণন সারাক্ষণ হৃদয়ে বাজতে থাকে। তার চরিত্রকে শুধু তার অনিন্দ্য সৌন্দর্য উজ্জ্বল করেনি। তার দেশাত্মবোধের চেতনা তার চরিত্রকে আরও মহিমান্বিত করেছে। বিবাহ ভেঙে গেলে কল্যাণী নারী শিক্ষায় ব্রতী হয়ে সমাজের অসহায় ও অবহেলিত নারীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। অপরদিকে উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্যামল বরণ মেয়েটির সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উপমায়। তার মিষ্টি ও হৃদয়কাড়া মুখের সৌন্দর্যে এবং টানা চোখের চাহনিতে গভীর সুখের ঠিকানা রয়েছে। তার হাসিতে সমস্ত প্রকৃতি পুলকিত হয়, যার আলোর আভায় অমাবস্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের কবিতায় শ্যামল বরণ মেয়েটির রূপ মাধুর্যের বর্ণনা থাকলেও কল্যাণীর মতো স্বদেশ চেতনার গুণটি প্রতিফলিত হয়নি। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটিকে যথার্থ বলা যায়।

২০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ–২০১৬]

শেফালীর বয়স তেরো বছর। কিন্তু তার মা–বাবা ত্রিশ বছর বয়সের নাসিরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। নগদ বিশ হাজার টাকা এবং দুই ভরি গহনার ব্যবস্থা করতে গিয়ে হিমশিম খায় শেফালীর দিনমজুর বাবা। বিয়ের দিন বিশ হাজার টাকা এবং এক ভরি ওজনের গহনা দেখে নাসির এবং তার আত্মীয়–স্বজন বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে যায়। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে শেফালী স্বেচ্ছায় চির নির্বাসন নেয় এই পৃথিবী থেকে।

ক) শম্ভুনাথ সেনের বয়স কত? ১
খ) "এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শেফালী চরিত্রের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অপরিচিতার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩
ঘ) "উদ্দীপকের সমাজবাস্তবতা 'অপরিচিতা' গল্পের সমাজবাস্তবতারই আংশিক প্রতিচ্ছবি।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক) শম্ভুনাথ সেনের বয়স চল্লিশের এপারে বা ওপারে।

খ) 'এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি' উক্তিটিতে 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর পাশে একটু জায়গা পাওয়ায় অনুপমের স্বস্তির তৃপ্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও অনুপমের মামার গুরুতর অসদাচরণে বিয়ে ভেঙে যায়। অনুপম কল্যাণীর দেখা এক মুহূর্তের জন্যও পায়নি। যে দিন থেকে কল্যাণীর নাম শুনেছে সেদিন থেকে অনুপম তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। সবশেষে রেল স্টেশনে কল্যাণীকে দেখে অনুপম তার কণ্ঠ ও রূপ মাধুর্যে অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু কল্যাণী নারী সেবার ব্রত নিয়ে বিয়ে না করার পণ করে। তাই অনুপম প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষটির কাছে থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে। আর এই স্থানই তার কাছে পরম তৃপ্ততার।

গ) যৌতুকের শিকার এবং একে কেন্দ্র করে বিবাহ ভেঙে যাওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের শেফালী এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য থাকলেও বিবাহ ভাঙার ঘটনার ধরণ, বয়স এবং শেষ পরিণতির দিক থেকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের শেফালী এবং গল্পের কল্যাণী উভয়ই সমাজের ঘৃণ্য প্রথা যৌতুকের স্বীকার। শেফালীর বিয়ে ঠিক হয় ত্রিশ বছর বয়সী নাসিরের সঙ্গে। নাসির বিয়ের যৌতুক হিসেবে নগদ বিশ হাজার টাকা এবং দুই ভরি গহনা চায়। কিন্তু কনের দিনমজুর পিতা তা দিতে অসমর্থ হলে নাসির বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে যায়। গল্পের কল্যাণীও অনুরূপ যৌতুকের শিকার। যৌতুককে কেন্দ্র করে তার বিবাহ ভেঙে যায়। তবে কল্যাণী এবং উদ্দীপকের শেফালীর সাথে কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। শেফালীর বয়স তের বছর। কিন্তু কল্যাণী পনের বছরের নব যৌবনা। যৌতুককে কেন্দ্র করে তাদের দুজনের বিবাহ ভাঙলেও ঘটনা ছিল দুই ধরনের। শেফালীর ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারায় বর পক্ষ বিবাহ ভেঙে দেয়। অপরদিকে কল্যাণীর ক্ষেত্রে কনে পক্ষ বরপক্ষের অসদাচরণের কারণে বিয়ে ভেঙে দেয়। আবার শেষ পরিণতির দিক থেকে দেখা যায় বিয়ে ভাঙার আপমান সহ্য করতে না পেরে শেফালী আত্মহত্যা করে। কিন্তু গল্পের কল্যাণী নিজেকে মাতৃভূমি সেবায় নিয়োজিত করে। নারী শিক্ষার ব্রত নিয়ে চিরকাল বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

ঘ) সমাজ বাস্তবতার একটি ঘৃণ্য ও প্রচলিত ঘটনা যৌতুক প্রথার বিষয়টি ফুটে ওঠার মাধ্যমে উদ্দীপকটির সমাজব্যবস্থা 'অপরিচিতা' গল্পের সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করে আছে।

আমাদের সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে যৌতুক প্রথা। কাল পরিক্রমায় চলে আসা এই প্রথা বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করছে। এই প্রথার শিকার হয়ে অনেক মেয়ের জীবন অকালে ঝরে গেছে। কাউকে নিজের সোনালী স্বপ্নগুলো জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। অনুরূপ দুটি মেয়ে উদ্দীপকের সোনালী এবং 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী পনের বছরের নব যৌবনা। বিয়ে ঠিক হয় অনুপমের সাথে। পণ হিসেবে দেয়া কল্যাণীর গায়ে জড়ানো গয়নাগুলো খাঁটি কিনা তা জানতে বিয়ের আসরে বরের মামা কনের বাবাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলে। কনের বাবা অনেক অনুনয় বিনয় করে বোঝাতে চান যে কন্যার শরীর থেকে তা খুলে নেয়া অশোভন হবে। নাছোড়বান্দা মামার পীড়াপীড়িতে অনেকটা বাধ্য হয়ে কনের বাবা গয়নার শুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখান এবং অপমানের জবাবে কনের বাবা নিজে বিবাহ ভেঙে দেন। তখন থেকে কল্যাণী দেশাত্মবোধের চেতনায় বিয়ে আর না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায় শেফালী যৌতুকের নির্মম পরিহাসের শিকার। ত্রিশ বছরের নাসিরের সাথে শেফালীর নগদ বিশ হাজার টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণের যৌতুকের বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু বিয়ের দিন কনের দিনমজুর বাবা যৌতুকের দাবি সংস্থানে অসমর্থ হলে নাসির বিবাহ ভেঙে দিয়ে চলে যায়। এতে অপমানিত হয়ে কন্যা শেফালী নিজের জীবন বিসর্জন দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দুটি ভিন্ন পরিণতিতে উদ্দীপকের শেফালী এবং গল্পের কল্যাণী যৌতুকের বলি হয়েছেন। উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ঘৃণ্য সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

২১ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা –২০১৫]

একটি মাত্র দৃশ্যপটে স্থাপিত কোনো ঘটনার সংক্ষিপ্ত ও তীব্র বিন্যাস, ঘটনাসূত্রের আকস্মিকতায় চরিত্রের চকিত উন্মোচন, কোনো একটি গূঢ় অনুভবের ওপর সন্ধানী আলোকপাত, ক্লান্তিলগ্নে নাটকীয়তার চমক– এভাবেই ছোটগল্প পৌঁছে যায় তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে। বাহুল্যহীন সংহত গঠনে, বিন্যাসের একমুখিতায়, সহজাত সংকেতময়তায় 'ছোটগল্প' নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন শিল্পরূপে।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
খ) 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই'– উক্তিটি শম্ভুনাথ কেন করেছিল? ২
গ) উদ্দীপকের আপনাদের চমক 'অপরিচিতা' গল্পে কোথায় সৃষ্টি হয়েছে? নির্ণয় কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'ছোটগল্প' হিসেবে 'অপরিচিতা' গল্পের সার্থকতা বিচার কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ) 'অপরিচিতা' গল্পের অপরিচিতা তথা কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন বিবাহ সভা স্থগিত রেখে অনুপমদের বিদায় দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যত হয়ে উক্তিটি করেছেন।

মেয়ের জন্য যে সব গহনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, সেগুলোর পরিমাণ ও খাঁটিত্ব প্রমাণের জন্য অনুপমের মামা বাড়াবাড়ি রকম অভদ্রতা করেছে। মামার অভদ্র–আচরণ ও হীন মানসিকতায় অপমানিত বোধ করেছেন শম্ভুনাথ সেন। তাই শিক্ষিত, সচেতন, পিতা শম্ভুনাথ সেন বিবাহ ভেঙ্গে দেন। প্রশ্নোক্ত কথাটি শম্ভুনাথ সেন মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের নাটকীয়তার চমক 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর সাথে প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ। ছোটগল্প সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি। উদ্দীপকে প্রকাশিত ছোটগল্পের নাটকীয় চমক 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত কানপুরের রেল স্টেশনের আকস্মিক ঘটনাটির মধ্যে দেখা যায়। সেখানে একটি আশ্চর্যমধুর কণ্ঠধ্বনি 'জায়গা আছে' ট্রেনে বসে থাকা ও স্বপ্নলোকে ডুবে থাকা অনুপমের কানে এসে লাগে এবং তার মনকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হবার কথা ছিল, যা এক অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে সম্পন্ন হয়নি। এরপর অনুপমের মধ্যে পরিবর্তন আসে। মেয়েটিকে অনুপম তার কল্পনায়, স্বপ্নে, বিচিত্র রঙে সাজাতে থাকে এবং ধিক্কার দিতে থাকে নিজের পৌরুষহীন আচরণকে। বছরখানেক পর সেই স্বপ্ন–প্রেয়সীকে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে অনুপম তার মাকে নিয়ে তীর্থের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। গমনপথে কানপুর রেলস্টেশনে তার স্বপ্নমূর্তার নীরবতাকে ভেঙ্গে দেয় একটি মিষ্টি কণ্ঠ। পরবর্তীতে দেখা যায়– সেই মধুর কণ্ঠধারী মেয়েটি আর কেউ নয়। সে কল্যাণী–যাকে অনুপম চোখেও দেখেনি। কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা ছিল সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কল্যাণীর মধুর কণ্ঠধ্বনি, অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য অনুপমকে মুহূর্তেই যেন আকুল করে তোলে। রোমান্টিক ভাবনায় অনুপম হয়ে ওঠে স্বপ্নকাতর। এমন নাটকীয় চমক ছোটগল্পেরই অনবদ্য আকর্ষণ, যা উদ্দীপকেও নির্দেশিত হয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

ঘ) উদ্দীপকে ছোটগল্পের কিছু অনবদ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। 'অপরিচিতা' গল্পটিতে উদ্দীপকে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

ছোটগল্প সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা। এ শাখায় স্বল্প পরিসরে ঘটনা বর্ণিত হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় চরিত্রের বিকাশ ঘটে। কাহিনিতে এক ধরনের অপূর্ণতা দেখা দেয়। তাই পাঠকের আগ্রহ থেকেই যায়। শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। উদ্দীপকে উত্থাপিত ছোটগল্পের এ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'অপরিচিতা' গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্প।

'অপরিচিতা' গল্পে কাহিনির একমুখিতা, সহজাত, সংকেতময়তা, সংহত, ভাষাশৈলী রয়েছে। ছোটগল্পের উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যগুলো 'অপরিচিতা' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। একটি ছোটগল্পের শিল্পসার্থকতা নির্ভর করে তার কাহিনি বিন্যাস, নির্দিষ্ট ঘটনার দৃশ্যপট নির্মাণ ও সংহত ভাষা প্রয়োগে। গভীর দর্শন ও তাত্ত্বিকতা ছোটগল্পে অত্যাবশ্যক নয়। ঘটনার আকস্মিকতা, হঠাৎ সমাপ্তি, শেষ হয়েও যে শেষ না হওয়া–বিষয়গুলোই ছোটগল্পকে রসোত্তীর্ণতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ বিবেচনায় 'অপরিচিতা' গল্পটি উৎকৃষ্ট ও শিল্পসঙ্গত। ঘটনার আকস্মিকতা তৈরি হয়েছে একটি মাত্র দৃশ্যপটে, আর সেটা হলো কানপুর রেলস্টেশনে–যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে কল্যাণীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় অনুপম। যাকে কল্পনায় বিচিত্র রঙে সাজিয়েছে অনুপম। এরপর অনুপমের ক্ষমা চাওয়া কল্যাণীর আশেপাশে থেকে প্রতিনিয়ত নতুনত্বের চমক দিয়েছে। গল্পের নায়িকা কল্যাণী পুরো গল্প জুড়ে নায়ক অনুপমের কাছে অপরিচিতাই রয়ে যায়। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো 'অপরিচিতা' গল্পের কাঠামো বিন্যাসে ও শিল্প–ভাবনায় পুরোপুরি দেখা যায় বলে 'অপরিচিতা' যে একটি শিল্পসার্থক ছোটগল্প, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২২ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ইস! যদি হৃদয়লিপিতে
বন্দী স্মৃতির শিশির হয়ে ঝরে
না যেতে তুমি! আমিই কি
জানতাম
অর্থ–সমাজ–সংস্কৃতির বার্তা
বরণে আবদ্ধ নতজানু
মানুষ হব আমি।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পুরুষে বর্ণিত হয়েছে? ১
খ) শম্ভুনাথ বাবু বরপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়েছিল কেন? ২
গ) উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের কার উপলব্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের ন্যায় উপলব্ধিই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কুসংস্কারমুক্ত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে– 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক) 'অপরিচিতা' গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে।

খ) বরপক্ষের লোভী ও অবিশ্বাসী মনোভাবের কারণে শম্ভুনাথ বাবু মেয়েকে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বরপক্ষকে ফিরিয়ে দেন।

স্বভাব ও ব্যবহার মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে। কপট স্বভাবের মানুষ ভালো হয় না। বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ তাদের এড়িয়ে চলে। অনুপমের মামা বিয়ের আসরে গহনার খাদ পরীক্ষা করে লোভী, অবিশ্বাসী ও মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। আত্মসচেতন শম্ভুনাথ বাবু এটিকে ঠাট্টার সম্পর্ক বলে ঘৃণা করেছেন। তার মনে হয়েছে, এ ধরনের মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ শুভ হবে না। এ কারণে শম্ভুনাথ বাবু কন্যা সম্প্রদানে বিরত থেকেছেন।

গ) উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপমের উপলব্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ।

মানুষ কখনও কখনও সমাজ বাস্তবতায় ও পারিবারিক জটিলতার সম্মুখীন হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পরিস্থিতির উত্তরণ হলে, তখন বুঝতে পারে যে কাজটা ভুল ছিল। তখন মানুষ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। আর এটি হচ্ছে আত্মোপলব্ধি, যা উদ্দীপক এবং গল্পের অনুপমের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

'অপরিচিতা' গল্পের নায়ক অনুপম শিক্ষিত হলেও, পরিবারতন্ত্রের কাছে সে ছিল অসহায় পুতুলমাত্র। তাই পারিবারিক জালকে উপেক্ষা করে যৌতুক বিরোধী পদক্ষেপে সে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। কিন্তু তার এ অসচেতন ভূমিকা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। তাই যখন ভুল শোধরানোর ন্যূনতম একটা সুযোগ পেয়েছে, তখন পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সময়ের কাজ সময়ে না করলে তার কোনো মূল্য থাকে না। অনুপমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। অনুপম নিজেকে অর্থ, সমাজ আর সংস্কৃতির কাছে নত এক ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর উদ্দীপকে আমরা এ উপলব্ধিই দেখতে পাই। এখানে বলা হয়েছে মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যাওয়ার পরই মানুষ তার মূল্য বুঝতে পারে এবং নিজের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে। মিথ্যা অহংকার, নিছক সামাজিকতার কারণে অনেক সময় মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেয়। কিন্তু মোহ কেটে গেলে মানুষের বোধোদয় হয়।

www.abswer.com

www.abswer.com

উদ্দীপকের এ উপলব্ধিটি গল্পের অনুপমের আত্মোপলব্ধির সাথে পুরোপুরিই সংগতিপূর্ণ।

ঘ) মিথ্যা অহমিকা আর নিছক লৌকিকতা পরিহার করে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করলে প্রচলিত সমাজ অবশ্যই কুসংস্কারমুক্ত হবে। 'অপরিচিতা' গল্পের শিখনফলও এটি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের এ উপলব্ধিটি যথার্থ ও সঠিক।

আত্মোপলব্ধি মানুষের একটি মহৎ গুণ। এ বোধই মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করে। কোনো কিছু হারিয়ে বা কঠিন বিপদ থেকে উত্তরণের পর মানুষের অন্যায় সম্পর্কে বোধোদয় হয়। উদ্দীপকে এমন এক উপলব্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। যা আমরা 'অপরিচিতা' গল্পে লক্ষ করি। আর এ ধরনের উপলব্ধিই সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। গল্পের নায়ক অনুপম সমাজ, সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে প্রথমে নিজেকে ব্যক্তিত্বহীন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও গল্পের শেষাংশের বোধোদয় তাকে সামান্য হলেও ভালো চরিত্র বলে প্রমাণ করে। প্রথমে পরিবারতন্ত্র থেকে বের হতে না পেরে সমাজের ঘৃণ্য যৌতুক এবং নারীর অবমাননাকে নীরবে সহ্য করেছে সে, কিন্তু অনেক দিন পর, যখন আকাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে তার দেখা হয়, তখন পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে সে নিজের ভুলকে শুধরে নিতে চেয়েছে। হয়তো তার নায়িকা কল্যাণীকে বিয়ের আসর থেকে হারানোর পরই তার মনুষ্যত্ববোধ জেগে উঠেছে এবং বিবেকের তাড়নায় দগ্ধ হচ্ছে। তাই অর্থ ও সামাজিকতাকে উপেক্ষা করে সে কল্যাণীকে পাশে চেয়েছে। উদ্দীপকেও আমরা এ ধরনের উপলব্ধি লক্ষ করি। প্রতিটি মানুষ যদি এভাবে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেয় এবং মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে তবে সমাজ থেকে অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার দূরীভূত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যেক মানুষেরই নিজেদের কর্ম সম্পর্কে আত্মসমালোচনা থাকা প্রয়োজন। মানুষ যদি তাদের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করে, তবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মিথ্যা অহমিকা, অন্যায় আচরণ দূর করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী (সৃজনশীল)

১। পিতৃহীন নয়নের অভিভাবক হিসেবে চাচার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য। শিক্ষিত হলেও চাচার কথার বাইরে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। তাই নিজের বিয়েতে মেয়ের ছবি দেখে মনে মনে বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখলেও যৌতুক নিয়ে চাচার বাড়াবাড়ির কারণে কন্যার বাবা বিয়েটি ভেঙ্গে দেন। কিন্তু নয়নকে নির্বাক হয়েই থাকতে হয়। অনুভূতি থাকলেও তা প্রকাশের কোনো ভাষা তার ছিল না।

ক) 'অপরিচিতা' গল্পে 'গজানন' কে? ১

খ) শম্ভুনাথ সেন পশ্চিমে গিয়ে বাস করছিলেন কেন? ২

গ) উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করে কি? মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। ইডেন কলেজে বাংলায় এমএ পড়ছে রমা। এরই মধ্যে রমার বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলে। পাত্র শিক্ষিত এবং সুদর্শন হওয়ায় রমাও বাবা-মার বাধ্য সন্তান হিসেবে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হয়ে যায়। সব আয়োজন শেষ, বিয়ের কাজ শুরু হবে। এমন সময় পাত্রপক্ষ রমার বাবার কাছে একটি হুন্ডা এবং এক লক্ষ টাকা দাবি করে। কথাটি রমার কানে যেতেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার কণ্ঠে। কনের সাজ থেকে উঠে এসে বরপক্ষের দাবির তীব্র প্রতিবাদ করে সে। মেয়ের প্রতিবাদকে সমর্থন করে বাবা বিয়ে ভেঙে দেন।

ক) 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ) "আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।"-অনুপমের এ কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের ন্যায় প্রতিবাদী কণ্ঠই আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে যৌতুকমুক্ত করতে পারে-'অপরিচিতা' গল্পের বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। আমার বাবাকে দেখলে অনেকেই মনে করেন তিনি বেশ নীতিবান ও উদার প্রকৃতির। বাস্তবে বাবা তার উল্টো। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝেন না। আমি বাবার অতিশয় ভদ্র সন্তান। বাবার মুখের ওপর কথা বলার সাহস আমি কোন দিন পাইনি। আমি বউকে অতিশয় ভালোবাসতাম। আমার পরিবারও বউকে অনাদর করত না। কিন্তু শ্বশুর যখন পনের টাকা পরিশোধের তারিখ বার বার পেছাতে লাগল, তখন আমার বউয়ের আদর অপেক্ষা অনাদরটা বেড়ে গেল। বউয়ের করুণ মুখের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হতো, কিন্তু কিছুই করতে পারতাম না।

ক) অনুপমের আসল অভিভাবক কে ছিলেন? ১

খ) শম্ভুনাথ বাবু কেন অনুপমকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন? ২

গ) উদ্দীপকের লেখকের বাবার চরিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের অনুরূপ? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) 'উদ্দীপকের লেখক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রগত দিক থেকে একই আদর্শের।'-তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নানা আয়োজনে বিয়েবাড়িতে যেন মহোৎসব শুরু হয়েছে। লগ্ন সমাসন্ন। বাদ্যযন্ত্র বাজছে। বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে মহা ধুমধাম চলছে। কিন্তু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে হঠাৎ করে সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে বাবা-মা অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন।

www.abswer.com